ধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস
প্রিন্টার — কে, সি, ধর
৩২৭, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

# ভূমিকা

"কোহিনূর" নাটক পতনশীল মোগল সাম্রাজ্যের আলেখ্য। অতবড় মোগল-সাম্রাজ্য মাত্র কয়েক পুরুষের মধ্যে তাসের ঘরের মত ধ্বসিয়া পড়িল কি কারণে, ছাত্রাবস্থা হইতেই এ বিষয়ে আমার কৌতুহলের অন্ত ছিল না। প্রধানতঃ যে দোষ এত বড় বংশটার এত শীঘ্র ধ্বংস ডাকিয়া আনিয়াছিল, তাহা ইহাদের অসাধারণ বিলাসিতা। জীবন্ত মানুষগুলিকে দাবার ঘুঁটি সাজাইয়া যাহারা খেলা করে, তাহাদের ধ্বংসের বীজ তাহাদের স্বভাবেই নিহিত ছিল।

সম্রাট্ দ্বিতীয় শাহ আলমের সময়ে মারাঠাদস্যু সিন্ধে ভারতের রাজা-রাজড়াদের কাছে বিভীষিকার সৃষ্টি করেন। এই দস্যুরই সহায়তায় সম্রাটের নিমজ্জমান তরী রক্ষা পায়। অথচ এই সিন্ধের মত শত্রু শাহ আলমের আর ছিল না। শরণাগতকে রক্ষার জন্য শত্রুতা ভুলিয়া এই জীবন-পণ উদ্যম হিন্দুর চিরন্তন নীতি।

এই দুটিমাত্র কথাই "কোহিনূর" নাটকে বলা হইয়াছে; আর সব অলঙ্কার মাত্র। ইতি—

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে

# পরিচয়

—পুরুষ—

| | | | |
|---|---|---|---|
| শাহ আলম (দ্বিতীয় | ... | ... | দিল্লীর সম্রাট |
| আকবর<br>হোসেন | ... | ... | ঐ পুত্রদ্বয় |
| বাহাদুর | ... | ... | আকবরের পুত্র |
| মেহেদী | ... | ... | হোসেনের ভৃত্য |
| জাফর | ... | ... | আকবরের নফর |
| গোলাম কাদের | ... | ... | রোহিলখণ্ডের নবাব |
| খোদাবক্স | ... | ... | ঐ পিতা |
| আল্‌মামুন | .. | ... | সৈন্যাধ্যক্ষ |
| রহমত | ... | ... | মনসবদার |
| মহাদাজি সিন্ধিয়া | ... | ... | মারাঠাদস্যু |
| রঘুপন্থ | ... | ... | ঐ অনুচর |

দরবেশ, মুসাফির, ভগ্নদূত, রক্ষী, ইত্যাদি

—স্ত্রী—

| | | | |
|---|---|---|---|
| রোশেনারা | ... | ... | দিল্লীশ্বরের বেগম |
| কোহিনুর | ... | ... | দিল্লীশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্রী |
| নসীবন | ... | ... | খোদাবক্সের স্ত্রী |

বাঁদী, সহচরীগণ, হারেম-রক্ষিণী ইত্যাদি

# কোহিনূর



## প্রথম অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

দিল্লীর রাজপ্রাসাদের একাংশ

একখানা আসিহস্তে কোহিনূরের প্রবেশ

কোহিনূর। ও বাবা, এ কে গো? এই শাহাজাদী কোহিনূর? ইস্, কি রূপ দেখেছ? আমার নিজেরই ভালবাসতে ইচ্ছে হ'চ্ছে। আমি তো এতদিন লক্ষ্যই করিনি। এই, শুনে যা এদিকে।

সহচরীগণের প্রবেশ

কোহিনূর। তোরা তো এতদিন বলিস নি যে আমার এত রূপ!

১মা সহচরী। বল্‌লে কি হ'তো?

কোহিনূর। বাপজানকে বারণ ক'রে দিতুম, আমার জন্য আর পাত্র খুঁজতে হবে না। ( সহচরীগণ অবাক-বিস্ময়ে কোহিনূরের দিকে চাহিল ) মর্, সবাই অতবড় হাঁ কর্‌লি কেন? গিলবি নাকি? আরও হাঁ করে?

১মা সহচরী। গীত

সই, হাঁ করি কি সাধে?

২য়া সহচরী। ( চপেটাঘাত পাইয়া )

অন্ধকারে রোশনি রূপের আপনি লাজে কাঁদে।

সকলে। এ রূপের তাপে জলে জলে রে আগুন জলে,

যে মিঞা করবে সিনান, যাবে তার কপাল জলে,

বিবি লো, ও বিবি লো, বুকে কার মই দিবি লো,
ঘরে থাক্ কুলুপ এঁটে বাঁধা আপন রূপের ফাঁদে।

কোহিনুর। থাম্ হতভাগীরা। এমন খাপ্‌সুরত মানুষ আর তোরা দেখেছিস কিনা, তাই বল্।

১মা সহচরী। না দেখলেও দেখতে পারি। [ সহচরীগণের প্রস্থান।

কোহিনুর। আল্লাতালার আর যেন খেয়ে দেয়ে কাজ ছিল না। এত রূপ নিয়ে আমি কি ধুয়ে জল খাবো? দেখ দেখি, এখন আমি সাদি করি কাকে?

শাহ্ আলমের প্রবেশ

শাহ আলম। এই যে কোহিনুর।

কোহিনুর। কি বাপজান, এত শীগ্‌গির দরবার শেষ হ'য়ে গেল?

শাহ আলম। তা কি করি বল্? তোর মা কাল আমায় দাবা খেলায় হারিয়ে দিলে, আজ তাকে না হারিয়ে আমি জল গ্রহণ করবো না।

কোহিনুর। সুতরাং দরবার মাথায় থাক্, প্রজারা উচ্ছন্ন যাক্।

শাহ আলম। মন্ত্রীটা বেঘোরে মারা গেল, নইলে—

কোহিনুর। মন্ত্রীর দোষ নয় বাপজান, দোষ রাজার।

শাহ আলম। কি রকম?

কোহিনুর। এতবড় মোগল-সাম্রাজ্য জাহান্নমে গেল শুধু তোমাদের এই বিলাসিতার জন্য। সম্রাট্ আলমগীরের মৃত্যুর পর একশো বছরও কাটলো না, এরই মধ্যে বিশাল সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মত ধূলিসাৎ হ'য়ে গেল। সোণার বাঙলায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কায়েম হ'য়ে বস্‌লো, হীরার খনি গোলকুণ্ডা হাতছাড়া হ'লো, বীরভূম, রাজস্থান স্বাধীনতা কায়েম ক'রে নিলে, মোগল-সাম্রাজ্য ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে একটা জায়গীরে পরিণত

হ'লো, তবু বাদশাদের দাবার নেশা ঘুচলো না, গোলাপ জলে স্নান করার সখ মিটলো না, আতরের ফোয়ারাগুলো ভেঙ্গে গড়িয়ে পড়্‌লো না।

শাহ আলম। মন্ত্রীটা যদি মাঠে মারা না যেতো, তাহ'লে গজের কিস্তি—

কোহিনুর। যাও বাবা, যাও, গজের কিস্তি দিয়ে ঘোড়ার আস্তাবল জয় করগে। মা বোধহয় দাবার ছক বিছিয়ে ব'সে আছেন। দেরী হ'লে দাসীগুলো মার খেয়ে মর্‌বে।

শাহ আলম। ওই রাগই আছে, চালটালগুলো এখনো দশবছর শিখতে হবে। তুমি চল না, দেখবে আজ কি হাল করি।

কোহিনুর। তুমি এগিয়ে যাও। তোমার মন্ত্রী মরেছে, তুমি ওঁর বাপ-মাকে ধ'রে এনে কবর দাও।

শাহ আলম। আচ্ছা, এস তুমি। ( প্রস্থানোদ্যোগ )

আকবরের প্রবেশ

আকবর। পিতা, রোহিলানায়ক গোলাম কাদের দূত পাঠিয়েছে।

শাহ আলম। গোলাম কাদের! সেই কালো কুৎসিত দুশমনটা? সে আজ রোহিলখণ্ডের সর্দ্দার হয়েছে, না? শুনেছি, লোকটা খুব শক্তিশালী হ'য়ে উঠেছে।

আকবর। হ্যাঁ পিতা, উত্তরভারতে তার মত শক্তিশালী পুরুষ আজ খুব কমই আছে।

শাহ আলম। যেমন কুৎসিত, তেমনি শয়তান! ওর বাপ ছিল ভিস্তিওয়ালা। সে আজ বাদশার দরবারে দূত পাঠায়! কি বল্‌ছে দূত?

আকবর। আপনার কাছেই বল্‌বে। আপনি মন্ত্রণাকক্ষে আসুন পিতা।

শাহ আলম। আমি এখন যেতে পারবো না।

কোহিনূর। মা দাবার ছক নিয়ে ব'সে আছেন। দূতকে অপেক্ষা করতে বল।

আকবর। ওকে আজই ফিরে যেতে হবে পিতা।

শাহ আলম। তবে চ'লে যেতে বল!

কোহিনূর। না দাদা, তাকে এখানেই নিয়ে এস, আমি চ'লে যাচ্ছি।

শাহ আলম। দেখ দেখি, সময় নেই, অসময় নেই, দূত একটা এলেই হ'লো? শুনবোই বা কি? গোলাম কাদের নিশ্চয়ই কোন সওগাত পাঠিয়েছে। তাকে ব'লে দিলে না কেন, মোগলবাদশা যার তার সওগাত গ্রহণ করেন না।

আকবর। কথাটা শুনতে আপত্তি কি?

শাহ আলম। তবে যাও, নিয়ে এস। [ আকবরের প্রস্থান। ] সওগাত! একটা ভিস্তিওয়ালার ছেলে, হ'লোই বা সে আজ রোহিলা-সর্দার, তার সওগাত মোগলবাদশা গ্রহণ করতে পারেন না। এই সামান্য কথাটা শুনিয়ে দেবার জন্য আমায় দরকার হ'লো? ছেলে দুটি হয়েছে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য।

কোহিনূর। তাইতো বাবা, তোমার যে বড় বেলা হ'য়ে গেল। এর পরে গজের কিস্তি সাজাবেই বা কখন, আর ঘোড়ার আস্তাবলই বা ভাঙবে কখন?

শাহ আলম। বুঝতে পাচ্ছি, আজও আমায় হেরে মরতে হবে। যত সব অকর্ম্মণ্য অপদার্থের দল,—একটা মুখের কথা ব'লে দিতে পারে না। বাদশা কি সবই নিজের হাতে করবেন?

আকবর ও আল্‌মামুনের প্রবেশ

আল্‌মামুন। দিল্লীশ্বরের জয় হোক।

আকবর। একি কোহিনূর, তুমি এখনো এখানে! যাও বলছি।

কোহিনুর। (স্বগত) ওঃ, জাতটা রসাতলে গেছে। বিষ নেই তার কুলোপানা চক্কর।

[ প্রস্থান।

আল্‌মামুন। আমায় ক্ষমা করুন সম্রাট্। শাহজাদী এখানে উপস্থিত আছেন জানলে আমি প্রবেশ করতুম না।

আকবর। অপরাধ তোমার নয়, শাহাজাদীর।

শাহ আলম। বল যুবক, কি তোমার বক্তব্য।

আল্‌মামুন। সম্রাট্,—

শাহ আলম। তারপর কি ?

আল্‌মামুন। আমার প্রভু সুলতান গোলাম কাদের—

শাহ আলম। সওগাত পাঠিয়েছে ?

আল্‌মামুন। না জাঁহাপনা।

আকবর। তবে কি? ইতস্তত: ক'চ্ছো কেন? এতক্ষণ তো তোমার কোন দ্বিধা দেখিনি।

আল্‌মামুন। এতক্ষণ সম্রাট্ দ্বিতীয় শাহ আলমের পুত্রদেরই দেখেছি, ভ্রাতুষ্পুত্রীকে দেখিনি।

শাহ আলম। কি বল্‌তে এসেছ তুমি ? কি ব'লে পাঠিয়েছে গোলাম কাদের ?

আল্‌মামুন। আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহের প্রস্তাব ক'রে পাঠিয়েছেন।

শাহ আলম। কি ? একটা ভিস্তিওয়ালার ছেলের এত সাহস যে, দিল্লীর সম্রাট্ দ্বিতীয় শাহ আলমের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করতে চায় ?

আল্‌মামুন। আপনি দিল্লীর সম্রাট্, আমাদের সম্মানের পাত্র। কিন্তু রোহিলখণ্ডের অধিপতিও অসম্মানের পাত্র নয় জনাব।

শাহ আলম। রোহিলখণ্ডের অধিপতি! ক্ষুদ্র রোহিলখণ্ড, তার ক্ষুদ্র নবাব—

আকবর। ক্ষুদ্র হ'লেও নবাব তো বটে।

শাহ আলম। নবাব হ'লেও তার ভিস্তিওয়ালার রক্তটা তো মুছে যায়নি, তার কালো কুৎসিত দুশমনের চেহারাটাতো বদলায়নি। স্পর্দ্ধা বটে এই বর্ব্বর দস্যুর, যে মোগল বাদশাহের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করতে চায়।

আল্‌মামুন। প্রার্থীর অধিকার চাওয়ার, দাতার অধিকার দেওয়ার, এর মধ্যে অমর্য্যাদার কিছু নেই সম্রাট্‌। আপনার বক্তব্য শুনতে পেলে আমি বিদায় গ্রহণ করি।

শাহ আলম। বক্তব্য? আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী কোহিনূর সেই কৃষ্ণকায় কুৎসিত ভিস্তিওয়ালার ছেলেকে দাসত্বে নিয়োজিত করতে পারে, পতিত্বে নয়।

আল্‌মামুন। আমি কি আমার প্রভুকে এই কথাই বলবো?

শাহ আলম। হ্যাঁ। আরও বলবে, তার পিতা একদিন আমার বাগানে জলসেচন করতো। তার কিছু বেতন বাকী আছে, গোলাম কাদের যেন নিয়ে যায়।

আল্‌মামুন। তাহ'লে আমি আসি জাঁহাপনা।

আকবর। দাঁড়াও। পিতা, গোলাম কাদের অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ, অনর্থক তাকে শত্রু ক'রে তুলবেন না।

শাহ আলম। কি করতে বল তুমি? তোমার ভগ্নীকে তার সঙ্গে বিবাহ দিতে চাও?

আকবর। আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে আপনি যার সঙ্গে ইচ্ছা বিবাহ দিতে পারেন। তা ব'লে কোন প্রার্থীকে কটূক্তি করবার অধিকার আপনার নেই।

শাহ আলম। তবে কি কর্‌তে বল? করযোড়ে আমার কথা প্রত্যাহার কর্‌তে হবে?

আকবর। দূতকে ব'লে দিন যে আপনি অসম্মত।

শাহ আলম। শোন দূত, তোমার প্রভুকে গিয়ে আরও ব'লো, সে যেন তার এই অসঙ্গত প্রস্তাবের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

আল্‌মামুন। বল্‌বো সম্রাট্‌। ( প্রস্থানোদ্যত হইয়া ফিরিলেন )

আকবর। ফির্‌লে যে?

শাহ আলম। আর কোন কথা আছে?

আল্‌মামুন। আছে জাঁহাপনা। আমার প্রভু বর্ত্তমানে দিল্লীর খুব বেশী দূরে নেই। তিনি না বল্‌লেও আমার বিশ্বাস, একপক্ষ কালের মধ্যে তিনি দিল্লী আক্রমণ করবেন।

শাহ আলম। ক্ষুদ্র একটা ভুঁইয়া দিল্লী আক্রমণ করবে?

আল্‌মামুন। ভুঁইয়া ক্ষুদ্র হ'লেও তাঁর সৈন্যদল ক্ষুদ্র নয়। আর সে সৈন্যেরা তরবারি ধরতেই জানে, সরাবের বোতল ধর্‌তে জানে না। দিল্লীশ্বর দ্বিতীয় শাহ আলম জানেন না যে, তিনি চোরাবালির উপর দাঁড়িয়ে আছেন। এখানে আসতে আসতে দিল্লীর পথে ঘাটে যত মাতাল আর বাইজী আমি দেখেছি, তার এক চতুর্থাংশ সৈনিক আমি দেখিনি। দেউড়ীতে রক্ষীর দল মদ খেয়ে টল্‌ছে আর কুৎসিত আলাপ ক'চ্ছে। উজীর, নাজির, আমীর, ওমরাহ কত আছে দেখলুম, কিন্তু কারও চোখ সাদা দেখলুম না। এই শক্তি নিয়ে কারও আক্রমণই আপনি রোধ কর্‌তে পারবেন না।

আকবর। সত্য পিতা।

শাহ আলম। সত্য হোক আর মিথ্যা হোক, তুমি দূত—তোমাকে একথা বলবার অধিকার দিয়েছে কে?

আল্‌মামুন। বিলাসী বাদশাহী বংশের অসংখ্য শাখা প্রশাখার তুচ্ছ একটা ফল আমি। বাদশাহী বংশের এককণা অনুগ্রহও আমি পাইনি, তবু এ বংশটাকে আমি ভালবাসি। তার অধঃপতনের কথা লোক মুখেই শুনেছি, স্বচক্ষে কখনও দেখিনি। আজ দেখে চোখ ফেটে জল আসছে।

আকবর। তবে গোলাম কাদেরের দাসত্ব কর্‌ছো কেন?

আল্‌মামুন। পেটের দায়ে। গোলাম কাদের আমায় ক্ষুদ্র সৈনিকের পদ থেকে সৈন্যাধ্যক্ষ ক'রে দিয়েছেন।

আকবর। কি নাম তোমার?

আল্‌মামুন। আল্‌মামুন।

শাহ আলম। ( অর্দ্ধ স্বগত ) বিখ্যাত যোদ্ধা আল্‌মামুন তুমি! এই নবনীত কোমল যুবক! ( প্রকাশ্যে ) তুমি গোলাম কাদেরকে ত্যাগ করে এস যুবক! আমি তোমাকে সহকারী সিপাহশালার কর্‌বো।

আল্‌মামুন। পাঁচ বছর আগে পেটের দায়ে আপনার কাছেই এসেছিলুম। আমার নবনীত কোমল দেহ দেখে আপনি আমাকে একটা শাস্ত্রীর পদও দেননি। আজ আর ফিরতে পারি না জাঁহাপনা, আপনার এই রাজধানী আক্রমণ করতে হয়তো আমিই এগিয়ে আসবো।

শাহ আলম। তোমাকে যদি সে সুযোগ আমি না দিই?

আল্‌মামুন। কি কর্‌বেন?

শাহ আলম। যদি বন্দী করি?

আল্‌মামুন। তাহ'লে বুঝবো, সম্রাট্‌ দ্বিতীয় শাহ আলম শুধু শক্তি-হীন নন, অত্যন্ত নীচ।

আকবর। আল্‌মামুন! ( তরবারি নিষ্কাষন )

আল্‌মামুন। ( ক্ষিপ্রহস্তে তরবারি দ্বারা আকবরের তরবারি হস্ত-চ্যুত করিলেন ) তবু আপনাকে আমি ভালবাসি সম্রাট্‌। আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে একমুহূর্ত্ত আমি দেখেছি। আমি চাই না যে মোগলরাজ-বংশের এমন অপরূপ সুন্দরী কন্যা আমার প্রভুর অঙ্কশায়িনী হয়। কিন্তু আমি ভৃত্য, প্রভুর আদেশে হয়তো আমাকে দিল্লী আক্রমণ করতে হবে। আমার আক্রমণ প্রতিরোধ কর্‌তে আপনার এই মাতাল সৈন্যবাহিনীর সাধ্য নেই।

শাহ আলম। যুদ্ধক্ষেত্রেই তা দেখা যাবে।

আল্‌মামুন। তখন দেখে আর লাভ হবে না। যদি রাজ্য আর কন্যাকে রক্ষা কর্‌তে চান, আমার চেয়ে যে বহুগুণে শক্তিমান্‌, তার শরণাপন্ন হোন।

শাহ আলম। কার কথা বল্‌ছ তুমি? কে সে?

আল্‌মামুন। আপনার পরম শত্রু ভারতের আতঙ্ক মহাদাজি সিন্ধিয়া। [ প্রস্থান।

শাহ আলম। মারাঠাদস্যু সিন্ধে?

আকবর। না পিতা, তা হয় না।

শাহ আলম। সে আমার অধিকৃত বহু নগরী লুণ্ঠন করেছে। তার গ্রেপ্তারের পরোয়ানা নিয়ে এখনও আমার গুপ্তচরেরা দেশে দেশে ফিরছে। শুধু আমার নয়, সমগ্র ভারতের এতবড় শত্রু আর নেই।

কোহিনূরের প্রবেশ

কোহিনূর। শত্রুতা ভুলে সে যদি তোমায় সাহায্য করে বাপজান?

আকবর। তাহ'লেও আমরা তার সাহায্য নিতে পারি না।

কোহিনূর। কেন, দস্যু ব'লে? দস্যুতা ছাড়া কে কার রাজ্য জয় করেছে দাদা? মোগল-সাম্রাজ্যের গোড়ার ইতিহাসটা তলিয়ে দেখ

দেখি! সম্রাট্ বাবর কি মন্ত্রবলে দিল্লীর সিংহাসনটা অধিকার করে-ছিলেন? তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এতবড় সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন কি লোকের গায়ে হাত বুলিয়ে? তবে মারাঠাদস্যুর সাহায্য নিতে তোমাদের কিসের এত আপত্তি?

আকবর। মুসলমান-বাদশা একটা হিন্দুর সাহায্যে রাজ্যরক্ষা করতে পারেন না।

কোহিনুর। জাত যাবে, না? ওঃ—রাজ্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নীচতা ঢুকেছে। পিপাসায় মরবে, তবু বিধর্ম্মীর হাতে জল খাবে না।

আকবর। মরার ভয় আকবর করে না।

শাহ আলম। কিন্তু ম'রেও তো তোমার ভগ্নীকে রক্ষা কর্‌তে পারবে না।

আকবর। আপনি নিজেই তো এ অনর্থ ডেকে আনছেন। বিবাহের প্রস্তাব করেছে ব'লেই একটা লোককে কটূক্তি করা যায় না।

শাহ আলম। কটূক্তি না কর্‌লেও সে প্রত্যাখান সহ্য কর্‌তো না।

আকবর। প্রত্যাখ্যান করারই বা এমন কি কারণ ছিল? হাজার হোক সে শক্তিশালী পুরুষ, তার উপর নবাব।

শাহ আলম। নবাব তো দূরের কথা সে যদি গোটা ভারতের অধীশ্বর হয়, তবু ভিস্তিওয়ালার ছেলেকে আমি কন্যাদান কর্‌বো না। রাজ্য যায় যাক, তবু বাদশাহী রক্ত আমি কলঙ্কিত হ'তে দেবো না।

আকবর। তোমার কি মত কোহিনুর?

কোহিনুর। অনধিকারচর্চ্চা আমি করি না দাদা। পিতার মত হ'লে আমার মুচির ঘরে যেতেও আপত্তি নেই।

শাহ আলম। এই জন্যই তোকে যার তার হাতে দিতে পারি না।

আকবর। না দিয়েই বা উপায় কি ?

শাহ আলম। মোগলসেনা কি এতই দুর্ব্বল যে, ক্ষুদ্র একটা ভুঁইয়ার আক্রমণ প্রতিরোধ কর্‌তে পার্‌বে না ? এরা তবে করেছে কি এতদিন ?

কোহিনুর। পরের সম্পত্তি লুট করেছে, পিপে পিপে মদ খেয়েছে, আর নারী নিয়ে ঢলাঢলি করেছে।

শাহ আলম। এতদিন একথা আমায় জানাওনি কেন ?

আকবর। জানিয়েছি পিতা। আপনি বহুদিন এ দুর্নীতিদমনের সঙ্কল্পও করেছেন, কিন্তু—

কোহিনুর। দাবার ছক দেখে সব ভুলে গেছেন।

শাহ আলম। তুমি থাম, বড় বাচাল হয়েছ।

আকবর। পিতা, আমরা ইচ্ছা কর্‌লে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহায্য পেতে পারি।

কোহিনুর। বিদেশী বেণিয়ার জুতোর তলায় মাথা গলাতে লজ্জা নেই, যত লজ্জা প্রতিবেশী হিন্দুর সাহায্য নিতে। হিন্দু যদি বিধর্ম্মী ব'লেই ঘৃণার পাত্র হয়, ক্রেস্তানকে কোন লজ্জায় ঘরে ডেকে আনবে দাদা ? আপন ভাইয়ের পানির চেয়ে পরের হাতের সরাব কি এতই মিষ্টি ?

আকবর। বেরিয়ে যা অসভ্য বাচাল। রাজনীতির কথার মধ্যে কে তোকে মাথা গলাতে বলেছে ? এই মেয়েটাই রাজ্যের বিপর্যায় ডেকে আনবে।

শাহ আলম। বিপর্য্যয় আনবে তোমরা এই অসার সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে।

আকবর। পিতা,—

শাহ আলম। বেনিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙলা দেশটা দখল ক'রে বসেছে, নবাব সিরাজদ্দৌলাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। তারা যদি দিল্লীতে প্রবেশের পথ পায়, তাহ'লে যে তরবারি দিয়ে তারা আমার শত্রুকে হটিয়ে দেবে, সেই তরবারি আমার বুকেও বসিয়ে দেবে।

আকবর। এ আপনার অমূলক সন্দেহ। একটা ধর্ম্ম তো আছে।

শাহ আলম। ধর্ম্ম! বেণিয়ার ধর্ম্ম শুধু জমা-খরচ।

কোহিনুর। ঠিক বলেছ বাবা।

শাহ আলম। যাও, আজই মারাঠাদস্যু সিন্ধের কাছে লোক পাঠিয়ে দাও।

আকবর। সে আপনাকে সাহায্য করবে কেন?

শাহ আলম। ব'লেই দেখনা। না করে, মরতেও তো পারবে।

আকবর। কিন্তু যুদ্ধশেষে তার তরবারিও তো আপনার বক্ষোভেদ করতে পারে?

শাহ আলম। তবু সে দেশের ছেলে, ভাই। ক্লাইভের হাতে মরার চেয়ে তার হাতে মরা অনেক ভাল। [ প্রস্থান।

কোহিনুর। কি দাদা, দাঁড়িয়ে রইলে যে? যাও—

আকবর। যা-যাঃ। আমি লোক পাঠাতে পারবো না?

কোহিনুর। বেশ, আমি পাঠাচ্ছি। তুমি ঘোমটা টেনে ঘরে যাও।

আকবর। আমার ইচ্ছে হ'চ্ছে তোর মাথাটাই কেটে ফেলি।

কোহিনুর। আমার ইচ্ছে হ'চ্ছে তোমাকে মেয়ে সাজিয়ে কাঁচের আলমারিতে বসিয়ে রাখি। [ প্রস্থান।

আকবর। মেয়ে জাতটাই সর্ব্বনেশে। এরা শৈশবে মায়ের রক্ত খায়। বাল্যে ভাইদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারে, আর যৌবনে পিতার দাঁত ভাঙে। উচ্ছন্ন যাক্ হতভাগী। [ প্রস্থান।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

### কক্ষ

### হোসেনের প্রবেশ

হোসেন। মেহেদি,—

### মেহেদীর প্রবেশ

মেহেদী। হুজুর,—

হোসেন। সরাপ দে। ( মেহেদী সরাপ দিলে হোসেন পান করিলেন ) তুই একটু খাবি ?

মেহেদী। না হুজুর।

হোসেন। খেয়ে ছাখ না ব্যাটা, এ বড় আচ্ছা চিজ্।

মেহেদী। মৌলভীর কাছে শুনেছি হুজুর, সরাব আর বিষ্ঠা সমান হুজুর।

হোসেন। সমান হুজুর ? আমি তবে এ কি খাচ্ছি ?

মেহেদী। ওই জিনিষটাই খাচ্ছেন, যা মানুষে খায় না, কুকুরে খায়।

হোসেন। চোপরাও বেয়াদব। আমাকে এতবড় কথা বলতে তোর সাহস হয় ?

মেহেদী। হয়।

হোসেন। আমি তোকে কোতল কর্‌বো।

মেহেদী। কবে সে শুভদিন আসবে হুজুর ? কবে আমি এ নরক থেকে উদ্ধার পাবো ?

হোসেন। নরক ?

মেহেদী। নরক নয়তো কি? এতবড় রাজবাড়ী, হাজার হাজার মানুষ গিসগিস ক'চ্ছে, এর মধ্যে কি দু'চারটে মানুষ থাকতে নেই যারা মদ খায় না? আপনার মার কাছে গেলুম; তিনি অবশ্য মদ খান না,—তা'হ'লে কি হয়? সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত দাবার ছক পেতে ব'সে আছেন; দাবার ঘুঁটিগুলো আবার কাঠের নয়, রক্ত-মাংসের। ক্রীতদাসীদের ঘুঁটি সাজিয়ে দাবা খেলা আর কোথাও আছে হুজুর?

হোসেন। আরে হতভাগা আমাদের বংশে চিরকাল এ খেলা চ'লে আসছে।

মেহেদী। এমন ছোটলোকের বংশে জন্মেছেন আপনি?

হোসেন। ব্যস্, আর কথা নয়, আজই তোর গর্দ্দান নেবো। নে, তাড়াতাড়ি ক'রে খেয়ে নে।

মেহেদী। গর্দ্দান যখন যাবে, তখন আর ছোটলোকের ভাত খাবো না।

হোসেন। চোপরাও ব্যাটা চামার।

মেহেদি। চামার হ'লেও আমরা মদ খাই না হুজুর। আমরা মড়া জন্তুর চামড়া দিয়ে জুতো বানাই, আর আপনারা জ্যান্ত মানুষের চামড়া তুলে নিয়ে স্ফূর্ত্তি করেন।

হোসেন। উপমাটা তো বেশ দিয়েছিস। তুই অলঙ্কার-শাস্ত্র পড়েছিস?

মেহেদী। আমি কিছুই পড়িনি।

হোসেন। আলবাৎ পড়েছিস। নইলে এ উপমা কোথায় পেলি?

মেহেদী। দুঃখের পাঠশালায় হুজুর।

হোসেন। তুই বুঝি বড় দুঃখী?

মেহেদী। নইলে কি এ বয়সে ছোটলোকের চাকরি করি ?

গীত

হায়, দুঃখে ভরা বুক!
জনমিয়া দেখিনি গো, মায়ের কেমন মুখ!
দুদিন পরে পিলে জ্বরে ছেড়ে গেল বাপ,
রেখে গেল দেনায় বোঝা, আর সৎমা-অভিশাপ,
শুধু দুঃখ, শুধুই জ্বালা
হয়েছে মোর গলার মালা,
শিখেছি যা, কেউ শেখেনি শাস্ত্র প'ড়ে চারি যুগ।

হোসেন। বাহ্‌রে, তুই তো বেশ গাইতে পারিস। তোর বাড়ী কোথায় ছিল ?

মেহেদী। বাঙলায়।

হোসেন। বাঙলার কথা বল্‌তে তোর চোখে জল এলো যে ?

মেহেদী। হুজুর, আমার সোণার বাঙলা আজ ইংরেজেরা দখল করেছে। যে ঘরে আমার মা মরেছে, বাবা মরেছে, সেখানে তারা গির্জ্জা বানিয়েছে। সাবধান শাহাজাদা, বাঙ্‌লা যখন গেছে, তখন আর কেউ বাদ যাবে না। এখনও যদি আপনারা বিলাসিতা না ছাড়েন, তাহ'লে একদিন ওই লালকেল্লায় ইংরেজের দরবার বস্‌বে।　　　　[ প্রস্থান।

হোসেন। ইংরেজের নাম শুনলে কেন আমার মনটা এমন চঞ্চল হ'য়ে ওঠে ? ইংরেজ দেখলে কেন তার গলা টিপে ধরতে ইচ্ছে হয় ?

রোশেনারার প্রবেশ

রোশেনারা। হোসেন,—

হোসেন। একি মা ? তুমি এখানে ? দাবা খেলা হ'য়ে গেছে ?

রোশেনারা। আজ আর দাবা খেলা হ'লো না।

হোসেন। সে কি মা? সূর্য্য তো আজও পশ্চিম দিকে ওঠেনি। পিতা কোথায়?

রোশেনারা। তিনিই আমায় তোমার কাছে পাঠালেন।

হোসেন। কি তাঁর আদেশ মা?

রোশেনারা। তুমি বোধহয় শোননি বাবা, রোহিলখণ্ডের নবাব গোলাম কাদের কোহিনূরকে বিবাহ করার প্রস্তাব ক'রে পাঠিয়েছে।

হোসেন। 'গোলাম কাদের'—বল্‌লে না? সেই ভিস্তিওয়ালার ছেলে তো?

রোশেনারা। হাঁ; তার বাপ আমাদের বাগানে জল দিত।

হোসেন। তা দিক। কিন্তু লোকটা বড় কুৎসিত মা, আর স্বভাবটা তার চেয়েও কুৎসিত। তোমার অমন মেয়েকে এমনি একটা গর্দ্দভের হাতে দিয়ে দেবে?

রোশেনারা। না হোসেন, আমার প্রাণ থাকতে তা দেবো না। সম্রাট্ তার প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছেন।

হোসেন। বেশ করেছেন।

রোশেনারা। কিন্তু এ অপমান সে নীরবে সইবে না হোসেন।

হোসেন। অপমান আবার কি? আমার মেয়ে, আমি দেবো না, ব্যস।

রোশেনারা। সে তা বুঝবে না। খুব সম্ভব সে দিল্লী আক্রমণ করবে।

হোসেন। আনন্দের কথা।

রোশেনারা। তার আক্রমণ রোধ করার ক্ষমতা বোধহয় আমাদের নেই।

হোসেন। না হয় রাজ্যটা নেবে।

রোশেনারা। শুধু রাজ্য নয়, কোহিনূরকেও জোর ক'রে বিবাহ করবে।

হোসেন। তাহ'লে কি করতে চাও? মেয়েটাকে আগে থাকতেই মেরে রেখে দেবে? মারবে কে? আমি?

রোশেনারা। ওরে, না, না, আমরা চাই এখনি তাকে বিবাহ দিতে।

হোসেন। এমন অসময়ে পাত্র কোথায় পাবে?

রোশেনারা। পাত্র আমার ঘরেই আছে।

হোসেন। কে?

রোশেনারা। তুমি।

হোসেন। তোবা! তোবা! ব'সো মা, ব'সো, সুস্থ হও। দাবা তো আজ খেলনি, তবে মাথাটা এমন গরম হ'লো কেন মা? এখানে পাখাও নেই যে হাওয়া করি।

রোশেনারা। কি বাজে বক্‌ছো বাবা? তোমার জবাবের উপর মেয়েটার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। বিবাহ হ'য়ে গেলে গোলাম কাদের বোধহয় আর এদিকে পা বাড়াবে না।

হোসেন। অতএব হোসেন, তুমি কোহিনূরকে বিবাহ কর।

রোশেনারা। কেন বাবা, সে কি তোমার অযোগ্য?

হোসেন। কি বল্‌ছো পাগলের মত? ভাইবোনে বিয়ে!

রোশেনারা। কেন, চাচাত ভাইবোনে বিবাহ তুমি আর দেখনি?

হোসেন। চাচাত হোক আর মামাত হোক, জন্মের পর থেকে সে তোমাকে বল্‌ছে 'মা', পিতাকে বল্‌ছে 'বাবা'। কত তাকে মেরেছি, কত কোলে ক'রে বেড়িয়েছি; কত ভাবে তাকে কল্পনা করেছি; কিন্তু স্ত্রী ব'লে তো কখনো ভাবিনি মা?

রোশেনারা। এইবার ভাব।

হোসেন। ছি মা, ছি! তোমার দুধ সেও খেয়েছে, আমিও খেয়েছি। এক মায়ের সন্তান আমরা, আমি তার দুধুভাই।

## কোহিনূরের প্রবেশ

কোহিনুর। ছোড়দা,—

হোসেন। দুধুভাই বল্ ছুঁড়ি।

কোহিনুর। দুধুভাই বল্‌বো কেন?

হোসেন। নইলে তুই গেলি।

কোহিনুর। কোথায় গেলুম?

হোসেন। জাহান্নমে।

রোশেনারা। কি পাগলামি ক'চ্ছো হোসেন?

হোসেন। ওই দেখ্, মা এখনও হাল ছাড়েন নি, বল্ ভাই, দুধুভাই বল।

কোহিনুর। দুধুভাই।

হোসেন। ব্যস্, ব্যস্, আর ভয় নেই। এইবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে শোন্,—মা আমায় বলছেন, তোকে বিয়ে করতে।

কোহিনুর। ছি-ছি,—

হোসেন। তোর কোন ভয় নেই। ওই যে বল্‌লি 'দুধুভাই', ব্যস্, ওতেই হ'য়ে গেল।

রোশেনারা। তাহ'লে সম্রাটকে আমি কি বল্‌বো হোসেন?

হোসেন। বল্‌বে যে ভাইবোনে বিয়ে হয় না।

রোশেনারা। হতভাগা ছেলে, তাহ'লে পাত্র এনে দে, আমি দু'দিনের মধ্যে বিবাহ দেবো।

হোসেন। আচ্ছা, আমি চললুম, পাত্র না নিয়ে আমি ফিরছি না।

কোহিনূর। দাঁড়াও। পাত্র পরেও পাবে। এখন তোমাকে মারাঠা-দস্যু সিন্ধের কাছে যেতে হবে।

রোশেনারা। কেন? দস্যুর কাছে যাবে কেন?

কোহিনূর। সম্রাটের নাম ক'রে তাঁর সাহায্য ভিক্ষা করতে।

রোশেনারা। এরা কি সবাই পাগল হয়েছে? একে দস্যু, তার উপর শত্রু, তার উপর হিন্দু। তার সাহায্য চাইবেন দিল্লীর বাদশাহ?

কোহিনূর। এ ছাড়া কোন উপায় নেই মা।

রোশেনারা। উপায় না থাকে, আমরা সবাই মিলে মরতেও কি পারবো না?

হোসেন। মরতে আমার বিশেষ আপত্তি আছে।

রোশেনারা। তাব'লে একটা হিন্দুর সাহায্য নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে।

কোহিনূর। কোকিল কালো, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর কালো নয় মা।

রোশেনারা। তার সাহায্যে রাজ্যটা যদি রক্ষা পায়, সে নিজেই হয়তো কোহিনূরকে চাইবে।

হোসেন। না মা, তা সে চাইবে না। হিন্দুরা সব ছাড়তে পারে, কিন্তু সমাজ ছাড়বে না।

কোহিনূর। তুমি যাও মা, এ সম্রাটের আদেশ।

রোশেনারা। আমি জানি, দাবা না খেললে ওঁর মেজাজ ঠিক থাকে না। যা ইচ্ছা, তোমরা কর; কিন্তু কোন হিন্দুকে যেন আমার হারেমে ঢুকিও না।

[ প্রস্থান।

হোসেন। গোলাম কাদের নিজে এসেছিল?

কোহিনূর। না, তার সৈন্যাধ্যক্ষকে পাঠিয়েছিল।

হোসেন। সৈন্যাধ্যক্ষটি কে?

কোহিনূর। সেই যে কি নাম,—আল্—আল্—আল্‌মামুন।

হোসেন। বিখ্যাত যোদ্ধা আল্‌মামুন! সেই অপরূপ সুন্দর যুবক? তুই দেখেছিস তাকে?

কোহিনূর। তা দেখেছি।

হোসেন। আচ্ছা ভাই কোহিনূর, এই সোজা নামটা বল্‌তে তুই দু'বার হোঁচট খেলি কেন? আর তোর মুখখানাই বা এমন লাল হ'য়ে উঠলো কি কারণে?

কোহিনূর। কি বাজে বক্‌ছো?

হোসেন। বল্ না ভাই লক্ষ্মিটী,—তুই কি তাকে মনে মনে—

কোহিনূর। আবার?

হোসেন। বড় কঠিন কাজে হাত দিয়েছিস দিদি। তবে শালা বড় সুন্দর। তোর সঙ্গে বেশ মানাবে। আচ্ছা, তুই ভাবিস নি। আমি ঘটকালি কর্‌বো। আমি চল্‌লুম। তুই আমার চাকরটাকে দেখিস, ও বড় দুঃখী।

[ প্রস্থান।

কোহিনূর। ভাইজানের মুখ রেখো খোদা।

খোদাবক্সের প্রবেশ

খোদাবক্স। ও কেডা? দিদি? সেলাম দিদি, সেলাম। হাঁাদে কত বড় হয়েছে দেখ। দশবছর দেখিনি কিনা। মুই ভেবেছিনু, সেই এতটুকখানিই র'য়ে গেছ তুমি। হেঃ-হেঃ-হেঃ।

কোহিনূর। তুমি কে?

খোদাবক্স। কও দি, আমি কে? তা আর বল্‌তে হয় না। যাচ্ছিনু এই পথে, ভাবনু—হ্যাঁদে, আমার দিদিকে একবার দেখে যাই। তুমি আর কি জানবে বল? কিচ্ছুটি তো আর মনে নেই। কত আমি ঘোড়া সেজেছি, কত তুমি আমার পিঠে চড়েছ, কাম কর্‌তে দিয়েছ নাকি ছাই! কত বকা খেয়েছি বড় শাজাদার কাছে; জাঁহাপনা বল্‌তেন,—"তুই ব্যাটা মেয়েটাকে নিয়ে কবরে যাবি।"

কোহিনুর। তুমি লোকটা কে? এখানে এলে কি ক'রে?

খোদাবক্স। এনু কি ক'রে? শোন কথা। বুড়ো খোদাবক্সকে না চেনে কেডা? উজীর, নাজির, সেপাই, শাস্ত্রী—তোমাদের দোয়ায় কেউ মোরে আটকায় না।

কোহিনুর। তুমি এখানে আগে চাকরি কর্‌তে বুঝি?

খোদাবক্স। চাকরি না ছাই! তোমার ঘোড়া সাজবো, না বাগানে জল দেবো?

কোহিনুর। তুমি—তুমি—

খোদাবক্স। আমি খোদাবক্স ভিস্তিওয়ালা—তোমার সেই বুড়ো ভাইজান। হেঃ-হেঃ-হে। আসতে আসতে ভাবনু, দিদির জন্যে কি আর নোবো? গোটা দুই লাড্ডু নিয়ে যাই। এই যে, এঃ—খাও দিদি, খাও।

কোহিনুর। তুমি নবাব গোলাম কাদেরের পিতা?

খোদাবক্স। আরে দুত্তোর নবাব! ব্যাটা আমাকে শুদ্ধ দামী জামা জুতো পরিয়ে নবাব বানিয়ে দিলে। গা কুটকুট করে, গরমে মরি। এক ফাঁকে দে ছুট; একজন মানুষির সাথে জামা-কাপড় বদল ক'রে তবে রক্ষে। আর আমি সেথানে যাই? এ বলে 'হুজুর', ও বলে 'জনাব', ধুত্তোর জনাবের নিকুচি করেছে।

কোহিনূর। আশ্চর্য্য।

খোদাবক্স। কই, জাঁহাপনা কোথায়?

শাহ আলমের প্রবেশ

শাহ আলম। শোন হোসেন। কে?

খোদাবক্স। আমি জাঁহাপনা,—খোদাবক্স। সেলাম।

শাহ আলম। তুমি এখানে কি মনে ক'রে?

খোদাবক্স। দিদিকে দেখতে এনু, আর মাইনেটা নিতে এনু।

শাহ আলম। সে কি খোদাবক্স, তোমার ছেলে নবাব—

খোদাবক্স। ছেলে নবাব, আমি তো আপনার গোলাম জনাব—দিন, মাইনে দিন। দশবছরে হ'লো গিয়ে একশো কুড়ি মাস। পাঁচ টাকা ক'রে মাইনে হ'লে কত হয় দিদি?

কোহিনূর। ছ'শো টাকা।

খোদাবক্স। আর বকেয়া ছেল পাঁচ টাকা। কত হ'লো?

কোহিনূর। ছ'শো পাঁচ।

খোদাবক্স। দিন জাঁহাপনা, আবার ওমাসে আসবো।

কোহিনূর। কাজ না ক'রেই বেতন নেবে?

খোদাবক্স। কাজ তো কখনো করিনি দিদি, তবু মাইনে কাটা যায়নি। যতদিন বাঁচবো, এমনি ক'রেই মাইনে নিয়ে যাবো।

শাহ আলম। আজব দুনিয়া কোহিনূর। নবাবের পিতা এসেছে আমার কাছে গোলামীর বেতন নিতে, আর নবাব চায় আমার কন্যাকে বিবাহ করতে।

খোদাবক্স। কি বল্‌লেন? কোন নবাব?

শাহ আলম। তোমার পুত্র গোলাম কাদের।

খোদাবক্স। কি চায় বললেন ?

শাহ আলম। আমার কন্যা এই কোহিনূরকে বিবাহ করতে চায়।

খোদাবক্স। আমার দিদিকে ? মুখটা তার খসে গেল না ? আমার বাপ আপনার চাকরি করেছে, আমি এখনও চাকরি করছি, আর আমার ছেলে—ছি-ছি-ছি, একথা শুনে আমার মরতে ইচ্ছে হ'চ্ছে। আপনি কি বলেছেন জনাব ?

শাহ আলম। আমি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি।

কোহিনূর। কিন্তু আর যা বলেছো, তা না বললেই ভাল হ'তো।

শাহ আলম। খোদাবক্স, খাজাঞ্চির কাছ থেকে বেতন নিয়ে যাও। এই বোধহয় আমার বেতন দেওয়া শেষ।

খোদাবক্স। কেন জাঁহাপনা ?

শাহ আলম। গোলাম কাদের দিল্লী আক্রমণ করতে আসছে।

খোদাবক্স। আপনি তার মাথাটা কেটে নিতে পারবেন না ?

কোহিনূর। শক্তি নেই খোদাবক্স। রাজ্য যাবে, পিতাকে হয়তো বন্দী করবে—

শাহ আলম। কোহিনূরকে হয়তো জোর ক'রে বিবাহ করবে।

খোদাবক্স। না, না, তা হবে না। এমন বেহেস্তের পরী আমার ছেলের হাতে তুলে দেবেন না জাঁহাপনা। আমার ছেলেকে আমি চিনি ; সে যেমন কুচ্ছিৎ, তেমনি শয়তান। তার চেয়ে আর যদি কিছু না পারেন, ওর বুকে ছুরি বসিয়ে—না, না, তাই বা কি ক'রে হবে ?

শাহ আলম। যা হয় হোক, আর ভাবতে পারি না।

খোদাবক্স। জাঁহাপনা, হাজার হোক, আমি তার বাপ। আমার মরণ সে চাইবে না। আমাকে আপনি জামিন রাখুন। যদি সে সত্যিই আসে, আমার মাথাটা নিয়ে—

শাহ আলম। আজব তুলিয়া কোহিনূর।

কোহিনূর। তুমি চ'লে যাও ভাইজান। তোমার মাথা জামিন রেখে যদি যুদ্ধ জয় করতে হয়, সে জয় আমার চাই না।

শাহ আলম। তার চেয়ে তুমি খোদাকে ডাক, আমাদের ডাক তাঁর কাছে পৌঁছায় না; তোমার ডাক তিনি নিশ্চয়ই শুনবেন।

খোদাবক্স। খোদা, রক্ষা কর; খোদা, রক্ষা কর। [ প্রস্থান।

কোহিনূর। চল বাপজান।

শাহ আলম। তুমি ঠিক বলেছ কোহিনূর, বিলাসিতা আমাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। চারিদিকে বিলাসের স্রোত, কর্ম্মের উন্মাদনা কোথাও নেই। সৈনিক অস্ত্র ধরতে জানে না, মুন্সীর কলম ধরতে হাত কাঁপে; উজীর, নাজির, আমীর, ওমরাহ সবাই নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে। গোলাম কাদের যদি বা ফিরে যায়, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ফিরবে না। আমি দেখতে পাচ্ছি, ক্লাইভ বাঙলা দেশে ব'সে শ্যেন-দৃষ্টিতে দিল্লীর দিকে চেয়ে আছে। ওঃ—যৌবনটা যদি ফিরে পেতুম!

গীতকণ্ঠে দরবেশের প্রবেশ

দরবেশ। গীত

ঘুমের ঘোরে রইবি কত, উঠ্ রে মায়ের ছেলের দল,
আঁখি মেলে দেখ্ না চেয়ে মায়ের চোখের অশ্রুজল!
জোর ক'রে তোদের বোনের শাড়ি
ফিরিঙ্গিরা নিচ্ছে কাড়ি,
তোদের ভা'য়ের মাথা কেটে রক্তে ধোয়ায় চরণতল।
হাহাকারে কাটছে ধরা,
তোমরাই কি সব জ্যান্তে মরা?
আগুনে যার জ্বলছে দেহ, কোন্ লাজে সে ঘুমায় বল্।

শাহ আলম। কি দরবেশ কোথা থেকে আসছো ?

দরবেশ। বাঙলা থেকে। সাবধান সম্রাট্, সাবধান, ফিরিঙ্গিরা বাঙলা নিয়েছে, এরপর গোটা ভারতই জয় করবে। বাঙলার মাটিতে ক্লাইভকে দেখলুম। চোখ দুটো তার এই দিকে, হাতে গোটা ভারতের মানচিত্র! সাবধান।

[ প্রস্থান।

কোহিনুর। এস বাপজান।

শাহ আলম। তোরা তিন ভাই বোনে ঘ দিয়ে আমার যৌবনটা ফিরিয়ে আনতে পারিস মা ? আমি ফিরিয়ে আনবো আমার হারানো সাম্রাজ্য, ফিরিয়ে আনবো আকবর-আলমগীরের জগদ্ বিশ্রুত গৌরব। ধ্বংস করবো এই বিলাসের রঙিন প্রাসাদ, গ'ড়ে তুলবো তুষারশুভ্র আর একটা কর্ম্মের তাজমহল !

[ কোহিনুর সহ প্রস্থান।

— — —

## তৃতীয় দৃশ্য

রোহিল খণ্ড

প্রাসাদ

### চিত্রহস্তে গোলাম কাদেরের প্রবেশ

গোলাম। শোভানাল্লা! এমন খাপসুরত মেয়ে আমার জীবনে কখনও দেখিনি। নূরজাহান এঁর কাছে কোন্ ছার! নাদিরশাহ যে কোহিনুর নিয়ে গেছে, তার চেয়ে দামী এই রক্ত মাংসের কোহিনুর। একে আমার চাই।

### গীতকণ্ঠে বাইজীগণের প্রবেশ

বাইজীগণ। গীত

চাইলে কি সব মেলে?
দুনিয়াটা হ'লে যেতো, সব চাওয়াটি পেলে।

গোলাম। তার অর্থ?

বাইজীগণ। পূর্ব্ব গীতাংশ

সবাই ভেসে বানের জলে
আসেনি দুনিয়াতলে,
মোদের মত দেয়নি সবাই কুলের মুখে নুড়ো জ্বেলে।

গোলাম। ভাল গান গা। ( কশাঘাত )

বাইজীগণ। পূর্ব্ব গীতাংশ

সকল সাপই নয়কো ঢোঁড়া;
কেউটে আছে বিষে পোরা,
গোখরো আছে, ল্যাজ মাড়ালে, কবরখানায় দেবে ঠেলে।

গোলাম। মাসে মাসে কাঁড়ি কাঁড়ি মাইনে দিই, এইসব গান শোনাবার জন্যে ? ( কশাঘাত )

খোদাবক্সের প্রবেশ

খোদাবক্স। এই, কেন মাচ্ছিস মেয়েগুলোকে ? আরে ম'লো, এইটুকুটুকু মেয়ে, বাপ-মা ছেড়ে চাকরি করতে এয়েছে, ওদের এমনি ক'রে চোরের মার ? কাঁদিস নি মা, কাঁদিস নি, এই নে টাকা। ( থলি খুলিয়া টাকা ছড়াইয়া দিল, বাইজীরা কুড়াইতে লাগিল ) কুড়ো বেটীরা কুড়ো। বল্ এইবার, "খোদা, রক্ষে কর।"

বাইজীগণ। খোদা, রক্ষে কর, খোদা, রক্ষে কর !

[ প্রস্থান।

গোলাম। তুমি আবার কোত্থেকে আসছো বাবা ? এতদিন ছিলে কোথায় ?

খোদাবক্স। রাস্তায়।

গোলাম। আবার রাস্তায়ই যাও।

খোদাবক্স। যাবো না তো কি ? তোর রুটি আমি খাবো ভেবেছিস ? তার চেয়ে ছাই খাবো।

গোলাম। তবে কেন এসেছ তুমি ? আমার মান-মর্য্যাদা রেখে যদি প্রাসাদে থাকতে না পার, বেরিয়ে যাও এই মুহূর্ত্তে।

খোদাবক্স। কি আমার মান রে ! ব্যাটা ভিস্তিওয়ালার ছেলে ভারী নবাব হয়েছ ; কত তার মান !

গোলাম। ভিস্তিওয়ালা তুমি, আমি নই।

খোদাবক্স। কার নুন খেয়ে মানুষ হয়েছিস ব্যাটা ? বাদশার রুটি এখনও যে পেটে বজ্ বজ্ ক'চ্ছে। তার সঙ্গে নেমকহারামি ?

গোলাম। নেমকহারামি কিসে হ'লো ?

খোদাবক্স। হ'লো না ? তার মেয়েকে তুমি সাদি করতে চাও ব্যাটা ? কাঙালের ঘোড়া রোগ ! তোর বাপ দিনে দশবার তার জুতো সাফ করেছে, ঘোড়া সেজে তাকে পিঠে চড়িয়েছে, হররোজ তার চাবুক খেয়ে হেসেছে,—তুই চাস তাকে সাদি করতে ?

গোলাম। হ্যাঁ, চাই।

খোদাবক্স। ব্যাটার যেমন মোষের চেহারা, তেমনি মোষের বুদ্ধি।

গোলাম। যাও,—কথা বাড়িও না।

খোদাবক্স। চ'লে আয় বলছি। বাদশার পায়ে ধ'রে মাপ চেয়ে নিবি, আর তার মেয়ের পায়ের ধুলো জিভ দিয়ে চাটবি। চ'লে আয় হারামজাদা ছোটলোকের বাচ্ছা।

গোলাম। তুমি বেরুবে কিনা ? ( চাবুক আস্ফালন )

খোদাবক্স। মার্ হারামজাদা, মার্। দেখি, তুই কত বড় নবাব হইছিস। অসভ্য, ছোটলোক, ইতর, নিজের কাণে তুই শুনিস নি, আমি বলি তাকে দিদি, সে বলে আমায় ভাইজান ? শরমে আমার মাথা কাটা গেছে, বাদশার মুখের দিকে আমি চাইতে পারিনি।

গোলাম। কোথায় দেখলে তুমি বাদশাকে ?

খোদাবক্স। কেন, তার ঘরে। আমি যে মাইনে আনতে গিয়েছিনু।

গোলাম। কি ? কি আনতে গিয়েছিলে ?

খোদাবক্স। মাইনে। দশবছরের বকেয়া ছ'শো, আর এ মাসের পাঁচ টাকা।

গোলাম। সেই টাকাই বুঝি বাইজীকে দিলে ? কে তোমাকে বেতন আনতে বলেছিল ?

খোদাবক্স। বল্‌বে আবার কে? তুই ব্যাটা নবাব, আমি এখনও বাদশার গোলাম, সারাজীবনই তার হাত থেকে মাইনে নেবো।

গোলাম। ওঃ—এ হীনতাও আমায় সইতে হ'লো? এর চেয়ে তোমার মৃত্যু হ'লো না কেন? যাও,—এই মুহূর্ত্তে বেরিয়ে যাও। আমি ভুলে যাবো যে তুমি আমার পিতা।

খোদাবক্স। আমিও ভুলে যাবো যে তুই আমার ছেলে। ডাক্ শয়তান, তোর মাকে ডাক্। আমি তাকেও নিয়ে যাবো।

গোলাম। কোথায়?

খোদাবক্স। রাস্তায়।

গোলাম। নবাবের মা ভিক্ষুকের সঙ্গে যাবে না।

খোদাবক্স। নবাবের মা! ঘুঁটেকুড়ুনীর বাচ্চা নবাবের মা হয়েছে। থাক্ তার নবাব ছেলে নবাবী নিয়ে, আমি যখন তার খসম, আমার সঙ্গেই তার যেতে হবে। আমি বাদশার বাগানে জল দেবো, আর সে ঝাঁট দেবে।

নসীবনের প্রবেশ

নসীবন। কোন্ দুঃখে? খাওয়া পরার অভাব আছে কিছু?

খোদাবক্স। আরে না-ই থাক অভাব। ওর রুটি তুই খেতে পাবিনে।

নসীবন। কেন, ওর দোষটা কি?

খোদাবক্স। শুনিস নি কিছু? ব্যাটা বাদশার মেয়েকে সাদি কর্‌তে চায়।

নসীবন। তা—নবাবের ঘরে বাদশার মেয়ে না হ'লে মানাবে কেন?

খোদাবক্স। ওঃ—নবাবের মায়ের নবাবীটে দেখ। বাদশার মেয়েকে ঘরে আনবে। আরে জাতের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম। সে মেয়ের রূপ দেখেছিস? পরীর বাচ্ছা!

নসীবন। পরীর বাচ্ছাই আমি চাই।

খোদাবক্স। সে তোর মোষমার্কা ছেলেকে বিয়ে কর্‌বে কেন?

গোলাম। বাবা,—

নসীবন। ভদ্রলোকের মত কথা না বল্‌তে পার, রাস্তায় গিয়ে মর!

খোদাবক্স। ভিস্তিওয়ালার পরিবার ভদ্দর লোক হয়েছে। সাজ দেখ একবার। যেন কয়লার গাড়ীতে আগুন লেগেছে। খোল্ সাজ, চ'লে আয়।

নসীবন। আমি এমন সোণার চাঁদ ছেলেকে ছেড়ে কোথায় যাবো!

খোদাবক্স। তোর খসম আগে না ছেলে আগে?

নসীবন। ছেলে আগে।

খোদাবক্স। তবে থাক্ মাগি, থাক্; বুঝবি এর পর ঠ্যালা। ছেলে যখন তোকে এমনি ক'রে চুলের মুঠি ধ'রে—( চুলের মুঠি ধরিল, নসীবন কাদেরের চাবুক লইয়া স্বামীর পৃষ্ঠে আঘাত করিল )

গোলাম। কি ক'চ্ছো মা?

নসীবন। কুকুরটাকে বের ক'রে দে।

খোদাবক্স। আমি কুকুর? হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস তুই নসীবন। আমি কুকুর ব'লেই তোর পেটে এমন কুকুর জন্মেছে। [ প্রস্থান।

গোলাম। মান-অপমান-বোধ কি তোমাদের এখনও হ'লো না? অসভ্যের মত দিনরাত চীৎকার করবে, আর যা করতে নেই তাই কর্‌বে? চাবুক না মেরে মুখে বল্‌তে পারলে না?

নসীবন। মুখের কথায় মানুষ নাকি?

গোলাম। যাও, ভেতরে যাও, দাসী চাকরগুলো হাঁ ক'রে চেয়ে
াছে।

নসীবন। চেয়ে আছে? আচ্ছা, যাচ্ছি আমি, সবার চোখ গেলে
রবো। তুমি বাপু শীগগির ক'রে বাদশার মেয়েকে ঘরে নিয়ে এস।
াদশার মেয়ে পা না টিপলে আমার আর ঘুম হবে না।        [ প্রস্থান।

গোলাম। কি আমার অপরাধ? ভিস্তিওয়ালার ছেলে কি
ভিস্তিওয়ালাই হবে? সে কি কখনও জাতে উঠতে পারে না? কর্ম্মবলে
স যদি নবাবী অর্জ্জন করতে পারে, বাদশার মেয়েকে বিবাহ করার
যাগ্যতা তবু কি তার হবে না?

আল্‌মামুনের প্রবেশ

আল্‌মামুন। না জনাব।

গোলাম। কে বল্‌লে?

আল্‌মামুন। দিল্লীর সম্রাট্।

গোলাম। কন্যা দেবে না?

আল্‌মামুন। না।

গোলাম। বল্‌লে যে, ভিস্তিওয়ালার ছেলের হাতে আমি কন্যাদান
করবো না? বল্‌লে যে, কৃষ্ণকায় কুৎসিত গোলাম কাদেরের জন্য এমন
আশমানের পরীর জন্ম হয় নি? কি, কথা বল্‌ছো না যে আল্‌মামুন?
আরও বলেছে না যে, ভিস্তিওয়ালার কিছু বেতন বাকী আছে, তার
ছেলেকে নিয়ে যেতে ব'লো?

আল্‌মামুন। জাঁহাপনা—

গোলাম। অন্তর্য্যামী, কেমন? না আল্‌মামুন, আমি এই বাদশাহী
বংশকে চিনি। এরা ভাঙ্গে তবু মচকায় না। শাহ আলমের সর্ব্বস্ব
গেছে, যায়নি বিলাসিতা আর বাদশাহী অহঙ্কার। আজও এরা

ক্রীতদাসীদের ঘুঁটি সাজিয়ে দাবা খেলে। ইংরেজ আসছে, শাহ্ আলমের টুঁটি টিপে দিল্লীর মসনদ কেড়ে নেবে, গোটা ভারতে বিদেশী বেণিয়ার রাজত্ব কায়েম হবে। আমি তা হ'তে দেবো না। দিল্লীর সিংহাসন আমার চাই—আশমানের হুরী কোহিনুরকেও আমার চাই।

আল্মামুন। অসমানের বিবাহ কখনও সুখের হয় না।

গোলাম। অসমান! ইসলামধর্ম্মে কখনও অসমতা নেই। আমীর আর ফকিরের একই আসন। অসাম্য যারা জিইয়ে রাখতে চায়, তারা ইসলামের শত্রু।

আল্মামুন। আমি ভাবছিলুম,—

গোলাম। ভাবনার কিছু নেই, সৈন্যচালনা কর।

আল্মামুন। আমায় দয়া করুন জনাব, আর কোন সৈন্যাধ্যক্ষের উপর সৈন্যচালনার ভার দিন।

গোলাম। কেন? মোগল-বাদশাহ তোমার জ্ঞাতি ব'লে? জ্ঞাতি সেদিনও ছিল, যেদিন তার কাছে আশ্রয় না পেয়ে আমার সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিলে, তখন তো একথা বলনি যে জ্ঞাতির বিরুদ্ধে আমি অস্ত্র-ধারণ কর্‌বো না?

আল্মামুন। একথা আমি কল্পনাও করিনি।

গোলাম। আজ কল্পনা কর। আপত্তি আমি শুনবো না আল্মামুন। জ্ঞাতির বিরুদ্ধে সৈন্যচালনা কর্‌তে হবে।

আল্মামুন। তাতে আপনার জয় নাও হ'তে পারে।

গোলাম। অর্থাৎ, আমার শিলনোড়া দিয়ে তুমি আমারই দাঁতের গোড়া ভাঙবে। প্রবৃত্তি হয়, তাই ক'রো; ইতিহাসের পাতায় কলিজার রক্ত দিয়ে আমিও লিখে যাবো যে, মোগল-বাদশাহী বংশ শুধু বিলাসী নয়, বেইমান।

আল্‌মামুন। থাক্, থাক্ জনাব, আমি যাচ্ছি। দিল্লীর মসনদ আমি অধিকার ক'রে দেবো; কিন্তু আমার একটা অনুরোধ—

গোলাম। অনুরোধটা বোধহয় এই যে. শাহাজাদীকে আমি বিবাহ করবো না?

আল্‌মামুন। জাঁহাপনা সর্ব্বজ্ঞ।

গোলাম। সর্ব্বজ্ঞ জাঁহাপনার সৈন্যাধ্যক্ষ এই আশ্বাস নিয়ে যেতে পারেন যে, গোলাম কাদের শাহাজাদীকে বিবাহ করবে সত্য, কিন্তু তার অসম্মতিতে তাঁকে নিয়ে ঘর করবে না। আমার প্রাসাদের সর্ব্বোচ্চ কক্ষে আমি তাঁকে শাহাজাদীর মতই সসম্মানে সাজিয়ে রাখবো। ছ'মাস পরেও যদি তিনি আমাকে গ্রহণ করতে না চান, আমি তাঁকে তালাক দেবো। তখন আল্‌মামুন তাঁকে ইচ্ছে করলে নিকে করতে পারেন।

আল্‌মামুন। এ আপনি কি বলছেন।

গোলাম। শাহাজাদীকে দেখে এসেছ বোধহয়? চোখে প্রেমের সুর্ম্মা লেগেছে। দেখো, যেন যুদ্ধের সময় সুর্ম্মায় চোখের তারা ঢেকে না যায়। রূপের সেবা রাত্রির অবসরেই ভাল, দিনের কাজের মধ্যে নয়। [ প্রস্থান।

আল্‌মামুন। লোকটা যেমন কুৎসিত, তেমনি শয়তান। এই প্রাসাদে ব'সে একটা চোখ দিয়ে গোটা পৃথিবীটাকে দেখতে চায়। এর যদি দুটো চোখ থাকতো, তাহ'লে বোধহয় দুনিয়ায় আর কোন রাজা থাকতো না। কিন্তু আমি শাহাজাদীকে—না, না এ সম্পূর্ণ মিথ্যা। ( মাটি হইতে কোহিনুরের ছবি তুলিয়া লইল ) কার তসবীর? শাহাজাদীর নয়? রূপ বটে! কোহিনুর সত্যই কোহিনুর। ( দেখিতে লাগিল )

[ গোলাম কাদের আসিয়া আল্‌মামুনের পশ্চাতে দাঁড়াইল, নিঃশব্দে আল্‌মামুনের হাত হইতে ছবি লইয়া তরবারি তুলিয়া দিল; আল্‌মামুনের সলজ্জভাবে প্রস্থান। গোলাম কাদের হাসিয়া প্রস্থান করিল। ]

## চতুর্থ দৃশ্য

### শিবির

### সিন্ধিয়া ও রঘুপন্থ

সিন্ধিয়া। ছাউনি তোল রঘুপন্থ।

রঘুপন্থ। সে কি?

সিন্ধিয়া। ভুল করেছি। এ দেশ আমরা লুণ্ঠন কর্‌বো না।

রঘুপন্থ। কারণ?

সিন্ধিয়া। এ অযোধ্যা, এইখানে একদিন রামচন্দ্র রাজত্ব কর্‌তেন। দেখ, দেখ,—জন্মদুঃখিনী সীতার অশ্রুজলে এখনও এর মাটি সিক্ত হ'য়ে আছে। মারাঠাদস্যু সিন্ধের আগমন সংবাদ শুনে অযোধ্যাবাসীরা ঊর্দ্ধশ্বাসে পালাচ্ছে, অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী বুঝি নিঃশ্বাস ফেলছেন। থাক্, থাক্, অযোধ্যা সুখে থাক্; এর এক কণা শস্যও নিয়ে আমি হস্ত কলঙ্কিত কর্‌বো না। ছাউনি তোল রঘুপন্থ।

রঘুপন্থ। তাহ'লে এখন আমরা কোনদিকে যাবো?

সিন্ধিয়া। বাঙলার দিকে।

রঘুপন্থ। বাঙলার আর আছে কি? ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে প্রজারা সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে।

সিন্ধিয়া। প্রজারা সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে, কিন্তু জগৎশেঠের ধনভাণ্ডার তো শূন্য হয়নি, রাজবল্লভ উমিচাঁদের শয়তানির লভ্যাংশ কোটি কোটি টাকা তো ফুরিয়ে যায়নি, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজকোষ আর হেষ্টিংসের চুরি করা অর্থ সবই তো বিলেতে চালান হ'য়ে যায়নি রঘুপন্থ।

রঘুপন্থ। আপনি কি বাঙলার উপর ভাস্কর পণ্ডিতের হত্যার প্রতিশোধ নিতে চান?

সিন্ধিয়া। না রঘুপন্থ, নিরীহ বাঙালীর সোণার ক্ষেতে বর্গীর পঙ্গপাল ছেড়ে দিয়ে ভাস্কর পণ্ডিত যে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিলেন, মৃত্যু দিয়ে তিনি তার প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। আমরা যাবো আরও প্রায়শ্চিত্ত করতে, বাঙালীর নুন খেয়ে যারা বাঙলার বুকে ছুরি বসিয়েছে, তাদের টাকার গদীতে ব'সে দাঁত বার ক'রে হাসতে আমরা দেবো না। চল।

রঘুপন্থ। বাঙলায় না গেলেই ভাল হ'তো সর্দ্দার।

সিন্ধিয়া। কেন?

রঘুপন্থ। দিল্লীর সম্রাট আপনাকে ধরবার জন্য চারিদিকে জাল পেতেছে। আজ পর্য্যন্ত কেউ আপনাকে বন্দী করতে পারেনি। কিন্তু হেষ্টিংস্—

সিন্ধিয়া। আমাকে বন্দী করবে? তারপরও তার কাঁধে মাথাটা থাকবে? তবে তুমি আছ কি করতে রঘুপন্থ?

রঘুপন্থ। সর্দ্দারজি, ইংরেজরা সংখ্যায় ক্ষুদ্র, কিন্তু শক্তিতে ক্ষুদ্র নয়। আর এই হেষ্টিংস্ যেমন কুটিল, তেমনি নিষ্ঠুর।

সিন্ধিয়া। তাহ'লে চল, আগে হেষ্টিংসের লোহার সিন্দুকটাই হালকা ক'রে দিই, তারপর জগৎশেঠের আতিথ্য গ্রহণ করবো।

রঘুপন্থ। আমি ভাবছি, সম্রাট্ শাহ আলম—

সিন্ধিয়া। শাহ আলম আমাকে দেখবার জন্য বড় ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। তাঁর কয়েকটি রাজ্য আমি লুণ্ঠন করেছি কি না। তাঁর সাধও আমি অপূর্ণ রাখবো না। বাঙলার কাজ শেষ ক'রেই আমি তাঁর সঙ্গে দিল্লী গিয়ে সাক্ষাৎ করবো।

রঘুপন্থ। সাক্ষাৎ করবেন? দিল্লীশ্বরের সঙ্গে?

সিন্ধিয়া। হ্যাঁ। তাঁর কিছু ব্যক্তিগত সম্পত্তি আছে। বিলাসী অকর্মণ্য সম্রাটের হাত থেকে সে সম্পদ্ ইংরেজেরা ছিনিয়ে নেবে। সুতরাং আমি তা আমার রাজভাণ্ডারে এনে নিরাপদে রক্ষা কর্‌বো। কি বল ?

রঘুপন্থ। আপনি যে কি বলেন, আমি বুঝতে পারি না। সম্রাট্ যদি আপনাকে বন্দী করেন, তাহ'লে কি হবে ?

সিন্ধিয়া। প্রাণদণ্ড হবে।

রঘুপন্থ। প্রাণদণ্ড !

সিন্ধিয়া। আমার নয়, তাঁর।

রঘুপন্থ। এ আপনার অসম্ভব কল্পনা।

সিন্ধিয়া। মারাঠাদস্যু মহাদাজি সিন্ধিয়ার অভিধানে অসম্ভব শব্দ নেই। সম্রাট্ শাহ আলম ভেবেছেন, দু-দশটা গুপ্তচর পাঠিয়ে আমায় বন্দী ক'রে নিয়ে যাবেন। গোটা ভারতবর্ষই যখন আমার শত্রু, তখন আমার রক্ষার জন্য একখানা তরবারিও গর্জ্জে উঠবে না। সুতরাং নির্ব্বিঘ্নে ঢাকঢোল বাজিয়ে আমাকে বধ্যভূমিতে জবাই ক'রে রাজ্যটা নিষ্কণ্টক কর্‌বেন। তাঁর বধ্যভূমিতে আমি তাঁকেই বলি দেবো।

সৈনিকসহ হোসেনের প্রবেশ

রঘুপন্থ। এ আবার কে ?

সৈনিক। এই লোকটা আমাদের শিবির প্রদক্ষিণ কচ্ছিল, দশজন শাস্ত্রী একে বন্দী করবার জন্য একসঙ্গে আক্রমণ করে। এ ব্যক্তি একাই দশজনকে শুইয়ে দিয়েছে। তারপর নিজেই এসেছে শিবিরের মধ্যে ; কারও নিষেধ শুনলে না।

রঘুপন্থ। (তরবারি বাহির করিলেন) সর্দারজি ! এ নিশ্চয়ই সম্রাটের গুপ্তচর। আমি একে হত্যা কর্‌বো।

সিন্ধিয়া। তার আগে শাস্ত্রীদের শুশ্রূষার ব্যবস্থা কর।

রঘুপন্থ। যাও সৈনিক। শিবিরের চারিদিকে যেন কড়া প্রহরা মোতায়েন থাকে।

সিন্ধিয়া। কোন প্রয়োজন নেই। তুমি যাও। ( সৈনিকের প্রস্থান) চারিদিক চেয়ে কি দেখ্‌ছো যুবক ?

হোসেন। দেখছি—আপনিই তো মারাঠা দস্যু সিন্ধে ?

সিন্ধিয়া। হ্যাঁ।

হোসেন। বহুদিন ধ'রে বহুরাজ্য আপনি লুণ্ঠন করেছেন। এত ধন-দৌলত সব ফুঁকে দিয়েছেন নাকি ?

রঘুপন্থ। তোমার সে কথায় কাজ কি ?

হোসেন। তুমি থামো না।...শিবিরের মধ্যে কোন ঐশ্বর্য্যের চিহ্নও তো দেখছি না। আপনার পোষাক পরিচ্ছদ দেখেও তো ঘুঁটেকুড়ুনীর ছেলে ব'লে মনে হয়।

রঘুপন্থ। যুবক !

হোসেন। আঃ, কেন বিরক্ত ক'চ্ছো ? যাও, নিজের কাজে যাও

রঘুপন্থ। তুমি সম্রাটের গুপ্তচর ?

হোসেন। চর বটে তবে গুপ্ত নই। আচ্ছা, এত লুটের টাকা আপনি করলেন কি ?

সিন্ধিয়া। যাদের জন্য লুট করেছি, তাদের সেবায়ই লেগেছে।

হোসেন। গণ্ডা আষ্টেক ছেলেমেয়ে আছে বুঝি ? পরের ধন ক'রে খুব সংসার কচ্ছেন ?

সিন্ধিয়া। দুঃখের বিষয়, আমি এখনও বিবাহই করিনি।

হোসেন। বেঁচে গেছেন। বিবাহ মেয়েদের দরকার, পুরুষের বিবাহ না করাই ভাল।

সিন্ধিয়া। তাহ'লে মেয়েরা বিবাহ করবে কাকে ?

হোসেন। এ একটা কথা বটে। আমি একথা কখনও ভাবিনি।

রঘুপন্থ। বাজে কথা রাখ, তুমি এখানে কেন এসেছ ?

হোসেন। আপনার এই লোকটা বড় বেহায়া। বল্‌ছি তুমি যাও; যাবে না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিরক্ত করবে।

সিন্ধিয়া। আমার চেলারা সবাই এইরকম।

হোসেন। বড় খারাপ।

সিন্ধিয়া। এবার তোমার পরিচয় দিয়ে বাধিত কর।

হোসেন। পরিচয় এখনও দিইনি বুঝি ? আমায় ওই এক দোষ, কিছু মনে থাকে না। আমার পিতা—অর্থাৎ সম্রাট্ বলেন—

সিন্ধিয়া। সে কি ? সম্রাট্ আপনার পিতা ? আপনি শাহজাদা—

হোসেন। হোসেন খাঁ।

সিন্ধিয়া। অভিবাদন শাহজাদা। আসন গ্রহণ করুন।

হোসেন। তা ক'চ্ছি। কিন্তু—

রঘুপন্থ। স্বয়ং শাহজাদার এখানে আগমনের উদ্দেশ্য ?

হোসেন। বল্‌ছি। আচ্ছা দস্যুমশায়, আপনার এখানে মদটদ আছে ?

সিন্ধিয়া। না শাহজাদা।

হোসেন। ( রঘুপন্থকে ) এক বোতল আনিয়ে দাও না হে।

রঘুপন্থ। মাতালের মত্তলামি চরিতার্থ করতে আমি অক্ষম।

হোসেন। আরে চট কেন মশায় ? সংসারে পাপী আছে ব'লেই ধাৰ্ম্মিকের এত আদর।

সিন্ধিয়া। শাহজাদা, আপনি কি আমাকে বন্দী করতে এসেছেন ?

হোসেন। না, আমি নই, সে জন্য অন্য লোক আছে। কিন্তু আর তো দেরী করা যায় না ; চলুন।

রঘুপন্থ। কোথায় ?

হোসেন। দিল্লীতে।

সিন্ধিয়া। আপনার পিতাকে গিয়ে বলুন, দিল্লীতে আমি যাবো, তবে এখন নয়।

হোসেন। এখন না গেলে আর দরকার হবে না।

সিন্ধিয়া। তার অর্থ ?

হোসেন। অর্থটা এখনও বুঝতে পারেন নি ? দিল্লীর মসনদ টলটলায়মান।

সিন্ধিয়া। কিসে ?

হোসেন। শত্রুর আগমনে।

সিন্ধিয়া। কোন্ শত্রু ?

হোসেন। গোটা দেশময় দস্যুতা ক'রে বেড়ান, আর এ খবরটা রাখেন না ? তাহ'লে বলি শুনুন। বলা অবিশ্যি শক্ত, কারণ অনেকক্ষণ মদ্যপান না ক'রে গলাটা কাঠ হ'য়ে গেছে। রোহিলখণ্ডের নবাব গোলাম কাদেরের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন, যেহেতু সেও আপনারই মত দস্যু। ভদ্রলোক আমার চাচাত ভগ্নী কোহিনুরকে সাদী করতে চান। পিতা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। অতএব তিনি দিল্লির মসনদও নেবেন, শাহাজাদীকেও নেবেন।

রঘুপন্থ। তাতে আমাদের কি ?

হোসেন। তুমি তা বুঝবে না। ( সিন্ধিয়াকে ) তাহ'লে আপনি চলুন।

সিন্ধিয়া। আমাকে কি করতে হবে ?

হোসেন। শত্রুর দলকে হটিয়ে দিতে হবে।

রঘুপন্থ। তোমাদের শত্রুর সঙ্গে আমরা লড়্‌তে যাবো কেন ?

হোসেন। কারণ আমরা শক্তিহীন।

রঘুপন্থ। তোমরা উচ্ছন্ন যাও, তাতে আমাদের কি ? গোলাম কাদেরের মত আমরাও তোমাদের শত্রু।

হোসেন। তার চেয়ে বেশী।

রঘুপন্থ। তবে ? সাহায্যের জন্য শত্রুর কাছে কেন এসেছ ?

হোসেন। মিত্র কেউ নেই ব'লে।

সিন্ধিয়া। আমাদের মাথা নেবার জন্যে আপনার পিতা বহুদিন ধ'রে চেষ্টা কচ্ছেন।

হোসেন। করাই উচিত।

সিন্ধিয়া। তবে আমরা আপনাদের সাহায্য করবো কেন ?

হোসেন। না কর্‌বেন কেন ? শুনতে পাচ্ছেন তো আমরা বিপন্ন ? বিপন্নকে রক্ষা করাই শক্তিমানের ধর্ম্ম। যেহেতু আপনি শক্তিমান এবং আমরা বিপন্ন, সেই হেতু আমাদের রক্ষা কর্‌তে আপনি বাধ্য।

সিন্ধিয়া। বাধ্য ?

হোসেন। নিশ্চয়ই। বলি মহাভারত পড়েছেন তো ? না, বিন্ধ্যা স্থানে ভয়ে বচ ?

রঘুপন্থ। বেরিয়ে যাও।

হোসেন। আঃ।...( সিন্ধিয়াকে ) আপনাদের কৌরব-পাণ্ডবেরা শুনেছি আদায় কাঁচকলায় ছিল। হলে কি হয় ? কৌরবেরা যখন গন্ধর্ব্বের হাতে বন্দী হ'লো, তখন পাণ্ডবেরাই তাদের উদ্ধার করেছিল। কি মশায়, এইবার বুঝেছেন তো ? হাসছেন যে ? বোঝেন নি ? আপনার মাথায় কিছু নেই।

রঘুপন্থ। এই বাচালকে এখনো আপনি সহ্য ক'চ্ছেন ?

সিন্ধিয়া। কি করবো বল ? অতিথি নারায়ণ।

হোসেন। নারায়ণ কিন্তু আর অপেক্ষা করতে পারবে না মশায়। আপনি তৈরী হ'য়ে নিন।

সিন্ধিয়া। আচ্ছা শাহজাদা, আপনি তো জানেন, আপনার পিতা আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে রেখেছেন। আমি যদি গোলাম কাদেরকে হটিয়ে দিয়ে আপনাদের রক্ষা করতে পারি, তখন আমার কি হবে ?

হোসেন। প্রাণদণ্ড হবে।

সিন্ধিয়া। প্রাণদণ্ড হবে !

রঘুপন্থ। তাহ'লে তোমাদের উপকার ক'রে আমাদের লাভ ?

হোসেন। লাভ উপকার করা, আবার কি ?

সিন্ধিয়া। শাহজাদা, আমি বাদশাহের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলুম।

রঘুপন্থ। গ্রহণ করলেন ? আপনি বলেন কি সর্দ্দার ? এতবড় শত্রুকে সাহায্য করবার জন্য আপনি নিজের জীবন বিপন্ন করবেন ?

সিন্ধিয়া। করবো রঘুপন্থ। শুনলে না, বিপন্নকে রক্ষা করাই শক্তিমানের ধর্ম্ম ? মহাদাজি সিন্ধিয়া শক্তিমান ব'লে সবাই জানে। শরণাগতের জন্য তার তরবারি যদি গর্জ্জে না ওঠে, তবে বৃথাই তার শক্তির সাধনা।

রঘুপন্থ। কিন্তু আপনি যার জন্য তরবারি ধরতে যাচ্ছেন, সেই বাদশা তো আপনার উপর থেকে প্রাণদণ্ডের পরোয়ানাটাও সরিয়ে নেননি ?

সিন্ধিয়া। আমার ধর্ম্ম বিপন্নকে রক্ষা করা, বাদশার ধর্ম্ম বাদশাই জানেন।

হোসেন। মহাদাজি সিন্ধিয়া !

সিন্ধিয়া। এগিয়ে যান শাহজাদা, আমি অচিরেই দিল্লীতে উপস্থিত হবো।

হোসেন। সিন্ধিয়া! আমি মোগল-বাদশাহের বংশধর, চিরদিন মাথা উঁচু ক'রেই চলেছি। এ মাথা পিতামাতা ছাড়া কারও কাছে নত হয়নি। হে মহানুভব দস্যু, এত ঐশ্বর্য্য থাকতেও যার কিছুই নেই, তারই কাছে আমি অবনত মস্তকে অভিবাদন জানিয়ে চ'লে যাচ্ছি। আদাব, আদাব।

সিন্ধিয়া। আদাব।

[ হোসেনের প্রস্থান।

রঘুপন্থ। এ আপনি কর্‌লেন কি?

সিন্ধিয়া। ঠিকই করেছি। ছাউনি তোল। আমি অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে নদীর ওপারে তোমার সঙ্গে মিলিত হবো।

রঘুপন্থ। এতবড় একটা শত্রুকে আপনি হাতে পেয়ে ছেড়ে দিলেন?

সিন্ধিয়া। শত্রু নয়, শত্রু নয়; ওরে পাগল, এ স্বর্গের দেবতা—কারও শত্রু হ'তে পারে না।

রঘুপন্থ। কিন্তু আমি বুঝতে পাচ্ছি না, বাদশাকে আমরা কেন রক্ষা কর্‌বো? গোলাম কাদেরকে কন্যাদান কর্‌লেই তো তার সব বিপদ দূর হ'য়ে যায়।

সিন্ধিয়া। গোলাম কাদেরকে তুমি তো দেখেছ রঘুপন্থ। কোহিনুরকে তার হাতে তুলে দিতে কোন পিতাই পারে না।

রঘুপন্থ। এতই সুন্দরী কোহিনুর?

সিন্ধিয়া। ( অঙ্গাবরণের মধ্য হইতে চিত্র বাহির করিয়া দেখাইলেন ) এ নারীকে তুমি চেন?

রঘুপন্থ। এ কি! এতো সেই দলপৎ সিংহের ভগ্নী,—আপনার বাগ্‌দত্তা—

সিদ্ধিয়া। বাদশাহের ভ্রাতুষ্পুত্রী কোহিনূর এরই কন্যা।

রঘুপন্থ। সে কি! আপনার বাগ্‌দত্তা স্ত্রীকে—

সিদ্ধিয়া। বাদশা জোর ক'রে নিয়ে গিয়ে তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। এ বিবাহেরই ফল কোহিনূর। বাদশাকে আমার শত্রু ব'লেই তোমরা জান; কিন্তু সে যে কতবড় শত্রু, তা তো জান না। তবু তিনি শরণাগত,—আর যে কোহিনূরের জন্য এ যুদ্ধ, সে আমারই লীলাবতীর কন্যা। ছাউনি তোল, ছাউনি তোল, দ্বিধা নেই—অবসর নেই। জয় বিশ্বনাথ।

[ প্রস্থান।

রঘুপন্থ। এমন শত্রুকে রক্ষা না ক'রে তিলে তিলে দগ্ধ করাই ধর্ম্ম।

[ প্রস্থান।

——

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

কক্ষসম্মুখ

শাহ আলমের প্রবেশ

শাহ আলম। ধিক্ এ জীবনে। এ অপরিসীম লজ্জার চেয়ে মৃত্যুও ভাল ছিল। খোদা, শেষে এই কর্‌লে?

কোহিনূরের প্রবেশ

কোহিনূর। বাপজান!

শাহ আলম। বল্, সবাই মিলে বল্; আজ বল্‌বার দিন পেয়েছিস। কিন্তু এ লজ্জা চিরদিন থাকবে না। কাল আবার আমি মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াবো।

কোহিনূর। কিসের লজ্জা বাবা? অন্যায় তারাই করেছে, তুমি তো কোন অন্যায় করনি।

শাহ আলম। অন্যায় না হ'লেও ভুল করেছি কোহিনূর; নইলে এমন ক'রে গজের কিস্তিটা মারা যেতো না।

কোহিনূর। পোড়া কপাল আমার। তুমি বুঝি দাবাখেলার কথা বল্‌ছো?

শাহ আলম। মন্ত্রীটা যখন চেপে দিলুম—

কোহিনূর। মন্ত্রী জাহান্নমে যাক। আমি বল্‌ছি যুদ্ধের কথা।

শাহ আলম। যুদ্ধ! ও হ্যাঁ, যুদ্ধ তো কর্‌তেই হবে।

কোহিনূর। কে করবে? তুমি খেলছো দাবা, বড়দা ক'চ্ছে দাপা-দাপি, ছোড়দা তো এখনও ফেরেইনি।

শাহ আলম। এখনও ফেরেনি? কি ক'চ্ছে সে এতদিন? আকবর কেন এখনও যুদ্ধের আয়োজন ক'চ্ছে না, শুনি?

কোহিনূর। বড়দা তো যুদ্ধ চায় না।

শাহ আলম। তবে কি চায় সে?

কোহিনূর। সন্ধি।

শাহ আলম। ভিস্তিওয়ালার ছেলের সঙ্গে বাদশাহ করবেন সন্ধি। হবে না কোহিনূর। তুনিয়ার রাজত্ব পেলেও আমি বাদশাহী রক্ত কলঙ্কিত করবো না। সেই কৃষ্ণকায় একচক্ষু শয়তান তোকে বেগম করবে, আর আমি তু'হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করবো, এ আমি ভাবতেও পারি না।

কোহিনূর। বাবা,—

শাহ আলম। কি কোহিনূর, গলাটা কাঁপছে যে?

কোহিনূর। সন্ধিই তুমি কর বাবা।

শাহ আলম। এ তুই বলছিস কি?

কোহিনূর। এ ছাড়া উপায় নেই। বাইরে গিয়ে দেখ, সৈন্যগুলো এখনও নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছে। সিপাহশালার, মনসবদার, হাবিলদার—সবারই চোখ ঘোলাটে আর লাল। আমীর, ওমরাও কেউ যুদ্ধের কথা ভাবছে না। আর তোমার বড় ছেলে আমাকে দেখলেই লাফিয়ে ওঠে।

শাহ আলম। তুমি ভেবো না মা। আমি এখনও মরিনি।

কোহিনূর। তুমি যুদ্ধে গেলে দাবা খেলবে কে?

শাহ আলম। গজের কিস্তিটা হঠাৎ মেরে দিলে কোহিনূর, নইলে তোর মা আমাকে হারিয়ে দেয়! তুই কিছু ভাবিসনে মা। তোর

বাপ তোকে আমার কাছে রেখে গেছে, আমি তার সঙ্গে বেইমানি কর্‌বো না। সব ঠিক হ'য়ে যাবে। শুধু এই গজের কিস্তিটা যদি মারা না যেতো।

কোহিনুর। সব কিস্তিই তোমার মারা যাবে। নইলে যুদ্ধের সময়ও দাবা! শত্রু এগিয়ে আসছে, আর তুমি গঞ্জ আর কিস্তি নিয়ে এখনও মেতে আছ?

শাহ আলম। তাইতো কোহিনুর। চালে ভুল হ'য়ে গেছে।

কোহিনুর। ডাক তোমার বড় ছেলেকে। জিজ্ঞাসা কর, কেন সে এখনও নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ব'সে আছে? সিপাহশালারের কাছে কৈফিয়ৎ দাবী কর, কেন তার সৈন্যগুলো এখনও মদ থেয়ে খোয়াব দেখছে? চাবুক মার সৈন্যদের পিঠে, জানিয়ে দাও সবাইকে যে, বাদশাহ শাহ আলম এখনও মরেন নি।

শাহ আলম। ঠিক বলেছিস মা। শাহ আলম এখনও মরেনি। সিংহ বৃদ্ধ হ'লেও সিংহ। আমি ভেঙ্গে ফেলবো এই বিলাসের ঠাট, সবাইকে বুঝিয়ে দেবো যে, আমি শাসন করতে জানি। নিয়ে আয় চাবুক, নিয়ে আয় তরবারি। কৈ হ্যায়, যুবরাজ আর সিপাহশালার কে সেলাম দে।

কোহিনুর। ওঠ তো শাহনশাহ। বিলাসের জড়তা কাটিয়ে একবার তুমি জেগে ওঠ তো সম্রাট্‌। গোলাম কাদের ভয়ে মূর্চ্ছিত হোক। দুনিয়া জানুক যে আলমগীরের বংশ বিলুপ্ত হয়নি।

শাহ আলম। আলমগীর বেঁচে আছেন। তুই ভাবিস্‌নে মা।

কোহিনুর। বাবা, আমার জন্য আমি ভাবছি না। কিন্তু তোমাদের এই নিষ্ক্রিয় বিলাসিতা দেখে কি যে অপরিসীম দুঃখ আমার, কাকে তা বল্‌বো? মসনদ যাক, কোহিনুর যাক, কোন ক্ষতি নেই; কিন্তু

তোমাকে যে গোলাম কাদের বন্দী করবে, এই দুঃখই আমায় পাগল ক'রে তুলেছে।

শাহ আলম। মসনদ দেবো না, কোহিনুর দেবো না, আমি বন্দী হবো না, বন্দী করবো।

গীতকণ্ঠে মেহেদীর প্রবেশ

মেহেদী। গীত

সিংহের সন্তান, হও তবে আগুয়ান্ ;
হুঙ্কারে ধরা হোক ফাঁক।
ফেরুপাল যত সব,
নিমেষে হইবে শব,
ডর ভয় যাক্ দূরে যাক্।
হাতে তোল ধ্বজা, বীর, বিলাসের খোল ফাঁস,
জয় করেছে যারে শত্রুর মহাত্রাস,
ঘুমায় না আঁখি তার,
জাগো রণে দুর্ব্বার,
জন্মভূমির এলো ডাক।

শাহ আলম। ঠিক, ঠিক। আমি সিংহের সন্তান, সহস্র ফেরুপালকে আমি গ্রাহ্য করি না। বৃদ্ধ হ'লেও আমি জরাগ্রস্ত নই, গোলাম কাদেরকে আমি সবংশে চূর্ণ করবো। নইলে বৃথাই আমি আলমগীরের বংশধর।

কোহিনুর। চল বাবা, সৈন্যগুলোকে একবার দেখবে চল।

মেহেদী। আর দেখতে হবে না। ছোট শাহজাদার চাবুক খেয়ে তারা সব সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

কোহিনুর। ছোড়দা এসেছে ?

মেহেদী। এসেই সিপাহশালারের হাত থেকে মদের বোতল কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে ; সে ব্যাটা ভয়ে ছুটে পালিয়েছে। সৈন্যগুলো নাচগান ক'চ্ছিল, শাহজাদা এসেই চাবুকের পর চাবুক।

কোহিনুর। তারা কিছু বল্‌ছে না ?

মেহেদী। বল্‌বে আর কি ? একহাতে পিঠে হাত বুলিয়ে অন্য-হাতে তলোয়ার ধ'রে দাঁড়িয়েছে।

শাহ আলম। মানুষ এসেছে। ওরে কোহিনুর, বাদশাহী বংশে মানুষ এসেছে।

ঝটিকার বেগে হোসেনের প্রবেশ

হোসেন। পেশোয়ারী, খোরাসানী, তুর্কী, হাবসী, মোগল, এক বগল্ খাড়া হো যাও। শির উঁচা রাখো, ইমান ঠিক রাখো।

( বাদশা, কোহিনুর, মেহেদী সারি দিয়া দাঁড়াইলেন )

হোসেন। আল্লা হো আকবর।

সকলে। আল্লা হো আকবর।

হোসেন। এক, দো, তিন,—একি ? পিতা ? অপরাধ ক্ষমা করুন জনাব, আমি আত্মবিস্মৃত হয়েছিলুম।

শাহ আলম। এমনি আত্মবিস্মৃত হ'য়েই তুমি বাদশাহী বংশের মানরক্ষা কর পুত্র। সিপাহশালার যায় যাক, তোমাকেই দিলুম আমি সিপাহশালারের গুরুভার।

হোসেন। সম্রাটের আদেশ শিরোধার্য্য।

কোহিনুর। সিপাহশালারের জয় হোক।

হোসেন। পিতা, নিষ্ক্রিয় বিলাসিতার জন্য সৈন্যদের আমি কশাঘাত করেছি, কিন্তু তারা ছ'মাস বেতন পায়নি। তাদের বেতন দিন পিতা।

কোহিনূর। ছ'মাসের বেতন বাকী? কত টাকা?

হোসেন। সাতলক্ষ টাকা।

শাহ আলম। রাজকোষে সাতশ' টাকাও বোধহয় নেই হোসেন।

মেহেদী। রাজকোষে না থাক, রাজ-পরিবারের গায়ে তো আছে।

কোহিনূর। ঠিক, ঠিক; ছোড়দা, উপবাসী সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ জয় করা চলে না। বেতন মিটিয়ে দাও তুমি। এই নাও ভাই পঞ্চাশ হাজার টাকা। (কতকগুলি গহনা খুলিয়া দিল)

শাহ আলম। এই নাও পুত্র তিনলক্ষ। (কণ্ঠহার খুলিয়া দিলেন)

হোসেন। কোহিনূর!

কোহিনূর। কি দাদা?

হোসেন। বাদশাহের আত্মীয় ব'লে যারা পরিচয় দিতে চায়, তাদের সবার গা থেকে গহনা নিয়ে এস। আতর, কুঙ্কুম, কস্তুরি যেখানে যা আছে, টেনে ছুঁড়ে ফেলে দাও। এর পরেও যারা বিলাসের সেবা করতে চয়ে, তাদের প্রাসাদ ছেড়ে চ'লে যেতে বল।

কোহিনূর। এইতো শাহজাদার যোগ্য কথা।

শাহ আলম। যৌবন বুঝি ফিরে এলো কোহিনূর। আমার তরবারি নিয়ে আয়। আমি একবার ভিস্তিওয়ালার ছেলেকে মুখোমুখী দেখবো।

হোসেন। মেহেদি,—

মেহেদী। শাহজাদা, আমি যদি কিছু দিই, নেবেন!

শাহ আলম। কি দেবে তুমি বালক? কি আছে তোমার?

মেহেদী। মা-বাবা মরবার সময় আমাকে একটা আধুলী দিয়েছিল। বারোবছর আমি সে আধুলী খরচ করিনি। যদি আপনার কাজে লাগে আধুলীটা আপনি নিন জাঁহাপনা। (আধুলী দিল)

শাহ আলম। ওরে কোহিনুর, খনির অতল তলে কি মণি লুকিয়ে আছে দেখ্। এদের দিকে কখনও তো চেয়ে দেখিনি। বালক, তোমার দান আমি মাথায় তুলে নিলুম। যদি আমার বাদশাহী থাকে, তোমার এ দান আমি লক্ষগুণ ক'রে ফিরিয়ে দেবো। আর যদি মরি, পুত্রদের সঙ্গে তুমিও আমার কবরে মাটি দিও।

মেহেদী। যো হুকুম শাহানশা।

কোহিনুর। দাদা, সিন্ধে তোমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে?

হোসেন। করেছে বই কি দিদি, দস্যু হ'লেও সে মানুষ।

শাহ আলম। তোমাকে বন্দী কর্‌তে চাইলে না?

হোসেন। বন্দী কর্‌বে কি পিতা? কোন বন্ধুর কাছেও আমি এত সম্মান পাইনি, যত সম্মান পেয়েছি এই পরম শত্রুর কাছে।

শাহ আলম। কোন সর্ত্ত আছে তার?

হোসেন। কিছু মাত্র না। আমিই বরং বলেছি, সাহায্য পেয়েও আমরা তাঁকে ক্ষমা কর্‌বো না।

কোহিনুর। তা সত্ত্বেও রাজি হ'লো?

হোসেন। এক কথায়।

শাহ আলম। আশ্চর্য্য।

মেহেদী। আশ্চর্য্য। কিছু নয় জাঁহাপনা। হিন্দুজাতটাই এমনি নির্ব্বোধ। এদের জোড়া শত্রুতায়ও নেই, সেবায়ও নেই।

[ প্রস্থান।

শাহ আলম। আমি দেখবো কি উপাদানে গড়া এই মহাদাজি সিন্ধিয়া। কিন্তু এই গজের কিস্তিটা—যাক্, যুদ্ধের পরে দেখবো।

[ প্রস্থান।

হোসেন। ও ভাই কোহিনুর,—

কোহিনুর। তুমি বিশ্রাম করগে ; আমি তোমায় সবার গহনা এনে দিচ্ছি।

হোসেন। দাঁড়া। আল্‌মামুন আর এসেছিল ?

কোহিনুর। আল্‌মামুন কে ?

হোসেন। সেই যে সেই লোকটা। যাকে একবার দেখে তোর চোখে আর ঘুম নেই।

কোহিনুর। কি বাজে বক্‌ছো ? যাও, সৈন্য সাজাও গে। আমি বেতনের ব্যবস্থা ক'চ্ছি।

হোসেন। আচ্ছা কোহিনুর, যুদ্ধে যদি তাকে বাগে পাই, মারবো না বন্দী কর্‌বো বল্ দেখি।

কোহিনুর। তা, বন্দী কর্‌লেও হয়।

হোসেন। বন্দী ক'রে তোর কাছে পাঠিয়ে দেবো, না দিদি ?

কোহিনুর। আমার কাছে কেন ? আমি কি কর্‌বো ?

হোসেন। লোহার শেকল খুলে নিয়ে সোণার শেকল দিয়ে বাঁধবি শালাকে।

কোহিনুর। যাও, যাও, বাজে কথা শোনবার আমার সময় নেই।

[ প্রস্থান।

হোসেন। খোদা, মারতে হয় আমাদের মার, আমার বোনটাকে সুখী ক'রো মেহেরবান্। আশমানের তারা আশমানেই ফুটিয়ে রেখো। কঠিন মাটিতে ছুঁড়ে ফেলো না।

রোশেনারার প্রবেশ

রোশেনারা। কে ? হোসেন ?

হোসেন। হ্যাঁ মা।

রোশেনারা। পাত্র কোথায়?

হোসেন। কিসের পাত্র?

রোশেনারা। কোহিনুরের পাত্র। আনিস নি তো? তবে আর আমি কোন কথা শুনবো না; তৈরী হও বাছা। আজ রাত্রে তোমাদের বিয়ে দিয়ে তবে আমি দাবায় বস্‌বো।

হোসেন। বিয়েও হবে না, তোমার দাবায় বসাও হবে না।

রোশেনারা। কারণ?

হোসেন। কারণ আমি যাচ্ছি যুদ্ধে, আর কোহিনুর—

রোশেনারা। যুদ্ধে যাবি কি রে? তুই যুদ্ধের জানিস কি? ছেলেবেলা থেকেই তো মদের বোতল ধরেছিস, তলোয়ার ধর্‌লি কবে?

হোসেন। তলোয়ার তো ধরবো না। মদের বোতল দিয়েই আমি যুদ্ধ কর্‌বো। মাথা না কেটে মাথা ভাঙবো। বাবা তো শুনেছি দাবার ঘুঁটি নিয়ে যুদ্ধ করবেন। এক একটা মন্ত্রী ছুঁড়ে মারবেন, আর দশটা ঘোড়া কাণা হ'য়ে যাবে।

রোশেনারা। লোকে হাসবে যে।

হোসেন। লোকে তো তোমার দাবা খেলা দেখেও হাসে মা। আমাদের বাদশাহী চামড়া লোকনিন্দায় ভেদ করা যায় না। শহরে যখন আগুন লাগে, আমরা প্রাসাদে ব'সে বাঁশী বাজাই, লোকে যখন না খেয়ে মরে, তখন আমরা হীরে জহরতের গহনা গড়াই। দুনিয়ায় কি আর মানুষ আছে মা? মানুষ শুধু আমরাই। কোটি কোটি টাকা লুণ্ঠন করেছেন মহাদাজি সিন্ধিয়া, কিন্তু তাঁর হাতে একটা সোণার আংটিও নেই। দেখে মাথা নত হ'য়ে এলো। বাদশার ছেলে আমি, তাঁকে সসম্ভ্রমে সেলাম ক'রে চ'লে এলুম।

রোশেনারা। একে হিন্দু, তার ওপর ডাকাত। তুই তাকে সেলাম করলি? তার ওপর হিন্দুর সাহায্য নিয়ে তোরা আত্মরক্ষা করবি? মান-সম্মান কি সব রসাতলে গেল?

হোসেন। মান না দিলে মান পাওয়া যায় না।

[ প্রস্থান।

বাঁদীর প্রবেশ

বাঁদী। বেগম সাহেবা, শীগ্‌গির আসুন, সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল।

রোশেনারা। কি হয়েছে?

বাঁদী। শাহাজাদী আপনার দাবার ছকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন।

রোশেনারা। বলিস্ কি রে? আমি যে দশহাজার টাকা দিয়ে নতুন ছক তৈরী করিয়েছি। গেল, গেল, সব গেল। আমি বিষ খেয়ে মর্‌বো। ওরে, ও কোহিনূর,—হারামজাদি, তুই কোথায় ছিলি? ( চপেটাঘাত )

বাঁদী। আমি কি কর্‌বো মা? শাহাজাদী, কারও কথা শুনছেন না। আতরের ফোয়ারা ভেঙ্গে ফেলেছেন, সবার গহনা খুলে নিচ্ছেন, খাঁচার পাখীগুলো সব উড়িয়ে দিচ্ছেন। সরাপের পিপে একটাও আস্ত নেই। শীগ্‌গির আসুন।

[ প্রস্থান।

রোশেনারা। যাক্, দাবার ছক যখন গেল, তখন রাজ্যটাও যাক। হতভাগী মেয়েটাকে আমি ভিস্তিওয়ালার সঙ্গেই বিয়ে দেবো।

[ প্রস্থান।

———

## দ্বিতীয় দৃশ্য

### আকবরের কক্ষ

### আকবরের প্রবেশ

আকবর। না, এ হ'তে পারে না। একটা তুচ্ছ মেয়ের জন্ম মসনদটা বিপন্ন করা যায় না। পিতার মতিভ্রম হয়েছে, কিন্তু আমার হয়নি। আমি এ হ'তে দেবো না। জাফর !

### জাফরের প্রবেশ

জাফর। হুজুর !

আকবর। সরাপ দে।

জাফর। আজ্ঞে, সরাপ নেই।

আকবর। নেই কেন ?

জাফর। প্রাসাদের যেখানে যত সরাপের পিপে ছিল, শাহাজাদী সব ফেলে দিয়েছেন।

আকবর। শাহাজাদী সব ফেলে দিয়েছে ! খাবো কি তাহ'লে ?

জাফর। আজ্ঞে শাহাজাদী বল্লেন ছাই খেতে।

আকবর। চোপরাও বাচাল।

জাফর। আমাকে খিঁচিয়ে কি হবে শাহজাদা ? আমি আপত্তি করেছিলুম ; অমনি এক চড়। সে কি চড় বাবা, এখনও গালটা চড়াৎ চড়াৎ করছে।

আকবর। ব্যাটা, তুই তাকে আমার কাছে ধ'রে নিয়ে এলিনে কেন ?

জাফর। ভাবলুম, তাহ'লে আপনাকেও হয়তো চড়িয়ে দেবে।

আকবর। জাফর,—

জাফর। এগিয়ে দেখুন না, মিথ্যে বলিনি।

আকবর। ডাক্ সে হতভাগীকে।

জাফর। আমি পারবো না শাহজাদা। বাপ, সে কি মূর্ত্তি, চোখ দুটো ভাটার মত জ্বলছে, সামনে দাঁড়ায় কার সাধ্যি? বাঁদীরা ভয়ে বাবুর্চ্চিখানায় কাঁথামুড়ি দিয়ে ধুঁকছে। খোজাকে একটা ধমক দিয়েছিল, ভয়ে তার পেট ছেড়ে দিয়েছে; বড় বউবেগম গহনা দিতে চাননি, তাঁর বাক্স প্যাটরা টেনে নর্দ্দমায় ফেলে দিয়েছে।

আকবর। কিসের গহনা?

জাফর। আজ্ঞে যুদ্ধের খরচার জন্য যার গায়ে যত গহনা আছে, সব খুলে নিচ্ছে।

আকবর। স্ত্রীলোকের গায়ের গহনা বেচে যুদ্ধ চালাতে হবে? এমন যুদ্ধ না করলেই নয়?

জাফর। যুদ্ধ না করলে শাহাজাদীকে যে নিয়ে যাবে।

আকবর। শাহাজাদী উচ্ছন্ন যাক!

জাফর। যাওয়াই উচিত। পুরুষের গায়ে হাত তোলে মশায়! উঃ, গালটা এখনও চড়চড় করছে।

আকবর। গোলাম কাদের আর যাই হোক, একটা নবাব তো বটে?

জাফর। বটেই তো।

আকবর। তবে লোকটা শুনেছি অত্যন্ত কুৎসিত।

জাফর। একেবারে পাঁঠার বাচ্চা। তার উপর একটা চোখ নেই।

আকবর। রূপে কি যায় আসে?

জাফর। কিছু না। তার ঘরে পাঁঠার বাচ্ছা হ'লে সেই বিয়ে দেবে, আপনাদের কি ?

আকবর। এমন একটা তুচ্ছ কারণে যুদ্ধ ডেকে আন্‌তে হবে ? যুদ্ধ কর্‌বে কে ? সিপাহশালার আলি মহম্মদ বেঁচে আছে কি না কে জানে ?

জাফর। আলি মহম্মদকে চাবুক মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। ছোট শাহজাদাই এ যুদ্ধে সিপাহশালার।

আকবর। সে কি ? হোসেন সিপাহশালার ! সে যুদ্ধ শিখলো কবে ?

জাফর। আঁতুড় ঘরে শিখেছিল বোধহয়।

আকবর। তবে তো যুদ্ধ হ'য়েই গেল। গোলাম কাদের কোহিনূরকে তো নেবেই, মসনদও অধিকার কর্‌বে।

জাফর। ক'রে ব'সে আছে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সেই পাঁঠার বাচ্ছা দিল্লীর মসনদের উপর ঠ্যাং তুলে দিয়ে ব'সে আছে।

আকবর। কারও কোন ক্ষতি নেই, ক্ষতি শুধু আমার। পিতা বৃদ্ধ, কবরে গেলেই হ'লো, হোসেন মাতাল অপরিণতবুদ্ধি, সিংহাসনের আশা তার কিছুমাত্র নেই। আমি দিল্লীশ্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র, মসনদ গেলে আমারই যাবে। সবাই চোখ বুজে থাকলেও আমি তা পারি না, কি বলিস্ ?

জাফর। ওতো আমি আগেই বলেছি।

আকবর। কখন বলেছিস ?

জাফর। আপনি তখন ঘুমিয়ে ছিলেন।

আকবর। তোকে একবার গোলাম কাদেরের কাছে যেতে হবে।

জাফর। বেশ, এখনই যাচ্ছি।

আকবর। গিয়ে কি বল্‌বি ?

জাফর। বল্‌বো,—হে পাঁঠার বাচ্ছা, তুমি শাহাজাদীকে নিতে চাও, নাও; মসনদটি নিও না, তাহ'লে শাহজাদা গলায় দড়ি দেবেন।

আকবর। তুই একটা গাধা।

জাফর। গাধার গোলাম।

আকবর। তাকে বল্‌বি, শাহাজাদীকে পেয়েই যদি সে দিল্লী ছেড়ে চ'লে যায়, আমি আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে যুদ্ধের সময় নিষ্ক্রিয় হ'য়ে থাকবো।

জাফর। ব্যস্‌, ব্যস্‌, আর বল্‌তে হবে না। আপনি জেনে রাখুন পাঁঠার বাচ্ছা আপনার ভুলুভাই হ'য়ে ব'সে আছে। আমার গালে চড়! আমিও মেয়েটার দফা-রফা কর্‌বো, তবে আমার নাম জাফর খাঁ।

[ প্রস্থান।

বাহাদুরের প্রবেশ

বাহাদুর। বাবা!

আকবর। কি বাহাদুর ?

বাহাদুর। যুদ্ধের জন্য সবাই প্রস্তুত হ'চ্ছে, খানসামাগুলো পর্য্যন্ত হাতিয়ার নিয়ে কুচকাওয়াজ ক'চ্ছে, তুমি যে ঘরের কোণে চুপ ক'রে ব'সে আছ ?

আকবর। আমি তো আর সিপাহশালার নই।

বাহাদুর। একটা সৈন্যদলে একজনই সিপাহশালার থাকে, তবু তো সবাই যুদ্ধ করে।

আকবর। যুদ্ধ আমিও কর্‌বো।

বাহাদুর। কবে? কাজ শেষ হ'য়ে গেলে?

আকবর। বাচালতা ক'রো না বালক। কি বুঝবে তুমি, কত জ্বালা আমার অন্তরে। পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র আমি, সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী, অথচ আমার কোন পরামর্শই তিনি গ্রহণ করেন নি।

বাহাদুর। পরামর্শটা যে জ্যেষ্ঠপুত্রের মত হয়নি বাবা।

আকবর। কেন?

বাহাদুর। ভেবে দেখ। পরামর্শ যখন দিয়েছিলে, তখন তুমি শুধু সিংহাসনের কথাই ভেবেছিলে, বংশমর্য্যাদার কথা ভাবনি।

আকবর। নবাবকে কন্যাদান করলে বাদশার মর্য্যাদা যায় না।

বাহাদুর। নবাবের পিতা যার গোলামী করেছে, সে নবাবের বেগম হ'তে পারে না।

আকবর। স্বেচ্ছায় না হয়, চুলের মুঠি ধ'রে নিয়ে যাবে।

বাহাদুর। তোমরা বেঁচে থাকতে তোমাদের বোনকে টেনে নিয়ে যাবে?

আকবর। আমাদের বাঁচতেই হবে, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই।

বাহাদুর। বেশ তো বাবা, তোমরা আগে মর, তারপর গোলাম কাদের যদি ফুফুর চুলের মুঠিটা ধরতে আসে, আমি তার আগেই চুলশুদ্ধ মাথাটা উড়িয়ে দেবো।

আকবর। হুঁ, ছেলেটার পর্য্যন্ত মাথাটা বিগড়ে দিয়েছে।

বাহাদুর। বাবা, তলোয়ার হাতে নিয়ে বেরিয়ে এস। দেখে যাও তোমার ছোটভাইয়ের নেতৃত্বে কতবড় সৈন্যদল গ'ড়ে উঠেছে। বাদশাহী বংশের মানমর্য্যাদা রক্ষার সবচেয়ে বেশী দায়িত্ব তোমার; মৃত্যুকে যদি আলিঙ্গন করতে হয়, তুমিই তো আগে এগিয়ে যাবে, পিছে চলবো আমরা সব। এস বাবা, এস, দাদুসাহেব তোমায় ডাকছেন।

আকবর। তাকে বল, আমি ওই মাতাল হোসেনের অধীনে যুদ্ধ কর্‌বো না।

বাহাদুর। মাতাল! বাবা, সম্রাট্ আলমগীরের পর তোমাদের বংশে একটা পুরুষ দেখাতে পার যে, মদ খায় না? এই হারেম থেকে আজ আশী পিপে মদ পিসিমা টেনে রাস্তায় ফেলে দিয়েছেন।

আকবর। বড় কীর্ত্তিই করেছেন।

বাহাদুর। আসল কথাটা তা নয় বাবা। ও আমি জানি।

আকবর। কি জানিস?

বাহাদুর। তুমি চাও সন্ধি কর্‌তে। তুমি চাও বিনামূল্যে মসনদটা অধিকার কর্‌তে। সম্রাট্ যখন যুদ্ধ করবেনই, তখন যে-কোন ছলে তুমি যুদ্ধ থেকে স'রে দাঁড়াতে চাও। নইলে মায়ের পেটের ভাই সিপাহশালার হয়েছে, তাতে তোমার এত গায়ের জ্বালা কেন বাব?

আকবর। আমি বেঁচে থাকতে হোসেন হবে সিপাহশালার, এ আমি সহ্য কর্‌বো?

বাহাদুর। বড় অপমান হয়েছে, না? নিজের বংশের মান যে এত সহজে বিকিয়ে দিতে চায়, তার আবার এত মানের কান্না কেন?

আকবর। বেরিয়ে যা অপদার্থ। ( চপেটাঘাত )

বাহাদুর। জাফর খাঁকে কোথায় পাঠালে বাবা?

আকবর। জাহান্নমে।

বাহাদুর। শয়তানির মতলব ক'রো না বাবা। এত আয়োজন যদি তোমার হাতে পণ্ড হয়, তোমার বাবাও হয়তো তোমাকে মাপ কর্‌বেন, কিন্তু আমি কর্‌বো না।

আকবর। কি বল্‌ছিস তুই হতভাগা ছেলে?

বাহাদুর। গীত

ডাক দিয়েছে দেশের মাটি মায়ের ব্যাটা, কিসের ভয়?
কিসের লোভ, কিসের মায়া, জীবনটা তো মরণময়।
সামনে পিছে ডাইনে বাঁয়ে
কবর আছে হাত বাড়ায়ে,
সত্যি যখন মর্‌তে হবে, দুনিয়াটা কর্‌বো জয়,
রাখতে ইমান তুচ্ছ পরাণ হাসিমুখে কর্‌বো ক্ষয়।

[ প্রস্থান।

আকবর। যে যাই বলুক, একটা মেয়ের জন্য আমি মসনদটা দিতে পারবো না। নিজের বোন হ'লেও একটা কথা ছিল, চাচাত বোনের জন্য যে সিংহাসন বিপন্ন করে, সে একটা—

কোহিনূরের প্রবেশ

কোহিনুর। গাধা, কেমন? এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি দিল্লীর সিংহাসনে বস্‌বে? তার চেয়ে সিংহাসনটা যাওয়াই ভাল।

আকবর। তুই এখানে কেন এসেছিস?

কোহিনুর। দেখতে এলুম, দিল্লীর ভাবী সম্রাট্‌ যুদ্ধের সময় কেমন ক'রে কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে।

আকবর। যুদ্ধের সময় প্রাসাদের চূড়ায় ব'সে দেখিস, আকবর কেমন ক'রে তরবারি চালায়। এখন যা, আমার কাজ আছে।

কোহিনুর। পিতা তোমায় তলব দিয়েছেন, যাওনি কেন?

আকবর। সে কথা পিতাকেই বল্‌বো।

কোহিনুর। বল্‌বে তো এই যে ছোটভাইয়ের অধীনে তুমি যুদ্ধ করবে না?

আকবর। ঠিক তাই। যুদ্ধ যদি কর্‌তে হয়, আমি স্বাধীনভাবে কর্‌বো। মাতাল হোসেন বা কাফের সিদ্ধের তাঁবেদারী আমি কর্‌বো না।

কোহিনুর। ওঃ—স্বাধীনভাবে যুদ্ধ কর্‌বেন। এর আগে কখনও তরবারিতে হাত দিয়েছ?

আকবর। হোসেন দিয়েছে?

কোহিনুর। দিয়েছে কি না, স্বচক্ষে দেখবে এস।

আকবর। তুই হতভাগীই সবাইকে যুদ্ধ যুদ্ধ ক'রে ক্ষেপিয়ে তুলেছিস। কেন? এই তুচ্ছ কারণে আমরা যুদ্ধ করতে যাবো কেন? কি তোর এত রূপের অহঙ্কার? গোলাম কাদেরের রূপ না থাকলেও গুণ আছে, ঐশ্বর্য্য আছে।

কোহিনুর। ঐশ্বর্য্য দেখে তোমার মত সবাই ভোলে না।

আকবর। দেশের স্বার্থের জন্যও কি তুই চোখকাণ বুজে তাকে বিয়ে কর্‌তে পারিস না?

কোহিনুর। পুরুষগুলো বোরখা প'রে হারেমে ব'সে থাকবে, পিপে পিপে মদ খেয়ে বাইজীদের সঙ্গে স্ফূর্ত্তি কর্‌বে, আর একফোঁটা মেয়ে আমি,—আমি কর্‌বো দেশের স্বার্থরক্ষা! লজ্জা করে না তোমার? দিল্লীর সিংহাসনটা বিনামূল্যেই কিনে নিতে চাও? একফোঁটা রক্ত দেবে না? তা হবে না শাহজাদা আকবর। শয়তানি ক'রে যদি রাজ্যলাভ কর্‌তে চাও, খোদার কসম, তোমার রাজত্বের স্বপ্ন আমিই ঘুচিয়ে দেবো।

আকবর। কোহিনুর!

কোহিনুর। বেরিয়ে এস বেইমান। সবাই মাথা দেবে, আর তুমি কর্‌বে তার ফলভোগ! এত আবদার ধর্ম্মে সইলেও মানুষে সইবে না।

( প্রস্থানোদ্যোগ )

জাফরের প্রবেশ

জাফর। একটা কথা শাহজাদা,—শাহাজাদীকে—

কোহিনুর। কি?

জাফর। আজ্ঞে না, আপনাকে নয়, আমি মানে—অর্থাৎ—

কোহিনুর। অর্থাৎ কি উল্লুক?

জাফর। অর্থাৎ যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই রাত হয়।

কোহিনুর। আর কোন কথা আছে তোমার?

জাফর। কথা হ'চ্ছে এই যে, আমি এখন আসি। সেলাম।

[ প্রস্থান।

কোহিনুর। এই শয়তানের বাচ্ছাই বুঝি তোমার মন্ত্রী?

আকবর। যা-যাঃ, বাচালতা করিসনে।

কোহিনুর। যাচ্ছি! কিন্তু শুনে রাখ শাহজাদা আকবর, ঘরে যদি তুমি আগুন লাগাও, সে আগুনে আগে আমরা তোমাকেই পোড়াবো।

[ প্রস্থান।

আকবর। কবে যে এই হতভাগী বিদায় হবে, কবে রাজবংশটা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে! সম্রাট্ শাহ আলম নামেই বাদশা, আসল বাদশা এই মেয়েটা। বেগমরা পর্য্যন্ত ওর ভয়ে নিঃশ্বাস ফেলতে পারে না। একবার যদি গোলাম কাদেরকে গছিয়ে দিতে পারি—

বাইজীগণের প্রবেশ

বাইজীগণ। গীত

মেরিজান, আস্তে চলো!

রাস্তা পিছল, মন্দ হলো কষ্ট প'ড়ে ঘায়েল হ'লো।

দুপাশে কতই খানা,
শাদা চোখে যায় না জানা,
দুহাতে ক'চ্ছি মানা, অবুঝে তো ধীরে হ'লো।
রাস্তা তো সামনে খোলা,
চলাটা থাক্ না তোলা,
পড়ুক না রোদের গোলা, এতই কি বেলা হ'লো ?

[ প্রস্থান।

বাহাদুরের প্রবেশ ও পত্রদান

বাহাদুর। এই নাও বাবা, সম্রাট্ তোমাকে দশহাজার সৈন্য নিয়ে রণক্ষেত্রের পূর্ব্বপার্শ্ব রক্ষার ভার দিয়েছেন।

আকবর। হোসেনের অধীনে ?

বাহাদুর। না, তুমি স্বাধীন।

আকবর। বেশ, আমি যুদ্ধ কর্‌বো চল।

বাহাদুর। বাবা, দোহাই তোমার, মীরজাফরের মত বেইমানি ক'রো না। মসনদ থাকলে তোমারই থাকবে। হুঁশিয়ার। [ প্রস্থান।

আকবর। হুঁ। তুচ্ছ একটা চাচাত বোনের জন্য দিল্লীর সিংহাসন বিলিয়ে দেবে এত বোকা আকবর নয়। দেখা যাক গোলাম কাদের কি উত্তর দেয়।

[ প্রস্থান।

———

## তৃতীয় দৃশ্য

### নদীতীর

### সিন্ধিয়ার প্রবেশ

সিন্ধিয়া। দিল্লী চলো, দিল্লী চলো, দিল্লী চলো। একি, সেতু? সেতু কোথায়? ওপারে ও কার সৈন্যবাহিনী? এতো আমাদের নয়। কে ও? রঘুপন্থ, রঘুপন্থ,—

### রঘুপন্থের প্রবেশ

রঘুপন্থ। সর্দ্দারজি,—

সিন্ধিয়া। তুমি এখনও এপারে? আমি না তোমায় ব'লে গিয়েছিলুম, নবাব সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে আমি ফিরে আসবার পূর্ব্বেই তুমি সসৈন্যে ওপারে গিয়ে সেতু রক্ষা করবে?

রঘুপন্থ। আমার বিলম্ব হয়েছিল সর্দ্দারজি। সেই সুযোগ নিয়ে গোলাম কাদেরের সৈন্যেরা সেতু ভেঙ্গে দিয়েছে।

সিন্ধিয়া। ভেঙ্গে দিয়েছে! সেতু? মূর্খ, অবাধ্য, অকর্ম্মণ্য, এতদিন তুমি করেছ কি? মহাদাজি সিন্ধিয়ার আদেশ কি ছেলেখেলা? তোমার কি মনে নেই, অবাধ্যতার জন্য নিজের ভাইয়ের মাথাটাও আমি উড়িয়ে দিয়েছিলুম?

রঘুপন্থ। আমি ভাবতেই পারিনি যে গোলাম কাদের এমনি ক'রে আমাদের পথরোধ করবে।

সিন্ধিয়া। তুমি হুকুমের গোলাম, হুকুম তামিল করবে। কে তোমায় দিয়েছে স্বাধীন চিন্তার অধিকার?

রঘুপন্থ। আমার ভুল হয়েছে সর্দ্দার।

সিন্ধিয়া। তোমার এ ভুলের জন্য দিল্লীর রাজপ্রাসাদে হয়তো আজ কান্নার রোল উঠেছে। গোলাম কাদের হয়তো এতদিনে প্রাসাদ অবরোধ ক'রে ব'সে আছে। বাদশা হয়তো ব্যাকুল হ'য়ে আমার আগমন প্রতীক্ষা করছেন। সিন্ধে মিথ্যাবাদী, সিন্ধে বিশ্বাসঘাতক, সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েও সে কোন সাহায্য করলে না।

রঘুপন্থ। সাতক্রোশ দূরে আর একটা সেতু আছে সর্দ্দার।

সিন্ধিয়া। তাও হয়তো তারা ভেঙ্গে ফেলেছে।

রঘুপন্থ। না সর্দ্দার, আমি সংবাদ নিয়েছি।

সিন্ধিয়া। নিস্ফল। একদিনের পথ তিন দিনে অতিক্রম করে দিল্লী পৌঁছে দেখবো, সব শেষ হ'য়ে গেছে। বাদশা বন্দী, শাহাজাদী শত্রুর কবলে। ওঃ—

রঘুপন্থ। আমার মনে হয়, বাদশা আপনার ভরসায় নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ব'সে নেই।

সিন্ধিয়া। তুমি মূর্খ। বাদশা তার পুত্রদের উপরও এত নির্ভর করেন নি, যতখানি নির্ভর করেছেন এই শত্রুর মুখের কথায়। সৈন্যরা কোথায়?

রঘুপন্থ। শিবিরে আহার ক'চ্ছে।

সিন্ধিয়া। শিবির! জরুরী অভিযানের পথে তুমি শিবির সন্নিবেশ ক'রে ব'সে আছ। তাহ'লে এ তোমার ইচ্ছাকৃত অপরাধ?

রঘুপন্থ। না সর্দ্দার।

সিন্ধিয়া। না? মিথ্যাবাদী, মহাদাজি সিন্ধিয়া কি দুগ্ধপোষ্য শিশু? তুমি চাওনা যে শত্রুকে আমি সাহায্য করি। আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তুমি স্বেচ্ছায় আমার আদেশ অমান্য করেছ।

রঘুপন্থ। তাহ'লে আমি বলবো, মিথ্যাবাদী আমি নই, আপনি।

সিন্ধিয়া। অস্ত্র নাও। হয় নিজে মর, না হয় আমাকে বধ কর।

রঘুপন্থ। আমি প্রভুর সঙ্গে যুদ্ধ করবো না।

সিন্ধিয়া। তাহ'লে মাথা দিতে হবে বেইমান।

রঘুপন্থ। মাথা দিয়েই আমি প্রমাণ করবো যে আমি বেইমান নই।

সিন্ধিয়া। তাই হোক। ( তরবারি নিষ্কাসন)

খোদাবক্সের প্রবেশ

খোদাবক্স। মহাদাজি সিন্ধিয়া কার নাম ? কে মহাদাজি সিন্ধিয়া ?

সিন্ধিয়া। আমি। কোথা থেকে আসছো তুমি ?

খোদাবক্স। দিল্লী থেকে।

সিন্ধিয়া। কেমন আছেন শাহানশা ? গোলাম কাদের কি সিংহাসন অধিকার করেছে ?

খোদাবক্স। এখনও করেন নি। তবে আর দেরী নেই,—তার সৈন্তরা শহরে পিল পিল ক'রে ঢুকছে। বাদশা আপনার পথ চেয়ে ব'সে আছেন। কি আশ্চর্য্য, আপনি এখনও এপারে ব'সে আছেন ? তাহ'লে আপনি যে কথা দিয়েছেন, তা মিথ্যে ?

সিন্ধিয়া। মিথ্যে নয়। কেমন ক'রে বোঝাবো যে বাদশাকে সাহায্য করবার জন্ত আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। কিন্তু শত্রুরা সেতু ভেঙ্গে দিয়েছে। কি ক'রে পার হবো বলতে পার ?

খোদাবক্স। আমি বুড়ো মানুষ। সাঁতার কেটে নদী পার হয়েছি, আর জোয়ান ব্যাটাছেলে আপনি, সাঁতরে পার হ'তে পারবেন না ?

সিন্ধিয়া। পারবো ; হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারবো।

রঘুপন্থ। একে বর্ষাকাল, তার উপর ওপারে শত্রুরা কামান নিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে আছে, এই বিপদের মধ্যে আপনি সাঁতরে নদী পার হ'তে চান ?

সিন্ধিয়া। উপায় নেই। তোমার মত অকর্ম্মণ্য অনুচর যার, তার জীবনে এমনি বিপদ পদে পদেই আসবে।

রঘুপন্থ। একা ওপারে গিয়ে আপনি করবেন কি?

সিন্ধিয়া। শত্রুর কামান অধিকার করবো।

রঘুপন্থ। তার আগেই কামানের গোলায় আপনার প্রাণ যাবে।

সিন্ধিয়া। প্রাণ দিয়েই আমি বাদশাকে জানিয়ে যাবো যে, মহাদাজি সিন্ধিয়া বিশ্বাসঘাতক নয়।

রঘুপন্থ। যেতে হয়, আমি যাবো কামান অধিকার করতে।

সিন্ধিয়া। এত সঙ্কীর্ণ মন নিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়া যায় না।

রঘুপন্থ। মৃত্যুর সম্মুখীন হ'তে আপনি কি আর আমায় দেখেন নি?

সিন্ধিয়া। দেখেছি তখন, যখন হীরে মাণিক জহরতের লোভ চোখ ধাঁধিয়ে দিত না। আজ লাভের আশা নেই, আছে শুধু মৃত্যুর তাণ্ডব। আমি যদি মরি, যেখানে যা কিছু আছে, সব তুমি নিও। আর যদি কামান অধিকার করতে পারি, আমার বিশ্বস্ত অনুচর যদি কেউ থাকে, সে যেন আমারই পথ অনুসরণ করে।

খোদাবক্স। সর্দ্দার!

সিন্ধিয়া। দিল্লীর রণক্ষেত্রে আমি যদি পৌঁছুতে না পারি, মহামান্য বাদশাকে তুমি ব'লো,—মহাদাজি সিন্ধিয়া বিশ্বাসঘাতক নয়। যাও, শিবিরে বিশ্রাম করগে।

খোদাবক্স। না সর্দ্দার, আমি আগে আগে সাঁতার কেটে যাবো, আপনি আসবেন আমার পেছনে।

সিন্ধিয়া। সে কি? একবার তুমি নদী পার হ'য়ে এসেছ, এই জরাজীর্ণ দেহে আবার বর্ষার নদীতে সাঁতার দেবে?

খোদাবক্স। তাতে আমার কোন কষ্ট হবে না। আমি ভিস্তি-ওয়ালা; জলের সঙ্গে আমার চিরদিনের দোস্তি।

রঘুপন্থ। ভিস্তিওয়ালা! সম্রাট্ তোমাকে পাঠিয়েছেন?

খোদাবক্স। না, আমি নিজেই এসেছি।

সিন্ধিয়া। কে তুমি বৃদ্ধ?

খোদাবক্স। কি আর পরিচয় দেবো? আমি সেই শয়তান গোলাম কাদেরের বাপ।

সিন্ধিয়া। শুনছো রঘুপন্থ? শুনছো? সংসারে মূর্খ শুধু দস্যু সিন্ধে নয়, আরও মূর্খ আছে। শত্রু-মিত্রের বিচার জন্মের হিসাবে হয় না। বিপন্ন সম্রাটের জন্য একটা ভিস্তিওয়ালা যদি তার পুত্রের মৃত্যুকামনা কর্‌তে পারে, তবে আমরা ভদ্রসন্তান ব'লে পরিচয় দিই, আমরা পারবো না পূর্ব্ব শত্রুতা ভুলে যেতে?

রঘুপন্থ। আপনি যাবেন না সর্দ্দার। এ বৃদ্ধ আপনাকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে টেনে নিয়ে যাবে।

খোদাবক্স। তোমার মাথায় ষাঁড়ের গোবর। আমি আগে যাবো, উনি আসবেন পেছনে। গুলি যদি আসেই, আগে আমি মর্‌বো।

রঘুপন্থ। মিথ্যাকথা।

খোদাবক্স। মিথ্যাকথা বলে তোমার মত ভদ্রলোকেরা। আমরা ছোটলোক,—যা বল্‌বো, তা কর্‌বো। চল সর্দ্দার।

সিন্ধিয়া। তোমার যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

খোদাবক্স। আছে। ওপারের সৈন্যদের চালাচ্ছে রহমত; ব্যাটা আমাকে চেনে। গুলি হয়তো নাও ছুঁড়তে পারে। সে হয়তো মনে কর্‌বে, আমি মশায়কে কুসলে নিয়ে যাচ্ছি তাদের সুবিধের জন্যে।

সিন্ধিয়া। তুমি এখনও বাদশার চাকরি কর?

খোদাবক্স। চাকরি না কর্‌লেও মাইনে নিই।

সিন্ধিয়া। এতে তোমার ছেলের অপমান হয় না ?

খোদাবক্স। ছেলে আমার নেই মশায়। ও ব্যাটা গিধ্বোড়ের বাচ্ছা—মাটি ফুঁড়ে গজিয়েছে। নইলে আমি যাকে দিদি বলি, হারামজাদা তাকে বে কর্‌তে চায় ? আমি যদি মরি, সে যেন আমার কবরে মাটি না দেয়। মরার আগে আমি যেন দেখে যেতে পাই যে, সে ব্যাটার এতবড় মানের কেল্লা ধুলোয় মিশে গেছে ; আর সেই মাগী, যে তাকে পেটে ধরেছে, সে যেন না খেয়ে শুকিয়ে এই ছোটলোক ভিস্তিওয়ালার কাছেই ফিরে আসে।

[ প্রস্থান।

সিন্ধিয়া। ছোটলোক তুমি নও বন্ধু। তুমি ভদ্রলোকের মাথার মণি।

রঘুপন্থ। আমি শপথ ক'রে বল্‌তে পারি, এই লোকটা শত্রুর চর।

সিন্ধিয়া। আমিও শপথ ক'রে বল্‌তে পারি, তুমি শুধু মূর্খ নও, মিথ্যাবাদী।

রঘুপন্থ। আপনি কি আমার কোন কথাই গ্রাহ্য কর্‌বেন না ?

সিন্ধিয়া। কথা যদি প্রলাপ না হয়, অবশ্যই গ্রাহ্য কর্‌বো।

[ প্রস্থান।

রঘুপন্থ। আমি বেইমান ! ওঃ—এ কি জ্বালা ! যার জন্য ঘর-সংসার ছেড়েছি, সুখৈশ্বর্য্য দুপায়ে দলেছি, যার মুখের কথায় কতবার মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছি, তার মুখের এই সম্ভাষণ—'বেইমান !' আচ্ছা, তোমায় আমি ভাল ক'রে দেখিয়ে দেবো, কেমন আমি বেইমান।

[ প্রস্থান।

## চতুর্থ দৃশ্য

### গোলাম কাদেরের শিবির

### নসীবনের প্রবেশ

নসীবন। আল্‌মামুন ছোঁড়াটা ক'চ্ছে কি? এখনও রাজ্যটা জয় ক'রে মেয়েটাকে ছিনিয়ে আনতে পারলে না? দেখ দেখি, কবে কোহিনূর এসে পা টিপবে, কবে আমি প্রাণভরে ঘুমুবো? উঃ—পা ছুটো এমন সুড় সুড় করছে। এই বাঁদি, এই,—

### বাঁদীর প্রবেশ

নসীবন। হারামজাদি, থাকিস কোথায়? জানিসনে, এক লহমা পা না টিপলে আমি চোখে সর্ষেফুল দেখি?

বাঁদী। গাল দেন কেন হুজুরাইন?

নসীবন। একশোবার দেবো হারামজাদি। আমি নবাবের মা, তা জানিস নে?

বাঁদী। নবাবের মা হ'লেই কি গাল দিতে হবে নাকি?

নসীবন। আলবৎ, নইলে নবাবের মা হ'য়ে সুখ হ'লো কি? তোরা হ'লি বাঁদী, তোদের আমি গাল দেবো, ঠ্যাঙাবো, ছ্যাঁকা দেবো, কিচ্ছুটি বলতে পাবি না।

বাঁদী। আপনি যখন বাদশার হারেমের বাঁদী ছিলেন—

নসীবন। চোপরাও বেয়াদপ।

বাঁদী। বেশ, আমি চল্‌লুম।

নসীবন। চল্‌লুম বল্‌লেই হ'লো? খাড়া থাক্ শয়তানের বাচ্চা।

বাঁদী। হুজুরাইন মা-বাপ, যা বলেন তাই সই।

নসীবন। বাদশাজাদী আসবে কবে, খবর রাখিস?

বাঁদী। শুনেছি তো আসবে না।

নসীবন। তার বাবা আসবে।

বাঁদী। আজ্ঞে হ্যাঁ, শাহাজাদী বলেছে, তার বাবা এসে আপনাকে নাকি কাণ ধ'রে নিয়ে যাবে।

নসীবন। কি?

বাঁদী। আর শাহাজাদী আপনার চামড়া খুলে মশক বানাবে।

নসীবন। এই কথা বলেছে কোহিনুর?

বাঁদী। বিশ্বাস না হয় বাইজীদের সুধোন না। এই, এই, শুনে যা, হুজুরাইন ডাকছে।

বাইজীগণের প্রবেশ

বাঁদী। বাদশাহাজাদী বলেন নি যে গোলাম কাদেরের মুখে লাথি মারবো আর তার মা-মাগীর চামড়া দিয়ে মশক বানাবো? আর তার বাপ—

নসীবন। কে বাপ? বাপ নেই।

বাঁদী। সেও তাই বলেছে হুজুরাইন। কতবড় বুকের পাটা দেখুন। বলে কিনা, যার বাপ নেই, আমি সেই ভুঁইফোড়কে বিয়ে কর্‌বো না।

নসীবন। আর কি বলেছে?

বাঁদী। বলেছে যে—

বাইজীগণ। গীত

তোমায় মারবে আছাড় ধোপার পাটে।
গলায় বেঁধে শণের দড়ি
বেচবে নিয়ে বাঁদীর হাটে।

ছুটি পয়সা দিলে দাম,
হোক না মেথর তোরাপ আলি, মুদ্দফরাস গঙ্গারাম,
দিয়ে দেবে সোণার পরী,
শুনে লাজে দুঃখে মরি,
কে আর মারবে ঝাঁটা লাথি দিবানিশি বিনে ঘাঁটে।

নসীবন। কোতল করবো, সব কোতল করবো।

[ বাঁদী ও বাইজীদের প্রস্থান।

নসীবন। এত বড় আস্পদ্দা! আমাকে ধোপার পাটে আছাড় মারবে, আমাকে হাটে বেচবে মেথরের কাছে। আমি ওর মুখে কঁ্যাৎ কঁ্যাৎ ক'রে লাথি মারবো, তবে আমি নবাবের মা।

জাফরের প্রবেশ

জাফর। নবাব সাহেব কোথায়?

নসীবন। কোতল করবো।

জাফর। তোকে কোতল করবো?

নসীবন। চোপ্‌রাও কমবক্ত্‌।

জাফর। ইয়ারকি মারিস নি। নবাবকে ডেকে দে।

নসীবন। কে তুই?

জাফর। আমি যেই হই না, তুই কে?

নসীবন। আমি নবাবের মা।

জাফর। ফাজলামো করিস নি বাঁদি।

নসীবন। কি? আমি বাঁদী? কোতল করবো ব্যাটাকে।

জাফর। মাগী তো বড় জ্বালাতন করলে দেখছি। তুই নবাবকে ডাকবি কি না?

নসীবন। কি দরকার নবাবকে ? আমাকে বল্। বল্ছিতো আমি নবাবের মা।

জাফর। আমিও তো বল্ছি. তুই মামদো পেত্নী, শ্যাওড়া গাছে থাকিস, যুদ্ধের কথা শুনে হাড় চিবুতে নেমে এসেছিস।

নসীবন। আয় তবে তোর হাড়-পাঁজরা চিবিয়ে খাই।

জাফর। ও বাবা, নোলা দিয়ে জল পড়ছে যে। দোহাই পেত্নীসাহেবা, আমার হাড়ে কিচ্ছু রস নেই। তুমি বরং বোঁ ক'রে বাদশার হারেমে যাও। সেখানে শাহাজাদী কোহিনুর আছে; তার হাড় মুরগীর মত নরম, আর মাংস বাঁদরের পশ্চাৎভাগের মত লাল। হে কোদালদাঁতি, তুমি তাকে আহার কর, তোমারও সুখ হবে, আমারও পিঠের ব্যাথাটা মর্বে।

নসীবন। কোহিনুর তোকে পাঠিয়েছে ?

জাফর। খোদার কসম, এগিও না বিবি। দূর থেকে দেখেই আমার পেটে মোচড় দিচ্ছে, কাছে এলে যা তা হ'য়ে যাবে।

নসীবন। ব্যাটাকে চড়িয়ে দেবো নাকি ?

জাফর। দূর থেকে চড় ছুড়ে মার। কাছে এস না। বাপ্ স্, এতক্ষণে বুঝেছি, গোলাম কাদের কোন্ অস্ত্র দিয়ে এত যুদ্ধ জয় করে। শত্রুর পালের মধ্যে পেত্নী ছেড়ে দেয়, আর সব ব্যাটা গোলমাল ক'রে নিজের মাথা নিজে কাটে।

নসীবন। নাঃ, তোর মরণ ঘনিয়েছে।

জাফর। অমন কথা ব'লো না বিবি। ঘরে আমার তৃতীয় পক্ষের জরু, আমি ম'লে তাকে পাঁচশালা শকুনের মত ছেঁকে ধর্বে। নইলে তোমার পেটে যেতে আমার আপত্তি ছিল না। দোহাই, খোদার কসম—

গোলাম কাদেরের প্রবেশ

গোলাম। তুমি এখানে কেন মা? রহমত কোথায়? এ আবার কে?

নসীবন। তা কি মড়া কিছুতেই বলবে? গর্দ্দান না নিলে বল্‌বে না।

জাফর। ও বাবা, এ যে আরও সাংঘাতিক দেখছি। ইস্‌, ভূতের কথা কেতাবে পড়েছি, সে যে এমন ভয়ানক, তা কি জানি?

গোলাম। তুমি এখানে এলে কি ক'রে?

জাফর। আমি আসিনি মামদো মিঞা, এই পেত্নীসাহেবা আমাকে বাড়ী থেকে কামড়ে উড়িয়ে এনেছে।

গোলাম। ( জাফরের গালে চড় মারিলেন ) শয়তান!

জাফর। বাপ্‌,—পানি! ( বসিয়া পড়িল )

নসীবন। নবাবের কাছে কি কথা তোর, বল্‌। ( কাণ ধরিয়া তুলিল )

জাফর। কথা হ'চ্ছে এই যে আমি এখন আসি।

গোলাম। কোথা থেকে আস্‌ছো তুমি?

নসীবন। বাদশার হারেম থেকে। ব্যাটা গোয়েন্দা। মার ব্যাটা শয়তানকে। ( চপেটাঘাত )

জাফর। আর চড় আছে? এতে বেশ সুখ হ'লো না।

গোলাম। বল, কি কথা তোমার।

জাফর। নবাব কই?

গোলাম। আমিই নবাব গোলাম কাদের।

জাফর। আপনি! বাঃ,—এ নইলে নবাব! ও আমি চড়ের বহর দেখেই বুঝে নিয়েছি। শাহাজাদীর বরাত ভাল। ইনি বুঝি আপনার মা? সেলাম বিবি। আমি ছেলেমানুষ, বেয়াদপি মাফ কর্‌বেন। নবাব সাহেবের বাবাকে একবার দেখতে পাইনে?

নসীবন। বাপ নেই, শুধু মা।

জাফর। বুঝেছি বিবি, আর বল্‌তে হবে না।

গোলাম। যাও মা, ভেতরে যাও, যখন তখন বাইরে এস না।

নসীবন। শাহাজাদী এলো ?

গোলাম। সময় হ'লেই আসবে।

নসীবন। সাতদিনের মধ্যে তাকে চাই বাপু, নইলে তোমার তাঁবু আমি আগুন দিয়ে পোড়াবো।

[ প্রস্থান।

জাফর। ( স্বগত ) ইস্‌, মাগীর কি রূপ !

গোলাম। তোমাকে পাঠিয়েছেন শাহজাদা আকবর, নয় ?

জাফর। কে বল্‌লে ?

গোলাম। বাদশাহী বংশের মানুষগুলো ছোবল মারতে না পারলেও ফোঁস করতে জানে। শাহজাদা আকবর ছাড়া আর কারো দূত কিল খেয়ে কিল চুরি কর্‌তো না।

জাফর। আজ্ঞে, শাহজাদা আকবর বলেছেন—

গোলাম। যে মান যাক্‌, প্রাণটা থাকলেই হ'লো। দিল্লীর মসনদের যোগ্য অধিকারী বটে।

জাফর। আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি দেখে নেবেন, এমন বাদশা হয় না।

গোলাম। না দেখেই বুঝেছি। তাঁর প্রস্তাবটি কি, বল।

জাফর। আপনাকে ভগ্নীদান কর্‌তে তাঁর আপত্তি নেই।

গোলাম। বাধিত হ'লুম। প্রতিদানে দিল্লীর মসনদটা তার জন্য রেখে যেতে হবে, কেমন ?

জাফর। আপনার বুদ্ধি আছে দেখছি। না বল্‌তেই বেশ বুঝে ফেলেছেন।

গোলাম। আমার একটা চোখ ভেতরে আছে কিনা। কিন্তু আমি বুঝতে পাচ্ছি না মিঞা, যে ভগ্নীর উপর শাহজাদার কোন আধিপত্য নেই, তাকে তিনি আমায় দেবেন কি ক'রে ?

জাফর। তিনি দেবেন কেন ? আপনি নিয়ে নেবেন।

গোলাম। তবে শাহজাদা কি করবেন ?

জাফর। তিনি তাঁর দশহাজার সৈন্য নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবেন।

গোলাম। এই মহৎকাজের পুরস্কারস্বরূপ সিংহাসনটি তাঁর চাই ?

জাফর। আজ্ঞে হ্যাঁ। আর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যদি দিল্লী আক্রমণ করে, আপনাকে আমাদের সাহায্য করতে হবে।

গোলাম। আর বাদশার কি করবো ?

জাফর। তাকে আর ছোট শাহজাদাকে মেরে ফেলবেন।

গোলাম। ঠিক, ঠিক, মোগল রাজবংশের এই তো রীতি। হ্যাঁ হে মিঞা, বাঙলার মীরজাফর কি দিল্লীতে এসেছে ?

জাফর। কই, না তো।

গোলাম। এসেছে, দিল্লীর হারেমে ব'সে সে ছুরি শানাচ্ছে। বাদশা মরবে, শাহজাদা হোসেন মরবে, কোহিনূরকে ভেঙ্গে হাজার টুকরো করবে। করুক, তাতে আমার কি ? যারা চোখ থাকতে অন্ধ, মরতেই তারা জন্মেছে। আমি ছেড়ে দিলেও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গলা টিপে ধরবে। যাও দূত, শাহজাদা আকবরের এই নিষ্ক্রিয় সাহায্য আমি গ্রহণ করলুম।

জাফর। কথাটা কিন্তু—

গোলাম। গোপন থাকবে।

জাফর। যুদ্ধ জয় ক'রেই—

গোলাম। আমি কোহিনূরকে নিয়ে চ'লে যাবো।

জাফর। অবশ্য শাহজাদা আপনাকে—

গোলাম। যৌতুক দেবেন। কি যৌতুক, কিছু বলেছেন ?

জাফর। যা আপনি চান।

গোলাম। আচ্ছা যাও, আমি রাজি। এই মুহূর্ত্তেই উড়ে গিয়ে তাকে সংবাদ দেবে, বুঝলে ?

জাফর। মিঞাকে দেখতে বেশ জুতসই না হ'লেও বুদ্ধিশুদ্ধি বেশ। তা আপনার ভালই হ'লো। রাজ্যিপাট নিয়ে আর কি হবে ছাই ? কোহিনুরকে বিয়ে কর্‌লে পাঁচ বছরে বংশের আলকাতরার ছোপ উঠে যাবে। চড় মেরেছেন, তাতে বিশেষ দুঃখু নেই, কিন্তু গালে আলকাতরা লাগলো কিনা, তাই ভাবছি।

গোলাম। আচ্ছা, সেলাম।

জাফর। সেলাম। ( স্বগত ) ওঃ, কোহিনুরের পাশে কাণা শালাকে যা মানাবে। দোহাই খোদা, কাঁথা বেচে পীরের দরগায় সিন্নি দেবো ; হারামজাদীর তেজটা যেন ভাঙ্গে। [ প্রস্থান।

গোলাম। এ জাত আবার উঠবে ! রক্তে এদের বেইমানির বীজ কিলবিল ক'চ্ছে। এরা মর্‌বে, ভারতের পবিত্র গুলবাগে বসরাই গোলাপ ফোটাতে হ'লে এদের ধ্বংস চাই।

গীতকণ্ঠে দরবেশের প্রবেশ

দরবেশ। গীত

পালক যদি গজিয়ে থাকে, পিপীলিকা, উড়ে যা।
মরণ তোরে ডেকে [illegible], দুহাতে বিষ গুলে খা।
নিখাদ সোনা ভাবলি যারে,
নেশার চোখে অন্ধকারে,
সোনা সে নয়, অগ্নিশিখা, ওরে পাগল, ফিরে চা।

সামনে পাশে কবর খোঁড়া,
ছোটাস নে তোর মত্ত ঘোড়া,
কাক শকুনে ছিঁড়ে খাবে, দেবে না কেউ ডাকলে মা।

গোলাম। আমি তো বলেছি আলি আসান, বিবাদ আমি করতে চাই না, বাদশা আমাকে কন্যাদান করলেই চ'লে যাবো।

দরবেশ। নইলে দেশটাকে জাহান্নমে দেবে?

গোলাম। জাহান্নমে যেতে বাকী আছে আলি আসান?

দরবেশ। যতই অপদার্থ হোন বাদশা, তোমারই তো দেশবাসী। এই দুঃসময়ে ঘরোয়া বিবাদ সাজে না কাদের। বাঙলা থেকে হেষ্টিংস্ দিল্লীর দিকে চেয়ে আছে।

গোলাম। গোলাম কাদের হেষ্টিংস্ বা তার মুষ্টিমেয় বানর-বাহিনীকে ভয় করে না।

দরবেশ। শক্তির অহঙ্কারে আগুনে ঝাঁপ দিও না কাদের, মরবে। তুমি আমার বাল্যবন্ধু, তোমার উন্নতিতে আমার বুকটা দশহাত ফুলে ওঠে। কিন্তু সাবধান, অ্যায়সা দিন নেহি রহে গা। [ প্রস্থান।

গোলাম। অ্যায়সা দিন নেহি রহে গা। জানি। পথে আমি জন্মেছি, পথেই হয়তো ফিরে যাবো; তবু যতক্ষণ শক্তি আছে, ততক্ষণ দাম্ভিকের দম্ভ আমি সহ্য করবো না।

রহমতের প্রবেশ

রহমত। জাঁহাপনা। সিন্ধে আসছে।

গোলাম। কেমন ক'রে পার হ'লো?

রহমত। সাঁতার দিয়ে।

গোলাম। গুলি করতে পারলে না?

রহমত। পারতুম, কিন্তু তার ঠিক আগেই ছিলেন আপনার পিতা। গুলি করলে তাঁকেও মারতে হ'তো।

গোলাম। তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে তোমাকে আমি হুকুম দিয়েছিলুম?

রহমত। জাঁহাপনা!

গোলাম। কোথায় তারা?

রহমত। তারা আমাদের কামান অধিকার করেছে।

গোলাম। বেশ করেছে। তুমি গিয়ে কামানের মুখে বুক পেতে দাও। মূর্খ, অকর্ম্মণ্য, বুদ্ধির দোষে তুমি কতবড় ক্ষতি করেছ জান? সিন্ধে যদি একবার দিল্লীর রণক্ষেত্রে পৌঁছুতে পারে, আমাদের এত আয়োজন সব পণ্ড ক'রে দেবে।

রহমত। তার সৈন্যেরা এখনও ওপারেই আছে জনাব।

গোলাম। গিয়ে দেখ, এতক্ষণে তারা পৌঁছে গেছে।

রহমত। তাহ'লে আমি এখন কি করবো?

গোলাম। গলায় দড়ি দেবে।

রহমত। আপনার পিতা—

গোলাম। আমার পিতা হ'লেও তিনি বাদশার ভৃত্য। বাদশার সঙ্গে তাঁকেও কবরে যেতে হবে।

রহমত। আমি তা বুঝতে পারিনি জনাব। আমি মনে করেছিলুম, মসনদের চেয়ে পিতার মূল্য বেশী। এখন দেখছি, বুড়ো বাপ আর মরা ছাগলের একই দাম।

গোলাম। রহমত!

রহমত। রহমত স্পষ্ট কথা বলতে পীরকেও ভয় করে না।

[ প্রস্থান।

গোলাম। কৈ হায়?

আল্‌মামুনের প্রবেশ

আল্‌মামুন। বান্দার সেলাম পৌঁছে জনাব।

গোলাম। কি হয়েছে?

আল্‌মামুন। আপনি কি শাহজাদা আকবরের সঙ্গে সন্ধি করেছেন?

গোলাম। হ্যাঁ আল্‌মামুন। তিনি যুদ্ধ কর্‌ছেন না তো?

আল্‌মামুন। না জনাব। দশহাজার সৈন্য নিয়ে তিনি নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

গোলাম। তবু তুমি এখনও যুদ্ধ জয় কর্‌তে পারলে না?

আল্‌মামুন। বোধহয় পারবো না জাঁহাপনা!

গোলাম। পারবে না! তুচ্ছ বাদশাহী সৈন্য, তার অধিনায়ক একটা মাতাল অপরিণত যুবক,—দশহাজার শত্রুসৈন্য নিষ্ক্রিয় হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে, তবু বিখ্যাত বীর আল্‌মামুন যুদ্ধ জয় কর্‌তে পারবে না!

আল্‌মামুন। না।

গোলাম। কারণ?

আল্‌মামুন। অন্যায় যুদ্ধ আমি কখনো করিনি জনাব। গোপনে শত্রুর শক্তিহরণ ক'রে যুদ্ধ করার অভ্যাস আমার নেই। শাহজাদা আকবরকে আপনি সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে স'রে যেতে বলুন। আমাকে যদি যুদ্ধ কর্‌তে হয়, কামানের সামনে কোন গোপন বন্ধুকে রেহাই দেবো না।

গোলাম। সন্ধিটাই যে গোপনীয়।

আল্‌মামুন। কি সর্ত্তে সন্ধি করেছেন জনাব।

গোলাম। যুদ্ধ জয় ক'রে কোহিনূরকে নিয়ে আমি চ'লে যাবো। মসনদ থাকবে শাহজাদার জন্য।

আল্‌মামুন। এ সর্ত্ত আপনি কর্‌তে পারলেন?

গোলাম। কেন পারবো না ?

আল্‌মামুন। তাহ'লে যুদ্ধের কি প্রয়োজন ?

গোলাম। প্রয়োজন কোহিনুর।

আল্‌মামুন। কোহিনুর সহস্র মাণিক দিয়ে তৈরী হ'লেও নবাব গোলাম কাদেরের কাছে তার মূল্য নেই।

গোলাম। এ তুমি বল্‌ছো কি নির্ব্বোধ ? অমন সৌন্দর্য্য দেখে কে না মুগ্ধ হয় ?

আল্‌মামুন। দুনিয়ায় এমন নারী নেই, যার সৌন্দর্য্য আপনাকে মুগ্ধ কর্‌তে পারে।

গোলাম। তবে আমি শাহাজাদীকে চেয়েছি কেন ?

আল্‌মামুন। ও আপনার ছলনা।

গোলাম। ছলনা !

আল্‌মামুন। আপনি চান দিল্লীর মসনদ। বাদশা আপনাকে কন্যা দেবেন না জেনেই আপনি তাঁকে দাবী করেছেন। আর এও সত্য যে, কোহিনূরকে পেলেও আপনি তাকে বিবাহ কর্‌বেন না।

গোলাম। তোমাকে দিয়ে দেবো ?

আল্‌মামুন। জাঁহাপনা, আমরা সাধারণ মানুষ। কিন্তু আপনি তো সাধারণ নন। আপনার সঙ্গে কত যুদ্ধ আমি করেছি, কখনও অন্যায় যুদ্ধ কর্‌তে দেখিনি। এই জন্যই আপনি এত দুর্ব্বার। এইবার আপনার অনিবার্য্য পরাজয় !

গোলাম। তুমি থাকতে ?

আল্‌মামুন। আমি কে জাঁহাপনা ? আপনাকে এতকাল জয়ী করেছে আপনার ধর্ম্মবল। আজ যখন ধর্ম্মবল গেছে, আর আপনার কিছুই থাকবে না।

গোলাম। তুমি নির্ব্বোধ। গোলাম কাদের পরাজয় কাকে বলে, জানে না। যাও, অধর্ম্ম যুদ্ধটা আমিই করবো, তুমি সিন্ধের গতিরোধ কর। মাত্র তিনদিন তাকে আটক রাখ, এরি মধ্যে আমি প্রাসাদ অধিকার করবো।

আল্‌মামুন। সেলাম জাঁহাপনা। কিন্তু খুব সাবধান। আপনি যাকে মাতাল ব'লে উপহাস ক'চ্ছেন, আমি তার মত যোদ্ধা ভারতে আর দেখিনি। নবাব গোলাম কাদের দিগ্বিজয়ী হ'লেও তার কাছে শিশু।

গোলাম। তুমি সিন্ধের কথা ভাব।

আল্‌মামুন। দশটা সিন্ধে একাধারে দেখে এলুম জাঁহাপনা। একটা সিন্ধেকে আমি ভয় করি না। তবে সবই নিষ্ফল। আপনি নিজেই নিজের কবর খনন করেছেন। সেলাম জাঁহাপনা।

[ প্রস্থান।

গোলাম। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছি। কিন্তু আর উপায় নেই। এ বিষ হজম করতেই হবে। খোদা, শক্তি দাও।

[ প্রস্থান।

# তৃতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

শিবির

আকবরের প্রবেশ

আকবর। ব্যস্, কেল্লা ফতে। আর দু'দিনের মধ্যেই আমি হবো দিল্লীর বাদশা। তারপর—

হোসেনের প্রবেশ

হোসেন। তারপর কি দাদা? তারা আমাকে হত্যা করবে, পিতাকে বন্দী করবে, দিল্লীর গুলবাগিচার সুগন্ধি গোলাপ কোহিনূরকে নিয়ে ডঙ্কা বাজিয়ে চ'লে যাবে, আর তুমি মহানন্দে বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবে?

আকবর। এ তুমি বল্‌ছো কি হোসেন? আমি জীবিত থাকতে পিতাকে বন্দী করবে!

হোসেন। তুমি কি জীবিত আছ শাহজাদা আকবর?

আকবর। কেন, মৃতের লক্ষণ কি দেখলে?

হোসেন। বাছাই বাছাই দশহাজার সৈন্য নিয়ে রণস্থলে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকা কি জীবিতের লক্ষণ?

আকবর। একসঙ্গে সমস্ত সৈন্যদের হয়রাণ ক'রে ভবিষ্যতের জন্য কোন সঞ্চয় না রাখা বুদ্ধিমানের রণনীতি নয়। সময় হ'লেই দেখবে, আমার সৈন্যরা শত্রুসৈন্যের উপর বাঘের মত লাফিয়ে পড়েছে।

হোসেন। কবে আসবে সে শুভদিন?

আকবর। যখন তোমার সৈন্তরা অবসন্ন হ'য়ে পড়বে।

হোসেন। সেদিন কি এখনো আসেনি নিষ্ঠুর? আমার অর্দ্ধেক সৈন্য প্রাণপণে যুদ্ধ ক'রে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে, বাকী যারা আছে, তারাও ভগ্নোদ্যম হ'য়ে পলায়নের সুযোগ খুঁজছে। বল, বল হে দিল্লীর ভাবী সম্রাট্, হে বুদ্ধিমান্ রণবিশারদ! এখনো কি তোমার কামান দাগার সময় হয়নি? মৃত্যু এসে একে একে সবাইকে গ্রাস ক'চ্ছে, এখনো তুমি দশহাজার সৈন্য নিয়ে রণক্ষেত্রে তামাসা দেখতে চাও?

আকবর। অনধিকারচর্চ্চা ক'রো না হোসেন। আমি তোমার অধীনস্থ সৈন্যাধ্যক্ষ নই।

হোসেন। অধীনস্থ নও ব'লেই তোমায় অনুরোধ করতে এসেছি। নইলে তোমার মাথাটা নিয়ে এতক্ষণ বাদশাকে উপহার দিতুম।

আকবর। হোসেন!

হোসেন। চেয়ে দেখ ভাই, শত্রু দাঁত বার ক'রে হাসছে, গোলাম কাদের জয়োল্লাসে নৃত্য করছে। তুচ্ছ সৈনিকেরা পর্য্যন্ত বাদশাকে উপহাস ক'চ্ছে। এ অপমান কার? শুধু বাদশার, না আমাদেরও?

আকবর। বাদশা যদি অপমান ডেকে আনেন, আমি তার কি করবো?

হোসেন। অপমান তিনি ডেকে আনেন নি, এনেছ তুমি। তিনি মালিক, শত্রুকে যুদ্ধে ডেকে আনা না আনা তাঁর ইচ্ছা। তুমি হুকুমের গোলাম, তাঁর হুকুম তামিল করবে। শত্রুর সঙ্গে গোপনে সন্ধি করবার তুমি কে?

আকবর। সন্ধি করেছি?

হোসেন। নিশ্চয়ই করেছ।

আকবর। তুমি মিথ্যাবাদী।

হোসেন। হে সত্যবাদি মহাপুরুষ, গোলাম কাদেরের কামানের মুখটা কেন একবারও তোমার দিকে ঘুরলো না। আমার সাতহাজার সৈন্য অবিশ্রাম যুদ্ধ ক'রে রণক্ষেত্রে ঘুমিয়ে রইলো, আর তোমার একটা সৈন্যও কেন মৃত্যুর মুখ দেখলো না? বল, জবাব দাও।

আকবর। জবাব সম্রাটের কাছেই দেবো।

বাহাদুরের প্রবেশ

বাহাদুর। তাই দেবে এস। ( আদেশপত্র প্রদান )

আকবর। কি এ?

বাহাদুর। সম্রাটের হুকুমনামা।

আকবর। কিসের হুকুম?

বাহাদুর। এই মুহূর্ত্তে রণস্থল ত্যাগ ক'রে তাঁর কাছে জবাব দিতে যেতে হবে।

আকবর। রণস্থল ত্যাগ করবো?

বাহাদুর। তার আগে অস্ত্র ত্যাগ করতে হবে।

আকবর। কারণ?

বাহাদুর। কারণ তুমি রাজদ্রোহী।

আকবর। কে বলেছে?

বাহাদুর। আমিই বলেছি বাবা! বলেছি,—"হে সম্রাট্, আপনার কনিষ্ঠ পুত্র বুকের পাঁজর দিয়ে যে জয়স্তম্ভ গ'ড়ে তুলেছিলেন, আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র বেইমানির আঘাতে তাকে ধূলিসাৎ কচ্ছেন। ভাইয়ের অধীনে যুদ্ধ করতে যার অপমান হয়েছিল, আপনার সেই গুণবান্ পুত্র ভিস্তি-ওয়ালার ছেলের পায়ে ধ'রে সন্ধি করেছেন।

আকবর। আমি তোর মাথাটা উড়িয়ে দেবো শয়তান। ( অসি নিষ্কাশন )

বাহাদুর। আমিও তোমায় গুলি করবো বেইমান। ( পিস্তল বাগাইল )

হোসেন। ক্ষান্ত হও। এ দুঃসময়ে আত্মকলহে শক্তি ক্ষয় ক'রো না। দাদা, যা করেছ, করেছ ; এখনও হয়তো সময় আছে। ছিঁড়ে ফেল সন্ধিপত্র, উগরে ফেল সন্দেহের বিষ। যুদ্ধে যদি জয় হয়, সিংহাসন তোমারই থাকবে, আমি সিপাহশালার ব'লে কোন পুরস্কার দাবী করবো না। ওই দেখ, পঙ্গপালের মত শত্রুসৈন্য ছুটে আসছে। কামানের মুখ ঘুরিয়ে দাও। সৈন্যদের হুকুম দাও। আমাকে যদি অবিশ্বাস হয়, আমিই হবো তোমার কামানের প্রথম বলি। দাদা,—( নতজানু )

বাহাদুর। বাবা,—( নতজানু )

আকবর। বেরিয়ে যাও শয়তানের দল।

[ উভয়কে পদাঘাত করিয়া প্রস্থান।

বাহাদুর। হুকুম দাও সিপাহশালার, আমি এই বেইমানকে হত্যা করবো।

হোসেন। না বাহাদুর, যতই অপরাধী হোন, উনি তোমার পিতা, আমার বড়ভাই।

বাহাদুর। তাহ'লেও বেইমান।

হোসেন। রক্তের দোষ বাহাদুর। মোগল বাদশাহী বংশ চিরকাল বাপভাইয়ের সঙ্গে এমনি ক'রে বেইমানি করেছে। এইজন্যই এতবড় বিশাল সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মত বাতাসের ভর সইলো না। দুশো বেগম যার, তার সন্তানেরা কখনও পরস্পরকে ভালবাসতে পারে না, বাপকে শ্রদ্ধা করতে শেখে না। যদি বেঁচে থাকিস বাহাদুর, মনে রাখিস বহুবিবাহ অকালমৃত্যুর সোপান।

বাহাদুর। চাচা,—

হোসেন। চ'লে যা বাহাদুর। আমি জানি, জয় আমাদের হবে না। সম্রাটকে গিয়ে বল্, আর আশা নেই। তোদের নিয়ে তিনি যেন দিল্লী চ'লে যান।

বাহাদুর। আমি যাবো না। তুমি যদি মর, আমি তোমার পাশে দাঁড়িয়ে মরবো।

হোসেন। পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে কর্‌তে হবে বালক। দিল্লীর মসনদ যদি তোমার পিতা অধিকার করেন, তুমি সময় বুঝে তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিও। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শ্যেনদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। সাবধান, বাহাদুর, সাবধান।

বাহাদুর। চাচা!

হোসেন। যাও বাহাদুর! কোহিনূরকে দেখো।

বাহাদুর। আমি কি তোমার কোন উপকার কর্‌তে পারি না সিপাহশালার?

হোসেন। পার। শত্রুরা এখনও একটুও দূরে আছে। এই সময় খোদাকে একবার ডাক বাহাদুর! বল, হে দীন-দুনিয়ার মালিক, বহু অপরাধে অপরাধী আমরা, শাস্তি আমাদের প্রাপ্য। তবু তুমি অহেতুক কৃপাসিন্ধু; তাই তোমার করুণার দ্বারে ভিখারী আমরা, তোমার দোয়া দাবী কর্‌ছি।

বাহাদুর। গীত

মরণ-জলধি-তীরে!
তোমার শরণ, করিনু বরণ, আসি আজি আঁধিনীরে।
অকূল সাগর সম্মুখে ওগো,
সাথে নাহি কোন যাত্রী,
জলভরা চোখে এসেছে নামিয়া, আলোহীন অমা-রাত্রি,

আজি কেহ নাই, শুধু তুমি আমি,
ক্ষম অপরাধ নিখিলের স্বামী,
আমার জীবনে দিও হে জীবন শ্যামা মোর জননীরে।

হোসেন। কাঁদিস নে বাহাদুর। এ যুদ্ধ এখানেই শেষ নয়। সিন্ধে আসবেন, অযোধ্যার নবাব সৈন্য পাঠাবেন, গোটা মারাঠা শক্তি আমাদের সহায় হবে। এ অন্ধকার একদিন কেটে যাবে। যাও প্রিয়তম।

বাহাদুর। যাচ্ছি। খোদার দোহাই, ইচ্ছে ক'রে মৃত্যুবরণ ক'রো না। [ প্রস্থান।

হোসেন। একটা বাজ পড়ে না? একটা প্লাবন আসে না? খোদা, বেইমানকে শাস্তি দিতে তোমারও কি ঘৃণা হ'চ্ছে? আয়, ওরে কে আছিস বাদশার বিশ্বস্ত সৈনিক, আমার সঙ্গে কবরে যাবি আয়।

মেহেদীর প্রবেশ

মেহেদী। কেউ নেই শাহজাদা, বেগতিক বুঝে সবাই পালিয়েছে; একটা সৈন্যও ফিরলো না।

হোসেন। পালিয়ে গেল? যারা ছিল, তারাও রইলো না? বাদশার নুনের দাম কেউ দিলে না মেহেদি?

মেহেদী। বাদশার বড়ছেলে যেখানে নেমকহারাম, সেখানে অন্যের অপরাধ কি শাহজাদা?

হোসেন। তুই তবে এলি কেন?

মেহেদী। আপনার সঙ্গে মরতে এলুম।

হোসেন। উজির, নাজির, আমীর, ওমরাও—সবাই নিজের প্রাণ নিয়ে গা ঢাকা দিলে, আর তুই মূর্খ মরতে এলি যুদ্ধক্ষেত্রে?

মেহেদী। তারা তো যুদ্ধের জন্য চাঁদা দেয়নি শাহজাদা। আমি দিয়েছি ; এ যুদ্ধ শুধু বাদশার নয়, আমারও।

হোসেন। কি আশ্চর্য্য সৃষ্টি তোমার খোদা! দুনিয়ার গুলবাগে আকবর আর গোলাম কাদেরের মত কাঁটাগাছও তুমি রেখেছ, আবার মেহেদী, বাহাদুরের মত গোলাপও ফুটিয়েছে। মেহেদি,—

মেহেদী। কেন মেহেরবান?

হোসেন। ভৃত্য ব'লে, কাঙ্গাল ব'লে কত হেনস্তা তোকে করেছি ; আজ দেখছি, তোর মত আত্মীয় আমাদের আর কেউ ছিল না। দিন আর আসবে না,—তোর এ মহত্ত্বের পুরস্কার দিতে খোদাকেই আমি ব'লে যাবো।

মেহেদী। চোখ মুছে ফেলুন শাহজাদা। গোলাম কাদের আসছে।

হোসেন। কোহিনূরকে রক্ষা করা হ'লো না। পিতার মৃত্যুর সূচনা ক'রে গেলুম। দেখি, ওই নেমকহারাম দশহাজার সৈন্যের চোখ ফোটাতে পারি কিনা। আয়, মেহেদি, আয়, আর কিছু না পারি, ওই কামানটা অধিকার কর্‌বো।

[ উভয়ের প্রস্থান।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

### প্রান্তর

### সিন্ধিয়ার প্রবেশ

সিন্ধিয়া। এ কি হ'লো? তিনদিনের মধ্যেও আমি নগরে প্রবেশ করতে পারলুম না? গোলাম কাদের হয়তো যুদ্ধ জয় ক'রে প্রাসাদ অধিকার করেছে। দুর্দ্ধর্ষ আল্‌মামুনকে হটিয়ে দিতে আরও এক সপ্তাহ লাগবে দেখছি। এখন উপায়?

### খোদাবক্সের প্রবেশ

খোদাবক্স। সর্ব্বনাশ হয়েছে মারাঠা, যুদ্ধ শেষ।

সিন্ধিয়া। যুদ্ধ শেষ! এরই মধ্যে। শাহজাদা হোসেন?

খোদাবক্স। বোধহয় নেই।

সিন্ধিয়া। হোসেন নেই! কে মারলে খোদাবক্স?

খোদাবক্স। তার ভাই।

সিন্ধিয়া। শাহজাদা আকবর! কেন? কেন?

খোদাবক্স। দশহাজার বাছাই বাছাই সৈন্য নিয়ে এই নেমকহারাম কাদেরের সঙ্গে শলা ক'রে ঠায় দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছিল। সিপাহশালার হোসেন খাঁর যখন আর একটা সৈন্যও ছিল না, তখন মরিয়া হ'য়ে তিনি ভাইয়ের কামান ছিনিয়ে নিলেন। তাঁকে দেখে দশহাজার সৈন্য বাদশার জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলো। সেই সময়, কি বলবো সর্দ্দার, শাহজাদা আকবরের বন্দুকের গুলি তাঁকে মাটিতে শুইয়ে দিলে। যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেল।

সিন্ধিয়া। কেঁদো না খোদাবক্স। সিন্ধে যাচ্ছে।

খোদাবক্স। কাদের যে এতক্ষণ হারেমে পৌঁছে গেল সর্দ্দার।

সিন্ধিয়া। বাদশা কি একটা দিনও প্রাসাদ রক্ষা করতে পারবেন না ?

খোদাবক্স। এক লহমাও নয়।

সিন্ধিয়া। তাহ'লে উপায় ? একদিকে আল্‌মামুন, আর একদিকে রহমত পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। আমার সহায় মাত্র পঞ্চাশহাজার সৈন্য ; এই মুহূর্ত্তে আমি কেমন ক'রে শত্রুব্যূহ ভেদ করবো খোদাবক্স ?

খোদাবক্স। তা আমি জানি না সর্দ্দার। কথা যখন দিয়েছেন, আপনাকে উড়ে যেতে হবে। মহাদাজি সিন্ধিয়া ইচ্ছে করলে সব পারেন।

সিন্ধিয়া। কি ক'রে পারবো বল।

খোদাবক্স। তা আমি জানি না। আপনি ভগবানকে ডাকুন, আমি খোদাকে ডাকি।

সিন্ধিয়া। ভগবান্, পথ ব'লে দাও।

খোদাবক্স। খোদা, পথ ব'লে দাও।

## গীতকণ্ঠে মুসাফিরের প্রবেশ

মুসাফির।　　　　গীত

ও মুসাফির !
লড়তে যখন হবেই জোর, কিসের বাধা, আঁধার ঘোর ?
থাক্‌না পাহাড় কাঁকর কাঁটা, থাক্‌না প'ড়ে সিন্ধুনীর।
চালিয়ে দে তোর মনের রথ,
চলার বেগে ফুটবে পথ,
পাহাড় নদী রাস্তা দেবে, ভয় কি, রাখিস উচ্চে শির।

[ প্রস্থান।

সিন্ধিয়া। দূরে মাঠের মধ্যে কালো কালো কি দেখা যাচ্ছে খোদাবক্স?

খোদাবক্স। গয়লাদের মোষ চর্‌ছে।

সিন্ধিয়া। এত রাত্রে! সংখ্যায় কত হবে?

খোদাবক্স। প্রায় পঞ্চাশ।

সিন্ধিয়া। পথ পেয়েছি খোদাবক্স। আমার তাঁবুর মধ্যে মোমবাতি আছে। মহিষের শিঙে বেঁধে জ্বালিয়ে দাও।

খোদাবক্স। তারপর?

সিন্ধিয়া। তারপর দশজন সৈন্য দিয়ে পেছন থেকে তাড়া দাও। শত্রুরা মনে কর্‌বে আমরাই পালিয়ে যাচ্ছি। তারা পেছনে পেছনে ছুটবে; আমরা নক্ষত্রের বেগে এগিয়ে যাবো।

খোদাবক্স। এখনি যাচ্ছি সর্দ্দার। কি আর বল্‌বো? সব যায় যাক; শাহজাদী যেন কাদেরের হাতে না পড়ে।

[ প্রস্থান।

সিন্ধিয়া। রঘুপন্থ এলো না। লুণ্ঠিত ঐশ্বর্য্য নিয়ে সে বোধহয় বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। সিন্ধে মরেনি। তার সঞ্চিত অর্থ বিলাসীর ভোগের জন্য নয়, দীন-দরিদ্র দেশবাসীর জন্য। রঘুপন্থ, দু'দিন আরামে ঘুমিয়ে নাও।

মেহেদীর প্রবেশ

মেহেদী। মহাদাজি সিন্ধিয়া।

সিন্ধিয়া। কে তুমি বালক?

মেহেদী। আমি শাহজাদা হোসেনের নফর।

সিন্ধিয়া। কোথায় শাহজাদা? তিনি কি বেঁচে আছেন?

মেহেদী। জানি না। বেঁচে থাকলেও বন্দী।

সিন্ধিয়া। কে তাঁকে বন্দী করলে?

মেহেদী। গোলাম কাদের। শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত তিনি আপনার পথ পানে চেয়েছিলেন। আপনি কথা না দিলে হয়তো তাঁরা আরও ভাল ক'রে প্রস্তুত হতেন। আপনার জন্য আমাদের এই পরাজয়। আপনারই জন্য আমার মনিব আজ বন্দী। আমি তোমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইতে এসেছি হিন্দু।

সিন্ধিয়া। কিসের কৈফিয়ৎ বালক?

মেহেদী। কেন তুমি আমার সরল মনিবের সঙ্গে বেইমানি করেছ?

সিন্ধিয়া। বেইমানি আমি করিনি বালক! বাদশার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে আমার দুর্ভাগ্য হাত ধরাধরি ক'রে পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। আমি পথ খুঁজে পাইনি।

মেহেদী। ডাকাত পথ খুঁজে পায় না, একথা বিশ্বাস করবে কে? দিল্লীর হারেম থেকে লাখো টাকার মুক্তোর হার যখন চুরি করতে গিয়েছিলে, কে তখন পথ দেখিয়েছিল? অমাবস্যার রাত্রে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে যখন গুলনেয়ার কেল্লা লুট করেছিলে, তখন পথ কোথায় পেয়েছিলে?

সিন্ধিয়া। তখন ছিলুম আমি যুবক। আজ আমি প্রৌঢ়।

মেহেদী। না। তখন ছিলে তুমি মানুষ আজ হয়েছ দস্যু।

সিন্ধিয়া। বালক!

মেহেদী। তখন তোমার ডান হাত দান করতো, বাঁ হাত জানতো না। আজ তোমার বাহবা চাই, খেলাত চাই। কি তুচ্ছ গোলাম কাদের! বহু আগেই তুমি তার মাথা নিতে পারতে।

সিন্ধিয়া। নিইনি কেন?

মেহেদী। বাদশাকে চরম বিপদে ফেলে তুমি তার চরম উপকার কর্‌তে চাও ; আর তার জন্ত আশা কর চরম পুরস্কার।

সিন্ধিয়া। মিথ্যাকথা। কি আছে সর্ব্বহারা বাদশার, যে, মহাদাজি সিন্ধিয়াকে পুরস্কার দিতে পারেন ?

মেহেদী। আছে, কোহিনুর।

সিন্ধিয়া। আমি তোমায় হত্যা কর্‌বো বালক।

মেহেদী। তাহ'লেও সত্যটা মিথ্যে হ'য়ে যাবে না। এক বছর আগে শাহাজাদীর হীরের কণ্ঠী চুরি কর্‌তে কে তার মহলে ঢুকেছিল ? হীরের কণ্ঠী হাতে পেয়েও কোন্ মহাপুরুষ শুধু হাতে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এসেছিস ? এই মহাদাজি সিন্ধিয়া।

সিন্ধিয়া। তুমি আমায় দেখেছিলে ?

মেহেদী। দেখেছিলুম। বন্দুকও তুলেছিলুম। তখন মনে পড়লো, এই দস্যুই একদিন আমায় ফিরিঙ্গিদের হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছিল, এই দস্যুই নাকি হিন্দু হ'য়েও আমার বাপ-মাকে কবর দিয়েছিল।

সিন্ধিয়া। তুমি কি সেই বালক, যার বাপ-মাকে ফিরিঙ্গিরা খুঁচিয়ে মেরেছিল ? কোথায় ছিলে এতদিন ?

মেহেদী। শাহজাদা হোসেনের কাছে। তাঁর আদরে বাপ-মাকে আমি ভুলেছিলুম। আজ আমার কেউ নেই। দস্যু, তোমারই গাফিলতির জন্ত আমি আমার সোণার মনিবকে হারিয়েছি। তোমার মাথা নিতেই আমি এসেছিলুম, কিন্তু হঠাৎ মনিবের শেষ কথাটা মনে প'ড়ে গেল।

সিন্ধিয়া। কি কথা শাহজাদা হোসেনের ?

মেহেদী। তিনি বলেছেন,—মেহেদি, মহাদাজি সিন্ধিয়ার সঙ্গে যদি দেখা হয়, তাঁকে ব'লো,—তাঁর অপরাধ আমি ক্ষমা কর্‌বো, তিনি যেন আল্‌মামুনের হাতে কোহিনূরকে তুলে দেন।

সিন্ধিয়া। আল্‌মামুন! গোলাম কাদেরের সিপাহশালার? ও— আচ্ছা, মহামান্য শাহজাদার আদেশ আমি মাথায় তুলে নিলুম। চল বালক।

মেহেদী। আমি শাহজাদার কাছে যাবো। আমি ছাড়া তাঁর চলে না যে।

সিন্ধিয়া। তাঁর কাছে যেতে হয়তো কবরেই যেতে হবে।

মেহেদী। তাই যাবো। তিনি আমার বাপ, তিনি আমার মা। তাঁর কাছেই আমি যাবো।

[ প্রস্থান।

সিন্ধিয়া। হায় বালক, তুমি জান না, কেন মহাদাজি সিন্ধিয়া হীরের কণ্ঠী হাতে পেয়েও শুধু শাহাজাদীকে দেখে কাপুরুষের মত পালিয়ে এসেছিল। শুধু দু'দিনের দেখা! তারপর কত খুঁজেছি, কোথাও এ মুখ আর দেখতে পাইনি। শাহ আলম, তোমাকে জ্যান্ত কবর দিলেও যথেষ্ট প্রতিশোধ হয় না। তবু তুমি শরণাগত।

আল্‌মামুনের প্রবেশ

আল্‌মামুন। রহমত, মারাঠাসৈন্য মশাল জ্বালিয়ে পালাচ্ছে। পশ্চাদ্ধাবন কর, পশ্চাদ্ধাবন—কে? কে? মহাদাজি সিন্ধিয়া? সৈন্যরা পালাচ্ছে। আর তুমি—

সিন্ধিয়া। আমিও যাবো।

আল্‌মামুন। তুমিও যাবে! পালিয়ে যাবে তুমি সিন্ধিয়া? বুঝলুম মোগল-সূর্য্য অস্ত গেল।

সিন্ধিয়া। আনন্দ কর আল্‌মামুন।

আল্‌মামুন। আনন্দ কর্‌বো? আমার ইচ্ছা হচ্ছে, আকাশ ফাটিয়ে আর্ত্তনাদ করি। বাদশাকে রক্ষা কর্‌তে কেউ নেই আর, কেউ নেই।

সিন্ধিয়া। তুমিই তো তার সর্ব্বনাশ করেছ আল্‌মামুন।

আল্‌মামুন। সত্য। তবু আশা ছিল, আমার চেয়ে যে বহুগুণে শক্তিমান্, সেই মহাদাজি সিন্ধিয়া তাঁকে রক্ষা কর্‌বেন। হ'লো না; তুচ্ছ সৈনিক আল্‌মামুনের ভয়ে মহাদাজি সিন্ধিয়াও আজ চোরের মত পালিয়ে যাচ্ছে।

সিন্ধিয়া। গোলাম কাদেরের পাপের সঙ্গী বাদশার জন্য বড় চিন্তিত হয়েছেন দেখছি।

আল্‌মামুন। তুমি বুঝবে না মারাঠা। এ যে কি বেদনা, তা শুধু আমিই জানি। দিল্লীর মসনদে মোগল আর বসবে না, মোগলের কন্যা ভিস্তিওয়ালার ছেলের অঙ্কশায়িনী হবে, ভাবতে আমি পাগল হ'য়ে যাই।

সিন্ধিয়া। এ তুমি কি বল্‌ছো আল্‌মামুন? তুমি গোলাম কাদেরের ভৃত্য—

আল্‌মামুন। আমি নই, আমার এই দেহটা। দিনে আমি যাঁর শত্রু ক্ষয় করি, রাত্রে তাঁরই ধ্বংস কামনা করি। আমি মোগল, আমি বাদশাহী বংশের ছেলে। ঘুমের ঘোরে এখনও আমি দেখতে পাই দিল্লীর প্রাসাদের চূড়ায় আকবর আলমগীরের পতাকা উড়ছে।

সিন্ধিয়া। তবে ছেড়ে এস গোলাম কাদেরের দাসত্ব।

আল্‌মামুন। আমি পারবো না, আমি পারবো না। কিন্তু তুমি যেও না সিন্ধিয়া। বাদশাকে বাঁচাও শাহাজাদীকে রক্ষা কর। এখানে কেউ নেই। রহমত সৈন্যদের নিয়ে ছুটে যাচ্ছে। সিন্ধিয়া, তুমি আমাকে হত্যা ক'রে হারেমের দিকে ছুটে যাও।

সিন্ধিয়া। তুমি আমার সঙ্গে এস। আমি শপথ ক'চ্ছি, মোগল-সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠরত্ন কোহিনুর তোমায় দান কর্‌বো।

আল্‌মামুন। কোহিনুর! কোহিনুর! না সিন্ধিয়া, সহস্র কোহিনুরের জন্যও আমি আমার মনিবের সঙ্গে বেইমানি কর্‌বো না।

সিন্ধিয়া। বেইমানি না কর্‌লেও কোহিনুর তোমারই হবে আল্‌মামুন।

[ প্রস্থান।

আল্‌মামুন। একি! শত্রু পালিয়ে গেল! রহমত, সৈন্যগণ, শত্রু—ওরে মহাশত্রু পালিয়ে যায়। ধর ধর। খোদা, মেহেরবান্‌, আমি মনিবের হুকুমের গোলাম, আমায় ফিরিয়ে দাও, আমায় ফিরিয়ে দাও। না, না, সিন্ধে ছুটে যাবে, আমি উড়ে যাবো।

[ প্রস্থান।

## তৃতীয় দৃশ্য

প্রাসাদের একাংশ

কোহিনুরের প্রবেশ

কোহিনুর। কে আছ গোলাম, কে আছ বাদশার নেমকহালাল, শাহজাদা আকবরের মাথাটা নিয়ে আসতে পার? শাহাজাদীর গলার হীরের কণ্ঠী পুরস্কার দেবো। কেউ নেই। ওই, মোগলসূর্য্য অস্ত গেল।

গীতকণ্ঠে ভগ্নদূতের প্রবেশ

ভগ্নদূত। গীত

সামাল সামাল যাত্রি!
মোগলরবি অস্ত গেল, আসিছে তিমির রাত্রি।
কেহ নাই, কিছু নাই, সকলি হয়েছে শেষ,
আমার এ দেশ আজি নয় রে আমার দেশ;

অরাতি আসিছে ধেয়ে,
ওগো মোগলের মেয়ে,
অরাতির চেয়ে হ'য়ো মরণের পাত্রী।

কোহিনুর। সব শেষ ?

ভগ্নদূত। সব শেষ।

কোহিনুর। শাহজাদা হোসেন ?

ভগ্নদূত। বন্দী।

কোহিনুর। আকবর ?

ভগ্নদূত। শত্রুর সঙ্গে সুরাপান কচ্ছেন। হুঁসিয়ার, হুঁসিয়ার শাহাজাদি, তারা আসছে।

[ প্রস্থান।

কোহিনুর। আসুক ; প্রাণ দেবো, তবু মান দেবো না।

জাফরের প্রবেশ

জাফর। এই যে ! শাহাজাদি, আমি আপনাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি।

কোহিনুর। কেন ?

জাফর। দেখতে এলুম, আপনি তৈরি হ'য়ে আছেন কিনা।

কোহিনুর। কিসের জন্য তৈরি হবো ?

জাফর। বাঃ, নবাব সাহেব আসছেন যে।

কোহিনুর। কে নবাব সাহেব ? ওই ভিস্তিওয়ালার ছেলে ?

জাফর। আজ্ঞে, আপনার হবু খসম।

কোহিনুর। চোপরাও বেয়াদব।

জাফর। একটু সেজেগুজে থাকা ভাল। কি জানি, যদি পছন্দ না ক'রে চ'লেই যায়। বর তো নয়, হীরের টুকরো। একবার যে

দেখবে, সে সাতদিন ঘুমুতে পারবে না। এমন বর কি হাতছাড়া করতে আছে ?

কোহিনুর। আমার জন্য তোমার এত মাথাব্যথা কেন ?

জাফর। এতদিন আপনার হাতের চড়-চাপড়টা খেয়ে আসছি ; একটা মায়া তো পড়েছে। ওরা চাচাত ভাই, আমি না হয় চড়াত ভাই।

কোহিনুর। তোমার সেই নেমকহারাম মনিবটা কোথায় ? তাকে বল, যদি তার সাহস থাকে, সে যেন একবার আমার মুখোমুখী এসে দাঁড়ায়।

জাফর। কি ক'রে আসবে বল ? একটা তো শরম আছে। খোদার দোয়ায় বাদশার একটা ভালমন্দ হ'য়ে গেলেই, তিনি এসে একেবারে মসনদে বস্‌বেন।

কোহিনুর। মসনদে বসবে ! গোলাম কাদের তাহ'লে মসনদ নেবে না ?

জাফর। আজ্ঞে না। তিনি শুধু আপনাকে নিয়েই চ'লে যাবেন। তাহ'লে আপনি মেহেরবানি ক'রে আসুন।

কোহিনুর। কোথায় ?

জাফর। শাহজাদার ঘরে। আমাকে আবার নজর রাখতে পাঠিয়েছে। বলা তো যায় না, মনের দুঃখে যদি বিষ খেয়ে ফেলেন, কি নীচে লাফিয়ে পড়েন, তাহ'লে শাহজাদা তো মসনদ পাবেন না।

কোহিনুর। কোথায় তোর সে নেমকহারাম মনিবটা ?

জাফর। আসছে হুজুরাইন, শালা বোনাই একসঙ্গে আসছে।

কোহিনুর। ছোট শাহজাদা কোথায়, বলতে পার ?

জাফর। ছিল তো কারাগারে, এখন বোধহয় কবরে।

কোহিনুর। কবরে! ছোড়দা নেই!

জাফর। ছি, এমন আনন্দের দিনে চোখের জল ফেলতে নেই। কত পীরের সিন্নি মানত করেছি, নবাব সাহেবের সঙ্গে তোমার সাদিটা যেন হ'য়ে যায়। খোদা মুখ তুলে চেয়েছেন। চোখের জল ফেলে এমন আনন্দের দিনটা মাটি ক'রো না হুজুরাইন।

কোহিনুর। বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা শয়তান।

জাফর। শয়তান তোর বাবা।

কোহিনুর। ( চাবুক বাহির করিয়া সশব্দে জাফরকে প্রহার )

জাফর। তবে রে হারামজাদি নচ্ছার, তোকে আমি—

সহসা শাহ আলমের প্রবেশ

শাহ আলম। ( জাফরের কণ্ঠ ধারণ করিয়া ) নফর!

জাফর। এই, কোন ব্যাটা রে?

শাহ আলম। ভারতের সম্রাট্ শাহ আলম। ( ধাক্কা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন )

জাফর। আজ্ঞে জাঁহাপনা, আমি—

শাহ আলম। তুমি শয়তানের নফর শয়তান। মৃত্যুর পূর্ব্বে জেনে যাও যে, শাহ আলম এখনও সম্রাট্, কবরে যাবার আগে সে সম্রাটই থাকবে। আগুনে তার সর্ব্বস্ব পুড়ে যাক্, তবু সে তার বাদশাহী মর্য্যাদা কলঙ্কিত হ'তে দেবে না।

জাফর। আমার কোন দোষ নেই জনাব। আমি—

শাহ আলম। তুমি সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে গোলাম কাদেরের শিবিরে গিয়েছিলে না? তুমিই না শাহজাদা হোসেনকে অচেতন অবস্থায় শৃঙ্খলিত ক'রে গোলাম কাদেরের শিবিরে রেখে এসেছ?

জাফর। আজ্ঞে, না হুজুর, ওরা সব আপনাকে—

কোহিনূর। চোপরাও বেয়াদব।

জাফর। আজ্ঞে হ্যাঁ। গরীব মানুষ কিনা, বেয়াদব বইকি!

শাহ আলম। আমি তোকে কুকুরের মত গুলি করবো বেইমান।

জাফর। বেইমান আমিই বটে শাহ আলম, আর তুমি বড় সাধু।

কোহিনূর। কি বললি নফর?

জাফর। আজ বুঝি সে কথা মনে নেই শাহ আলম? দস্যুর আক্রমণে সর্ব্বস্বান্ত তুমি প্রতি মুহূর্ত্তেই মৃত্যুর বিভীষিকা দেখছিলে; সেদিন সেই কাশ্মীরের জঙ্গলে কে তোমায় রক্ষা করেছিল? কে তোমাকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে বুকের রক্ত খাইয়ে তাজা ক'রে তুলেছিল? কি প্রতিদান দিয়েছিলে তুমি সেই উপকারের? মনে আছে শাহ আলম?

কোহিনূর। এ কি বলছে বাবা?

শাহ আলম। আমি সেই যুবকের ভগ্নীকে দিল্লীতে এনে তোমার পিতার সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলুম, দরিদ্রের মেয়েকে বেগমের সম্মান দিয়েছিলুম।

জাফর। তখন একবার তার মুখের দিকে চেয়েছিলে? জিজ্ঞাসা করেছিলে সেই মেয়েটিকে, বাদশার বেগম হ'তে যে চলেছে, তার চোখের জলে তাঞ্জাম কেন ভেসে যায়? জেনেছ কি সম্রাট্, কেন তোমার ভাইয়ের সে কাশ্মীরি বেগম কেঁদে কেঁদে তিলে তিলে শুকিয়ে ম'রে গেল?

শাহ আলম। কেন? কেন?

জাফর। তার মনটা ছিল আর এক জায়গায় বাঁধা। তুমি তার সর্ব্বনাশ করেছ। তুমি খুনী, তুমি বেইমান।

শাহ আলম। তুমিই কি সে যুবক?

জাফর। না, আমি তাঁর নফর। বোনের জন্তে কেঁদে কেঁদে মনিব আমার বেহেস্তে গেছে, আমার ওপর দিয়ে গেছে শোধ তোলবার ভার!

কোহিনূর। পিতার অসহায় অবস্থা বুঝে তাঁকে ক্ষমা কর জাফর!

জাফর। ক্ষমা! না, না,—মৃত্যুর পরেও আমি এর প্রতিশোধ নেবো; দানা হ'য়ে তোমার রক্ত চুষে খাবো। তোমার যে চোখদুটো আমার মনিবের ভগ্নীকে দেখেছিল, আমি তা উপড়ে নেবো। চালাও গুলি বেইমান বাদশা, দেখি আমায় মেরেও তুমি আমার হাত থেকে নিস্তার পাও কি না।

শাহ আলম। যাও জাফর। আমার উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যই আমি তোমায় বাঁচিয়ে রাখলুম। যদি পার, বুঝবো খোদার বিচারে আমি অপরাধী।

জাফর। শুধু আমার কাছে নয়। আর একজনের বুকটাও তুমি ভেঙ্গে দিয়েছ। আজ তুমি তারই শরণাপন্ন।

শাহ আলম। কে? কে?

জাফর। মহাদাজি সিন্ধিয়া।

[ প্রস্থান।

উভয়ে। মহাদাজি সিন্ধিয়া!

শাহ আলম। তাই বুঝি সে এলো না?

কোহিনূর। না বাবা, বোকা হিন্দুরা আগের কথা মনে রাখে না। সে নিশ্চয়ই আসবে। তবে তখন হয়তো আর সময় থাকবে না। কিন্তু এই কাশ্মীরী বেগমকে আমি তো কখনও দেখিনি।

শাহ আলম। দেখেছিলি এক লহমা। আঁতুড় ঘরে।

কোহিনূর। কে তিনি? কে?

শাহ আলম। তোমার মা!

কোহিনুর। আমার মা! যদি আগে জানতুম…বাবা, যা হবার হ'য়ে গেছে, তুমি সন্ধি কর।

শাহ আলম। ভিস্তিওয়ালার ছেলের সঙ্গে!

কোহিনুর। অন্যায় যার জন্ম, অন্যায় যার বেঁচে থাকা, অন্যায় যার রূপের গর্ব্ব,—সে কোহিনুর হ'লেও তার কোন মূল্য নেই। আমি তো জানতুম না যে, মায়ের গর্ভে আমি আমার মায়ের বুককাটা দীর্ঘনিশ্বাস নিয়েই পুষ্ট হয়েছিলুম। নিশ্বাসে গড়া এই অসার কোহিনুর যাকে দেবে, সেই জ্ব'লে পুড়ে মর্‌বে। বাবা, যে তোমার বড় শত্রু, তার হাতেই আমায় দিয়ে দাও। তুমি সন্ধি কর।

শাহ আলম। না—না, তা হবে না।

রোশেনারার প্রবেশ

রোশেনারা। ওগো, সিংহদরোজা যে ভেঙ্গে ফেলেছে।

কোহিনুর। বাবা, শ্বেতপতাকা উড়িয়ে দাও। সন্ধি কর।

রোশেনারা। না—না, কিসের সন্ধি? আমার একটা ছেলেকে যে বেইমান সাজিয়েছে, আর একজনকে করেছে বন্দী, তার হাতে মেয়ে আমি দেবো না। যাক্ রাজ্য, সর্ব্বস্ব যাক্, তবু মেয়ে দেবো না আমি। তোর মা তোকে আমার হাতে তুলে দিয়ে গেছে, তার সঙ্গে আমি বেইমানি কর্‌বো না।

( নেপথ্যে কামানগর্জ্জন )

শাহ আলম। রোশেনারা!

রোশেনারা। এস; ছাদের উপর কামান সাজিয়েছি। আমি বারুদ জোগাবো, তুমি কামান দাগবে। শেষ রক্ষা হয়তো হবে না, তবু যত-গুলো পারি, শত্রু নিপাত ক'রে যাই এস। কোহিনুর, আয় কোহিনুর,

যখন আর কিছুই থাকবে না, তখন কামানের সঙ্গে তোর বিয়ে দেবো, ভিস্তিওয়ালার ছেলে কোহিনুর পাবে না, পাবে তার ছাই।

শাহ আলম। চল বেগম। মরতে যদি হয়, মানুষের মতই মরবো।

( নেপথ্যে কামানগর্জ্জন )

কোহিনুর। সন্ধি কর বাবা, সন্ধি কর, আর উপায় নেই।

[ প্রস্থান।

বাহাদুরের প্রবেশ

বাহাদুর। দাদু সাহেব!

রোশেনারা। ভাইজান, তুই চ'লে যা! যেমন ক'রে পারিস, নিজেকে রক্ষা কর্। যদি বেঁচে থাকিস, আজ হোক, দশবছর পরে হোক, এ শাঠ্যের প্রতিশোধ নিস।

শাহ আলম। গোলাম কাদেরের উপর প্রতিশোধ নিতে যদি নাও পারিস, গৃহশত্রুকে ক্ষমা করিস নে ভাই। যে বেইমান ভাইকে গুলি করেছে, পেছন থেকে পিতার মুখে কলঙ্কের কালি মাখিয়ে দিয়েছে, তাকে তুই পিতা ব'লে রেহাই দিসনে।

বাহাদুর। ফুফুকে নিয়ে তোমরা পালিয়ে যাও দাদুসাহেব।

রোশেনারা। তোকে ফেলে আমরা পালিয়ে যাবো? তা হয় না ভাই।

বাহাদুর। তোমরা তো জান, বাবা যখন শত্রুপক্ষে, আমার গায়ে কেউ হাত দেবে না।

রোশেনারা। তবু আমরা পালাবো না। দিল্লীর বাদশা মরবে, কিন্তু মূষিকের মত মরবে না। চল, আমি কোহিনুরকে নিয়ে যাচ্ছি।

[ প্রস্থান।

শাহ আলম। বাহাদুর, তোর চাচা কোথায় জানিস? বেঁচে আছে?

বাহাদুর। জানি না দাদু।

শাহ আলম। যদি বেঁচে থাকে, দেখা যদি হয়, তাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ে বলিস, সর্ব্বস্ব হারিয়ে তারই গৌরব বুকে ক'রে আমি চ'লে যাচ্ছি। খোদা তার মঙ্গল করুন।

( নেপথ্যে কামানগর্জ্জন )

কোহিনূরের প্রবেশ

কোহিনূর। বাবা, শত্রুরা হারেমে ঢুকেছে।

শাহ আলম। হারেমে। সে কি! এত শীঘ্র! আয়—আয় কোহিনূর।

আল্‌মামুনের প্রবেশ

আল্‌মামুন। বন্দেগি জাঁহাপনা। নবাব গোলাম কাদেরের আদেশে আপনি আমার বন্দী।

( বাহাদুর ও কোহিনূর এক সঙ্গে পিস্তল উদ্যত করিল।
আল্‌মামুন দুইহাতে ক্ষিপ্রতার সহিত উভয়ের
পিস্তল ছিনাইয়া লইল )

আল্‌মামুন। যাও বালক, তোমার সঙ্গে আমার শত্রুতা নেই, জাঁহাপনা, আমার অপরাধ নেবেন না; আমি হুকুমের গোলাম।

( শৃঙ্খলহস্তে অগ্রসর হইল )

বাহাদুর। আমায় আগে হত্যা কর।

আল্‌মামুন। সে গৌরব তোমার পিতাই নেবেন। ( সরাইয়া দিল )

কোহিনূর। আল্‌মামুন—

আল্‌মামুন। শাহাজাদি, মনের অবস্থা বুঝে আমায় ক্ষমা করুন।

শাহ আলম। অস্ত্র, বাহাদুর, একখানা অস্ত্র।

আল্‌মামুন। আপনার জন্য অস্ত্র আমিই এনেছি সম্রাট্‌। ( অস্ত্র দান ) খোদার কাছে প্রার্থনা করি, আমাকে বধ ক'রে আপনি নির্ব্বিঘ্নে চ'লে যান। ( উভয়ের যুদ্ধ ) আপনার পা টল্‌ছে জনাব। সাবধান।

শাহ আলম। হ'লো না কোহিনূর। প্রাণ দিও, তবু মান দিও না। ( বন্দী হইলেন )

আল্‌মামুন। শাহাজাদি !

বাহাদুর। খবরদার দস্যু। হাত বাড়িও না বল্‌ছি। আমি ওঁকে হত্যা কর্‌বো।

আল্‌মামুন। না বাহাদুর, বাদশাহী বংশের এমন অমূল্য রত্ন নিজের হাতে ডালি দিও না। সিন্ধে আসছে। খোদার কাছে প্রার্থনা করি এস, শুধু আর একটা প্রহর যেন তিনি এঁদের নিরাপদে রাখেন। শাহাজাদি,—

জাফরের প্রবেশ

জাফর। শৃঙ্খলিত কর।

আল্‌মামুন। না।

জাফর। নবাবের আদেশ।

আল্‌মামুন। খোদার আদেশেও আমি নারীর হাতে শৃঙ্খল পরাবো না।

জাফর। তুমি না পার, আমি পরাবো।

আল্‌মামুন। খবরদার বেয়াদব। যান শাহাজাদি, প্রাসাদের মধ্যে আপনি স্বাধীনভাবে বিচরণ কর্‌বেন, কেউ যদি বাধা দেয়, আমি তার

মাথাটা উড়িয়ে দেবো। আর যতক্ষণ নবাব না আসেন, আমি চোখ বুঝে থাকবো, যদি পারেন, পালিয়ে আত্মরক্ষা করুন।

কোহিনূর। আল্‌মামুন, শত্রু হ'লেও তুমি মহান্।

[ প্রস্থান।

বাহাদুর। মহান্ হ'লেও তুমি শত্রু।

[ প্রস্থান।

আল্‌মামুন। যান্ জাঁহাপনা, নির্জ্জন কক্ষে ব'সে অশরণের শরণ খোদাকে স্মরণ করুন। আমার অপরাধ নেবেন না জনাব; আমি আপনার চেয়েও অসহায়। খোদার দোয়ায় আপনার এ দুর্য্যোগের মেঘ কেটে যাবে। নিয়ে যাও জাফর।

জাফর। আগে ওর চোখ দুটো উপড়ে নিই, তারপর।

আল্‌মামুন। খবরদার নফর। বন্দী হ'লেও সম্রাট্ এখনও সম্রাট্। তোমার হাতে একটা কেশ যদি ওঁর বিচ্ছিন্ন হয়, খোদার কসম, আমি তোমাকেই কোতল কর্‌বো।

শাহ আলম। আল্‌মামুন! রাজ্য গেল, হোসেন যাবার পথে, আমিও যাবো, কোন দুঃখ নেই। দুঃখ শুধু কোহিনূরের জন্য। তুমি মোগল, তুমি বাদশাহের বংশধর। তোমার কাছে প্রার্থনা কর্‌তে আমার লজ্জা নেই আল্‌মামুন। ভিস্তিওয়ালার ছেলে কোহিনূরকে গ্রহণ করার আগে তুমি তাকে হত্যা ক'রো।

জাফর। আরে আসুন জাঁহাপনা।

[ শাহ আলমসহ প্রস্থান।

আল্‌মামুন। হো রোহিলা-ফৌজ, হারেমকা দরওয়াজা তোড় দেও।

গীতকণ্ঠে হারেম-রক্ষিণীর প্রবেশ

হারেম-রক্ষিণী। গীত

বাদশা আলমগীর!
কবরের তলে ফেলিছ কি তুমি তপ্ত অশ্রুনীর?
যে স্বপন তুমি দেখেছিলে হায়, স্বপনেই হ'লো সারা,
তোমারই ঘরে তব সন্তান ঢালিল রক্তধারা;
তোমারি ভবন হ'লো কারাগার
আজিকে তোমার মানময়ী মার,
স্বধর্ম্মী যারা, তারাই তোমার ধূলায় নোয়ালো শির।

আল্‌মামুন। অভিশাপ দাও, অভিশাপ দাও বাদশা।

হারেম-রক্ষিণী। এই নাও দস্যু, হারেমের চাবি। তোমার মনিবকে ব'লো, অ্যায়সা দিন নেহি রহেগা। [ প্রস্থান।

আল্‌মামুন। অ্যায়সা দিন নেহি রহেগা। কবে? কবে ফুরুবে এ দিন? কবে আসবে সিন্ধে? হে দুর্জ্জয় বীর, তুমি এস, তুমি এস।

[ প্রস্থান।

## চতুর্থ দৃশ্য

### দরবার-কক্ষ

[ নেপথ্যে জয়ধ্বনি—"জয় দিল্লীশ্বর গোলাম কাদেরশার জয়।" ]

গোলাম কাদেরের প্রবেশ

গোলাম। কৈ হ্যায়?

রক্ষীর ছদ্মবেশে রঘুপন্থের প্রবেশ

রঘুপন্থ। হুকুম জনাব?

গোলাম। তুমি কে?

রঘুপন্থ। আমি দরবার-কক্ষের দ্বারী জনাব।

গোলাম। শাহ আলমের কর্ম্মচারী?

রঘুপন্থ। জী—হাঁ।

গোলাম। কতজন তোমরা প্রাসাদে আছ?

রঘুপন্থ। পাঁচশো আছি জাঁহাপনা।

গোলাম। তোমরা সবাই আমার বশ্যতা স্বীকার ক'চ্ছ?

রঘুপন্থ। হ্যাঁ খোদাবন্দ্। আমরা আপনার জন্ম পীরের দরগায় সিন্নি দিয়েছি।

গোলাম। কেন? শাহ আলম কি করেছেন তোমাদের?

রঘুপন্থ। আমরা কেউ একবছর বেতন পাইনি।

গোলাম। এক বছর!

রঘুপন্থ। আমাদের জরু ছাওয়াল সব না খেয়ে মরেছে।

গোলাম। দিল্লীর মসনদ, কি দিয়ে তুমি গড়া? সোণারূপো মণি-মাণিক হীরে-জহরৎ প'রে কার জন্ম সেজেছ তুমি? গরীব দেশের কোটি

কোটি মানুষের বুকের পাঁজর দিয়ে তুমি গড়া। লাখো লাখো টাকা তোমার দাম। আমি ভিস্তিওয়ালার ছেলে, লাখটাকার আসনে বসতে আমি জানি না। আমি তোমায় ভেঙ্গে টুকরো টুকরো ক'রে প্রজাদের মধ্যে বিলিয়ে দেবো। ( পদাঘাতের উদ্যোগ )

গীতকণ্ঠে দরবেশের প্রবেশ

দরবেশ। গীত

পথের মানুষ, আয়রে ফিরে আয়,
সোণার শেকল পরিসনে তুই পায়।
এযে মণি-মাণিক মৃগনাভির ঘটা,
দয়া মায়ার কবরখানা মিথ্যে আলোর ছটা;
কাণাকড়ি নয় মানুষের দর,
ওরে এযে মানুষ মারার ঘর,
মনের মানুষ কাঁদে রে তোর পথের তরুছায়।
ফিরে আয়!

গোলাম। দেখ আলি আসান, যে দেশের প্রজারা দু'বেলা পেট ভ'রে খেতে পায় না, তাদের শাসনকর্ত্তার আসন দেখ। চোখ তুলে দেখ, প্রাসাদের অসংখ্য মিনারে কত সোণা ঝলমল কচ্ছে। সোণা, সোণা, চারিদিকে সোণা। এরা মর্‌বে না তো মর্‌বে কে?

দরবেশ। ফিরে এস কাদের, এ পথ তোমার নয়। অন্যায় যারা করেছে, খোদা নিজেই তাদের শাস্তি দেবেন। তুমি কে?

গোলাম। আমি তাঁর গোলামের গোলাম। তাঁর কাজ আমারই কাজ।

দরবেশ। অ্যায়সা দিন নেহি রহেগা।

[ প্রস্থান।

রঘুপন্থ। ঠিক, অ্যায়সা দিন নেহি রহেগা।

[ প্রস্থান।

গোলাম। ওয়ারেন হেষ্টিংস্, দিল্লীর মসনদ নেবে? এস। এর নাম মীরজাফর নয়, গোলাম কাদের।

জাফরসহ শৃঙ্খলিত শাহ আলমের প্রবেশ

গোলাম। বন্দেগি জনাব। মেজাজ শরিফ?

শাহ আলম। দিল্লীশ্বর তোমার ব্যঙ্গের পাত্র নয় গোলাম কাদের।

গোলাম। ও—হ্যাঁ, আপনি দিল্লীশ্বর। আপনার প্রধানা বেগম রোশেনারা বিবিকে তো দেখতে পাচ্ছি না। তিনি কি কন্যাকে নিয়ে কুয়োয় ঝাঁপ দিয়েছেন নাকি?

রোশেনারার প্রবেশ

রোশেনারা। না শয়তান, তোমার কলিজার রক্ত না খেয়ে সে মর্‌বে না।

গোলাম। আশ্বস্ত হ'লুম। গরীব বান্দাকে মনে আছে বেগম সাহেবা?

রোশেনারা। কেন মনে থাকবে না? তুমি তো আমাদের ভিস্তি-ওয়লার কাণা ছেলেটা।

শাহ আলম। কতবার তুমি তোমার বাপের সঙ্গে আমাদের বাগানে জল দিয়েছ।

গোলাম। ঠিক। কিন্তু কাণা হ'য়ে তো আমি জন্মাই নি জনাব। অবোধ ছোটলোকের ছেলে আমি, নিজের অবস্থা না বুঝে আপনার মেয়ের সঙ্গে খেলা করেছিলুম। খেলার ছলেই তাকে বলেছিলুম, আমি তোমায় সাদি কর্‌বো। এই অপরাধে—শাহানশা, শুধু এই অপরাধে

আপনি আমার একটা চোখে ছুঁচ ফুটিয়ে দিলেন। সে চোখ আর দুনিয়ার আলো দেখলো না।

রোশেনারা। তোমার আর একটা চোখও আমি উপড়ে নেবো শয়তান। তুমি আমার একটা ছেলেকে ফুসলে নিয়েছ, আর একজনকে বেঁধে রেখেছ কি মেরে ফেলেছ, সে তুমিই জান। আমি তোমাকে—( ছুরি বাহির করিবার উপক্রম )

গোলাম। থাক্, থাক্ বেগমসাহেবা, ছুরিখানা কবরেই নিয়ে যাবেন। জাঁহাপনা কি বলেন ?

শাহ আলম। কি আর বল্‌বো গোলাম কাদের ? আমার উচিত ছিল সেদিন তোমার দুটো চোখই নষ্ট ক'রে দেওয়া।

গোলাম। পাপীরা এমনি ক'রেই নিজেদের শাস্তির পথ তৈরি ক'রে রাখে জনাব। ভুলটুকু আছে ব'লেই শয়তানের হাতে খোদার সৃষ্টি বানচাল হ'য়ে যায়নি।

রোশেনারা। চুপ্, তোমার পাপমুখে খোদার নাম উচ্চারণ ক'রো না শয়তান।

গোলাম। আপনারাই করুন, আমি শুনি। গরীবের পাঁজর দিয়ে কে তৈরি করেছে এই মসনদ ? কে গড়েছে ওই সব সোণার গম্বুজ ? কার বাগানের অসংখ্য ফোয়ারা দিয়ে গরীবের রক্ত ধারায় ধারায় ব'য়ে যায় ? বাদশা-বেগম, আপনাদের সবারই পোষাকে এত হীরে-জহরৎ থাকতে কেন দেশের লোক না খেয়ে মরে ?

রোশেনারা। তুমি তার জবাব চাইবার কে ?

গোলাম। আমি দেশের মানুষ; আমি ক্ষুধার্ত্ত হিন্দু-মুসলমানের পুঞ্জীভূত কান্না। আমার কাছেই জবাব দিতে হবে বাদশা-বেগম।

শাহ আলম ও রোশেনারা। দেবো না জবাব।

গোলাম। তাহ'লে এই দণ্ডেই আমি জারি কর্‌লুম মৃত্যুর পরোয়ানা। ( পিস্তল উদ্যত করিলেন )

কোহিনুরের প্রবেশ

কোহিনুর। খবরদার বান্দা। ( মাঝখানে দাঁড়াইল )

গোলাম। ও—আচ্ছা, শাহাজাদীর কথা আমার মনেই ছিল না। জাঁহাপনা, মোল্লা কাছেই আছে। আমার তো অনেক কাজ, দেখতেই পাচ্ছেন। তাহ'লে আপনার কন্যাকে আমার হাতে সমর্পণ করুন।

কোহিনুর। কোহিনুর বাঁদরের জন্য তৈরি হয়নি।

গোলাম। বাঁদর সে থাকবে কেন? কোহিনুরের সংস্পর্শে সেও মানুষ হ'য়ে যাবে। তাইতো কোহিনুরের এত দাম।

রোশেনারা। স'রে আয় কোহিনুর। আমি তোকে হত্যা কর্‌বো, তবু যাকে তাকে দেবো না।

গোলাম। কি জাঁহাপনা, হাত গুটিয়ে রইলেন কেন? আমার যে আর অবসর নেই।

শাহ আলম। যাও, যাও অর্ব্বাচীন। আমার এই পরীর মত মেয়ে একটা ভিস্তিওয়ালার ছেলের জন্য নয়। ইতরের বাচ্ছা আমার কোহিনুরের স্বামী, আমার চোখে আমি তা দেখবো না।

গোলাম। জাফর,—

জাফর। জনাব,—

গোলাম। তোমার মনিবকে গিয়ে বল, বাদশা আমায় এখনও কন্যাদান কর্‌বেন না। একটা ভিস্তিওয়ালার ছেলে ওঁর জামাতা হবে, এ উনি চোখে দেখতে পারবেন না।

জাফর। চোখে দেখবার দরকার কি? আপনি বলুন না একবার, ওর চোখদুটো আমি জন্মের মত বুজিয়ে দিই।

শাহ আলম। তাই দাও। তবু আমি ছোটলোককে কন্যাদান করবো না। রোশেনারা,—

রোশেনারা। বাদশার মেয়ে মরবে, তবু জানোয়ারকে সাদি করবে না। আয় তো কোহিনুর, আয় তো, এমন জায়গায় তোকে পাঠিয়ে দেবো, যেখান থেকে দশটা গোলাম কাদেরও তোকে খুঁজে আনতে পারবে না। ( কোহিনুরকে ছুরিকাঘাতের উদ্যোগ )

জাফর। আহা-হা, করেন কি বেগমসাহেবা? ম'রে যাবে যে। ( ছুরি কাড়িয়া লইল )

গোলাম। হত্যা কর। বেগমদের সবাইকে সারবন্দী ক'রে দাঁড় করিয়ে শিরশ্ছেদ কর।

শাহ আলম। তার আগে আমি তোমার মাথা ভাঙ্গবো। ( হাত তুলিয়া অগ্রসর হইলেন )

জাফর। বেশী তেলাবেন না হুজুর। ( ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল ) আপনি আর বাদশা নন।

গোলাম। এরা ভাঙ্গবে তবু মচকাবে না। জাফর, বাদশার চোখ-দুটো উপড়ে নাও।

জাফর। আমি তৈরিই আছি জনাব। এ চোখদুটো অনেকের সর্ব্বনাশ করেছে। আজ তা জন্মের মত অন্ধকার হ'য়ে যাক।

রোশেনারা ও কোহিনুর। শয়তান! ( গোলাম কাদেরের গায়ে জুতা নিক্ষেপ )

( জাফর কর্ত্তৃক চক্ষুরুৎপাটন )

শাহ আলম। আঃ—কোহিনুর, হোসেন, বাহাদুর,—

জাফর। হে আমার মালিক, স্বর্গ হ'তে চেয়ে দেখ, আমি প্রতিশোধ নিয়েছি।

গোলাম। এখনও হয়নি। নিয়ে যাও বেগমকে।

জাফর। আসুন বেগমসাহেবা, কবরে যাবেন চলুন।

রোশেনারা। খোদা মারনেওয়ালা। তোম্ কোন হ্যায় বাঁদীকা বাচ্ছা? [ আর এক পাটি জুতা নিক্ষেপ করিয়া জাফরসহ প্রস্থান।

গোলাম। জাঁহাপনা, এখন তো আর চোখে দেখতে হবে না। এইবার?

শাহ আলম। আমার একই কথা। আমি বাঁদরের হাতে মুক্তোর হার দেবো না।

গোলাম। তবে খোদাকে স্মরণ করুন। ( তরবারি নিষ্কাসন )

কোহিনুর। বাবা,—

শাহ আলম। চুপ, সরে যা।

গোলাম। বাদশা শাহ আলম,—( হত্যায় উদ্যোগ )

খোদাবক্সের প্রবেশ

খোদাবক্স। খবরদার হারামজাদা, আমার মনিবের গায়ে কাঁটার আঁচড় দিলে তোরই একদিন কি আমারই একদিন।

শাহ আলম। খোদাবক্স, বেতন নিতে এসেছ?

খোদাবক্স। একি, চোখ দিয়ে রক্ত পড়্ছে যে।

শাহ আলম। এ চোখ আর দেখ্বে না খোদাবক্স।

খোদাবক্স। ওরে হারামজাদা বাঁদীর বাচ্ছা,—তুই আমার মনিবের এমনি সর্ব্বনাশ করলি? মসনদের কি এতই দাম? ভিস্তিওয়ালার ছেলে নর্দ্দমার ধারে তুই জন্মেছিস। তোর গায়ে দিতে একখানা কাঁথাও ছিল না আমার, মশকচাপা দিয়ে তোর মা তোকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে-ছিল। আজ তোর মসনদ চাই শুয়ার?

গোলাম। হ্যাঁ, চাই। বেরিয়ে যাও তুমি।

খোদাবক্স। দিদি, একটা অস্তর আমায় দিতে পার? আমি ওকে কেটে দু'খান ক'রে নর্দ্দমার ধারেই ফেলে দেবো।

গোলাম। স'রে যাও বাবা,—বাদশা মর্বে, গোটা দেশ ওঁর মৃত্যু চায়। ( খোদাবক্সকে সরাইয়া দিল )

রঘুপন্থের প্রবেশ

রঘুপন্থ। ওঁর নয়, তোমার।

গোলাম। একি? তুমি—

রঘুপন্থ। আমি আপনার দ্বারী, মহাদাজি সিন্ধিয়ার অনুচর। আসুন জঁাহাপনা। বেগমরা চলে গেছেন। কোন ভয় নেই। সিন্ধে এসেছেন।

[ শাহ আলমসহ প্রস্থান।

খোদাবক্স। সিন্ধে এসেছে, ওরে সিন্ধে এসেছে।

গোলাম। আল্‌মামুন, আল্‌মামুন,—প্রাসাদে শত্রু। গ্রেপ্তার কর, গ্রেপ্তার কর।

আল্‌মামুন। ( নেপথ্যে ) হুঁসিয়ার হো রোহিলা-ফৌজ, দুশমন, দুশমন। ( তূর্য্যনাদ )

রহমতের প্রবেশ

রহমত। জঁাহাপনা, আমি প্রতারিত হয়েছি। আমারই মূর্খতার জন্য সিন্ধে এখানে আসবার পথ পেয়েছে। আমায় শাস্তি দিন।

গোলাম। শাস্তি তোলা রইলো রহমত। প্রাসাদে শত্রু, গ্রেপ্তার কর, গ্রেপ্তার কর। না, তার আগে মোল্লাকে ডাক। বাদশাহী বংশের গর্ব্বের চূড়া আমি ভেঙ্গে দিয়ে যাবো। শোন কোহিনূর,—

কোহিনুর। চুপ্। শাহাজাদী বল্, কুর্নিশ কর্ বেয়াদব।

খোদাবক্স। কর্ কুর্নিশ।

গোলাম। রহমত, এই নারীকে চুলের মুঠি ধ'রে নিয়ে যাও। ম্যাথর, মুদ্দফরাস—যাকে পাও, তার সঙ্গেই এর সাদি দিয়ে দাও।

রহমত। মাপ করবেন জনাব। আমি যুদ্ধ করতে জানি, মরতে জানি, কিন্তু বিজিতা নারীর গায়ে হাত তুলতে জানি না।

[ প্রস্থান।

গোলাম। তবে এস শাহাজাদী; মোল্লার কাজ আমিই করবো। ( কোহিনুরের হস্ত ধারণের উদ্যোগ )

খোদাবক্স। ছুঁসনি ব্যাটা শয়তান।

গোলাম। বেরিয়ে যাও। শাহাজাদি,—

কোহিনুর। ওরে, কেউ কি নেই আমাদের ?

সিন্ধিয়ার প্রবেশ

সিন্ধিয়া। আমি আছি মা, তোমাদের দুর্দ্দিনের বান্ধব।

খোদাবক্স। এসেছে, ওরে, এসেছে।

গোলাম। কে তুমি ?

সিন্ধিয়া। মহাদাজি সিন্ধিয়া।

গোলাম। কি চাই এখানে ?

সিন্ধিয়া। আগে চাই শাহাজাদীর মুক্তি, তারপর চাই তোমার মাথা। এস মা। ( কোহিনুরসহ অগ্রসর হইলেন )

গোলাম। সিন্ধে! ( তরবারিহস্তে অগ্রসর হইয়া বাধা দান )

খোদাবক্স। থাম্ ব্যাটা।

সিন্ধিয়া। কবর খুঁড়ে রাখ গোলাম কাদের। আমি তোমার মৃত্যুদণ্ড দিলুম।

কোহিনুর। বাবা,—

সিন্ধিয়া। এস মা আমার।

[ উভয়ের প্রস্থান।

গোলাম। বাবা, স'রে যাও। শত্রু পালিয়ে গেল।

খোদাবক্স। তুইও পালিয়ে আয় কাদের। আমরা পথের মানুষ, রাজবাড়ীতে আমাদের দরকার নেই। আয়, আয়।

[ প্রস্থান।

গোলাম। সবাই শুধু বাইরের আচরণটাই দেখলে, ভেতরের মানুষটাকে কেউ বুঝলো না।

[ প্রস্থান।

# চতুর্থ অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

প্রাসাদ

নসীবনের প্রবেশ

নসীবন। কে এলো? ওরে, কে এলো? আ-মর্ লোকগুলো ছুটছে কেন? কোহিনুর কোথায়, বেগমরা কোথায়? কাউকে তো দেখছি না। কাদের! ওরে কাদের!

বাঁদীর প্রবেশ

বাঁদী। আর কাদের। তল্পী তুলুন হুজুরাইন।

নসীবন। কি, হয়েছে কি?

বাঁদী। হ'তে আর বাকী কি? দফা একেবারে রফা।

নসীবন। মর্ হারামজাদী। কথাটা কি তাই বল্।

বাঁদী। বল্‌বো কি হুজুরাইন; কথাই মুখে আসছে না।

নসীবন। তবে এত কথা বলছিস কি ক'রে?

বাঁদী। ভয়ে।

নসীবন। ভয়টা কি, তাই বল্ না।

বাঁদী। আপনি শোনেন নি? হা আমার পোড়া কপাল। আমি ভাবলুম,—

নসীবন। মরেছে হারামজাদী।

বাঁদী। আমরা তো ম'রেই আছি; আপনাদেরও বাদ দেবে না। সিন্ধে যখন এসেছে—

নসীবন। সিন্ধে এসেছে! দস্যু সিন্ধে! কই, তা তো কেউ বল্‌লে না।

বাঁদী। বল্‌বে কে? এক একটা লোক বলবার জন্য হাঁ ক'চ্ছে, আর হাঁ শুদ্ধ মাথাটা উড়ে যাচ্ছে।

নসীবন। সিন্ধে তো শুনেছি সাংঘাতিক লোক।

বাঁদী। আস্ত মানুষগুলো ধ'রে ধ'রে খায় হুজুরাইন।

নসীবন। ও বাবা, রাক্ষস নাকি?

বাঁদী। রাক্ষস তো ছেলেমানুষ। এ রাক্ষসের বাপ খোক্কস!

নসীবন। তাহ'লে উপায়?

বাঁদী। উপায়—নিরুপায়।

নসীবন। কাদের কোথায়?

বাঁদী। ফাঁদের মধ্যে।

নসীবন। ডাক্, ডাক্, কাদেরকে ডাক্। কাজ নেই বাপু, সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল।

বাঁদী। তাই তো হুজুরাইন, শাহাজাদী তো এসে আপনার পা টিপলো না।

নসীবন। পা এখন মাথায় উঠেছে। তুই কাদেরকে ডাক্।

বাঁদী। কোথায় পাবো তাকে? সিন্ধে নাকি তাঁকে কাণ ধ'রে নিয়ে গেছে।

নসীবন। সে কি?

বাঁদী। আর সে কি! তাঁর হ'য়ে গেল।

নসীবন। হ'য়ে গেল কি?

বাঁদী। সিন্ধে নাকি তাঁকে ভাজি ক'রে খাবে।

নসীবন। খাবে!

বাঁদী। তাইতো শুনছি।

নসীবন। হায় হায় রে, আমার যে কান্না পাচ্ছে।

বাঁদী। আমার যে হাসি পাচ্ছে।

নসীবন। কি বল্‌লি শয়তানি, তোর হাসি পাচ্ছে?

বাঁদী। পাবে না? বারবছর আমি হাসিনি। আজ প্রাণ খুলে হাসবো। কাদের মর্‌বে, তুমি মর্‌বে, শাহাজাদী কোহিনুর তোমাদের মরামুখে লাথি মারবে, আর আমি আনন্দে হাততালি দেবো। আমায় চিনতে পাচ্ছো না হুজুরাইন?

নসীবন। কে তুই?

বাঁদী। আমি সেই মুচির মেয়ে, তোমার ছেলের বউ। মনে নেই? পনর বছর আগে তোমার খসম আমার সঙ্গে বে দিয়েছিল। মুচির মেয়ে ব'লে তুমি আমায় ঘরে নাওনি। চার বছর বয়স থেকে বারবছর আমি তোমার ছেলেকেই ধ্যান করেছি।

নসীবন। আর পাড়ার ছেলেগুলোর সঙ্গে ঢলাঢলি করেছিস।

বাঁদী। মিথ্যাকথা। গরীব বাপ কত বুঝিয়েছে, কত মেরেছে, কিছুতেই আমি টলিনি। কত ধনীর ছেলে টাকাকড়ি পায়ে ঢেলেছে, তবু আমি স্বামীর কথা ভুলি নি। তোমার ছেলে যখন নবাব হ'লো, তখন বড় আশায় বুক বেঁধে তোমাদের ঘর কর্‌তে এসেছিলুম। হাজার লোকের মাঝখানে তুমি আমার মিথ্যে কলঙ্ক প্রচার কর্‌লে, আর তোমার ছেলে আমায় তালাক দিয়ে তাড়িয়ে দিলে।

নসীবন। মুচির মেয়ের আবার বেগম হবার সাধ কেন?

বাঁদী। ভিস্তিওয়ালার ব্যাটা বাদশাজাদীকে চায় কেন? বিয়ে যখন দিয়েছিলে, তখন মনে ছিল না?

নসীবন। যে মড়া বিয়ে দিয়েছিল, তার কাছে যা।

বাঁদী। কারও কাছে যাবো না, একেবারে কবরে যাবো, কিন্তু তার আগে তোমাকে আর তোমার ছেলেকে কবরের পথ দেখিয়ে দেবো।

নসীবন। কবরে যাবি কেন? আর কেউ না জোটে জুতো সেলাই করতে জানিস নে?

বাঁদী। তোমরা ভিস্তির কাজ জান না? নবাবী কর্‌তে এসেছ কেন?

নসীবন। হারামজাদীকে আমি জুতিয়ে সোজা কর্‌বো।

বাঁদী। এস না, এগিয়ে এস। দেখি, কেমন তুমি ভিস্তিওয়ালী, আমিই বা কেমন মুচির মেয়ে। বাদশার মা হবে, শাহাজাদী এসে পা টিপে ঘুম পাড়াবে! ধর্ম্ম কি নেই? গরীবের মেয়ের চোখের জল কি বৃথাই যাবে? ডাক তোমার বাদশা ছেলেকে। আমিই পাঁচিলের উপর দিয়ে দড়ি ফেলে শত্রুকে ঘরে ঢুকিয়েছি। কে আমার মাথা কেটে নেবে, এস।

নসীবন। কসবি, শয়তানি, তোকে আমি—

বাঁদী। চুপ্। যে কেউ আমার সামনে আসবে, তাকে আমি গুলি ক'রে মারবো। শোন বাদশার মা, তোমার বাদশা ছেলে তিন দিনের মধ্যে মর্‌বে, হয় সিদ্ধের হাতে, নয় আমার হাতে। এ যদি মিথ্যে হয়, তাহ'লে খোদার নামও মিথ্যে।

[ প্রস্থান।

নসীবন। ওরে, কে আছিস এই মুচির মেয়েটাকে কোতল কর্।

### বাহাদুরের প্রবেশ

বাহাদুর। এই বুড়ি,—

নসীবন। বুড়ী কে রে শুয়ার? জানিস আমি কে?

বাহাদুর। তুই ভিস্তিওয়ালী, আবার কে ?

নসীবন। জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেবো।

বাহাদুর। জুতো আছে, না দেবো ?

নসীবন। তবে রে একরত্তি শয়তান,—

বাহাদুর। খবরদার। ( পিস্তল উদ্যত করিল )

নসীবন। দেখ দেখি, সবাই আমাকে গুলি দেখায় ! আমি বাদশার মা,—কেউ আমাকে গেরাহ্যি করে না। দুত্তোর বাদশার নিকুচি করেছে। বাঁদীগুলো পেছন থেকে বক দেখায়, দারোয়ান ব্যাটারা পর্য্যন্ত ফিক ফিক ক'রে হাসে। এর চেয়ে যে কুঁড়েঘর ভাল ছিল।

বাহাদুর। ছোট শাহজাদাকে কোন্ ঘরে রেখেছে জানিস ?

নসীবন। জানলেই তোকে বল্‌বো কেন রে ড্যাকরা ?

বাহাদুর। কেন বল্‌বি না ডেকরি ? না বল্‌লে তোর মাথার খুলি ওড়াবো। বল্, শীগ্‌গির বল্।

নসীবন। ও বাবা, একি সাংঘাতিক ছেলে গো।

বাহাদুর। বল্‌বি না ? তবে এই ছুটলো গুলি।

গোলাম কাদের সন্তর্পণে আসিয়া পিছন হইতে
পিস্তল কাড়িয়া লইল

বাহাদুর। কে ?

গোলাম। ভয় নেই বালক। তোমার চাচাকে এই মুহূর্ত্তেই দেখতে পাবে। যাও, ঐ ঘরে তিনি আছেন। একটু তাড়াতাড়ি যাও, নইলে হয়তো দেখা হবে না !

নসীবন। ছেড়ে দিসনে কাদের। কোতল কর।

গোলাম। গোলাম কাদের শিশুহত্যা করে না মা।

বাহাদুর। এত যার দয়া, সে বৃদ্ধ বাদশাকে অন্ধ ক'রে দিল কেন?

গোলাম। আমি করিনি বাহাদুর। তাঁকে অন্ধ করেছে তাঁরই কর্ম্মফল।

বাহাদুর। তোমার কর্ম্মফল তোমাকে কোথায় নিয়ে যাবে জান?

গোলাম। কোথায়?

বাহাদুর। জাহান্নমে।

গোলাম। আমার দেশবাসীকে বেহেস্তের পথে এগিয়ে দিয়ে নিজে আমি জাহান্নমেই যাবো।

বাহাদুর। ছলনায় বাহাদুর ভোলে না শয়তান। দুনিয়া তোমায় মাফ করলেও আমি করবো না। ( প্রস্থানোদ্যোগ )

গোলাম। শোন বাহাদুর। ( বাহাদুর ফিরিল; গোলাম কাদের নিঃশব্দে তাহার হাতে পিস্তল তুলিয়া দিল ) [ বাহাদুরের প্রস্থান।

নসীবন। কাদের,—

গোলাম। কি মা?

নসীবন। সিন্ধে নাকি এসেছে?

গোলাম। হাঁ্যা। তার সঙ্গেই এখন আমার যুদ্ধ হ'চ্ছে।

নসীবন। যুদ্ধে আর কাজ নেই বাপজান। চল্, আমরা ফিরে যাই। থাক্ বাদশাহী, থাক্ কোহিনুর, নবাবীতেও কাজ নেই। চল বাবা, তোর বাপকে ডেকে নিয়ে আয়। আমরা আবার পথের ধারে কুঁড়েঘর বাঁধবো।

গোলাম। এ আজ তুমি কি বলছো মা?

নসীবন। আমার বুকটা কেমন ক'চ্ছে। কেবলই মনে হ'চ্ছে, তুই আমার হারিয়ে যাবি। তোকে হারিয়ে কি হবে আমার ধনদৌলত

নিয়ে? এত যার ঐশ্বর্য্য ছিল, সেই বাদশা আজ পথের ভিখারী। যারা বেশী ওঠে, তারাই বেশী পড়ে।

গোলাম। এ কথা তো আমি আগেই বলেছি মা। তুমিই তো আমার কাছে ঐশ্বর্য্য চেয়েছ। মহামান্যা শাহাজাদীকে আমার প্রয়োজন ছিল না, তুমিই চেয়েছ তাঁর পদসেবা। আর তো আমি ফিরতে পারি না মা।

নসীবন। ওরে হতভাগ্য, তোকে মেরে ফেলবে যে।

গোলাম। কে? সিন্ধে? যম তার শিয়রে দাঁড়িয়েছে।

নসীবন। সেই মুচির মেয়েটা এসেছে।

গোলাম। হামিদা? এসেছে? কেন এলো? আমাকে হত্যা করতে? কই মা, কোথায় সে? কবে এলো হামিদা?

নসীবন। সে যায়নি কাদের। এইখানেই বাঁদী সেজে ছিল।

গোলাম। যায়নি? বিবাহ করেনি আর? চারবছর ধ'রে এই কথাটাই আমি ভেবে'ছি মা। তোমার কথায় কলঙ্কিনী ব'লে তাকে তালাক দিয়েছি, কিন্তু তার চোখের জল আমি ভুলতে পারিনি। ভেবে-ছিলুম, অপবাদ যদি মিথ্যা হয়, সে আমার উপর প্রতিশোধ নেবে। এই দিনটীর জন্য আমি খোদাকে কত ডেকেছি। সে এসেছে, কিন্তু তাকে ঘরে নেবার উপায় নেই। দেখ, মা, দেখ শক্তি আমায় ত্যাগ ক'রে যাচ্ছে। কবরের ডাক এলো।

নসীবন। কাদের,—

প্রহরীসহ শৃঙ্খলিত হোসেনের প্রবেশ

গোলাম। কে?

প্রহরী। শাহজাদা হোসেন শা।

গোলাম। শাহজাদা, না তার কঙ্কাল?

নসীবন। এমন সুন্দর ছেলেকে এই করেছিস তোরা? খেতে দিসনি?

প্রহরী। দিয়েছি দু'খানা রুটি।

নসীবন। দু'খানা রুটি!

গোলাম। এতবড় একটা যোদ্ধা, তার বরাদ্দ দু'খানা রুটি! এ হুকুম কার?

প্রহরী। শাহজাদা আকবরের।

গোলাম। তোরা কি আমার নফর, না শাহজাদার? কোথায় সেই বেইমান? ডাক্ তাকে। যদি না আসে কাণ ধ'রে নিয়ে আসবি।

[ প্রহরীর প্রস্থান।

হোসেন। গোলাম কাদের,—

গোলাম। আদেশ করুন শাহজাদা।

হোসেন। আদেশ করবো! আমি বন্দী, আর তুমি আমার বিচারক।

গোলাম। আপনার মত একজন যোদ্ধাকে আমি বেঁধে রাখতে চাই না শাহজাদা।

নসীবন। ছেড়ে দে কাদের, ছেড়ে দে। আমি ওর মার কান্না শুনতে পাচ্ছি। তোকে যদি সিন্ধে এমনি ক'রে বাঁধে, যদি এমনি ক'রে না খাইয়ে মারে? ওঃ—, আমি সইতে পারবো না। ছেড়ে দে, ওরে ছেড়ে দে। দাঁড়া, আমি খাবার নিয়ে আসছি।

[ প্রস্থান।

গোলাম। শাহজাদা,—

হোসেন। মুক্তি দাও গোলাম কাদের। এই ঘৃণ্য বন্দীজীবন থেকে আমায় মুক্তি দাও।

গোলাম। মুক্তি আপনাকে এই মুহূর্ত্তেই দিতে পারি ; শুধু একটা অনুরোধ।

হোসেন। আদেশ বল।

গোলাম। না শাহজাদা। বাদশার বংশে আমি একটাই মাত্র মানুষ দেখেছি, সে আপনি। আগে যদি আপনাকে জানতুম, তাহ'লে আমার এ অভিযানের কোনই প্রয়োজন হ'তো না। আপনাকে বন্দী ক'রে এ একমাস আমার চোখে ঘুম নেই।

হোসেন। চমৎকার অভিনয়। গোলাম কাদের, যাঁর দানাপানি খেয়ে তুমি মানুষ, আমার সেই মহানুভব পিতাকে তুমি অন্ধ ক'রে দিয়েছ ; আমি তোমার বহু সৈন্য বিনষ্ট ক'রে দিয়েছি, আমাকে দেবে মুক্তি!

গোলাম। খোদার কসম, এই দণ্ডেই আপনাকে মুক্তি দেবো। শুধু একটা সর্ত্ত—

হোসেন। সর্ত্তটা বোধহয় এই যে, কোহিনূরকে তোমার হাতে তুলে দিতে হবে।

গোলাম। কোহিনূর আমারও ছিল শাহজাদা। আমি তাকে ভুল ক'রে হারিয়ে ফেলেছি। আপনাদের কোহিনূর আপনাদের ঘরেই সাজানো থাক, আমি ফিরেও চাইবো না।

হোসেন। তবে এ অভিযানের উদ্দেশ্য ?

গোলাম। উদ্দেশ্য বিলাসী বাদশাহী শাসনের অবসান ক'রে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে দেশটাকে রক্ষা করা।

হোসেন। কি তোমার সর্ত্ত ?

গোলাম। আপনি দিল্লীর মসনদ গ্রহণ করুন।

হোসেন। পিতা বর্ত্তমানে !

গোলাম। তিনি শক্তিহীন, অন্ধ।

হোসেন। যে মসনদের জন্য তিনি অন্ধ, সে মসনদ নেবো আমি ?

গোলাম। আমি তাঁর হাত ধ'রে মক্কায় চ'লে যাবো ; আমার একটা চোখ দিয়ে তাঁর দুটো চোখের অভাব পূর্ণ করবো।

হোসেন। একটা মসনদ ক'জনকে দেবে ? দাদার সঙ্গে তোমার সন্ধি হয়েছে না ?

গোলাম। আমি সে বেইমানকে গুলি করবো।

হোসেন। যদি পারি, আমিই সে গুলি বুক পেতে নেবো।

গোলাম। এই ভাই-ই না আপনাকে গুলি করেছিল ?

হোসেন। তিনি যে বড় ভাই। আমার পিঠে তিনি দশবার চাবুক মারতে পারেন, আমি তো তাঁর গায়ে কাঁটার আঁচড় দিতে পারি না।

গোলাম। শাহজাদা !

হোসেন। আমি মুক্তি পেলেও তোমাকে রেহাই দেবো না শয়তান। তুমি আমার পিতার চোখদুটো উপড়ে নিয়েছ, আমি যদি ছাড়া পাই, সিন্ধের সঙ্গে যোগ দিয়ে তোমাকে মূষিকের মত বধ করবো।

গোলাম। সে জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। আপনি বলুন, দিল্লীর মসনদ আপনিই নেবেন,—আমি এই দণ্ডেই আপনার হাতে অস্ত্র তুলে দেবো। আপনি আমার মৃতদেহ মাড়িয়ে সিংহাসনে গিয়ে বসুন। এ আমার মহত্ব নয়। এক নারীকে বঞ্চনা ক'রে আজ আমি বড় শক্তিহীন। আমার স্বপ্ন সফল করতে আমি আর পারবো না, পারবেন আপনি।

হোসেন। না গোলাম কাদের, বড় ভাইয়ের প্রাপ্য সিংহাসন আমি নেবো না। তুমি আমায় দণ্ড দাও।

গোলাম। এই আপনার দণ্ড। ( শৃঙ্খল মোচন ) ফিরে যান আপনার পিতামাতার কাছে। তাঁদের গিয়ে বলবেন ভিস্তিওয়ালার ছেলেও মানুষ।

আকবরের প্রবেশ

আকবর। কি ক'চ্ছো তুমি গোলাম কাদের? এত বড় দুশমনকে তুমি মুক্তি দিলে?

গোলাম। দিলুম।

আকবর। এ যদি সিন্ধের সঙ্গে যোগ দেয়?

গোলাম। আমি ওঁর হাতে অস্ত্র তুলে দেবো।

আকবর। তারপর যদি মসনদ অধিকার করে।

গোলাম। আমি ওঁর বাগানে জল দেবো।

আকবর। আমি তবে কি কর্‌বো?

গোলাম। মাথায় ছাতা ধর্‌বে, ছাতা।

আকবর। সন্ধির সর্ত্ত কি ছিল?

গোলাম। তুমি আমায় কোহিনুর দেবে, আমি দেবো মসনদ। তুমি কোহিনুর দিলে না, আমিও মসনদ দেবো না।

আকবর। কোহিনুরকে তো তুমি প্রাসাদের মধ্যেই পেয়েছিলে।

গোলাম। প্রাসাদে পাওয়া আর হাতে পাওয়া এক কথা নয়।

আকবর। গোলাম কাদের!

গোলাম। শাহজাদাকে কারাগারে না খাইয়ে মারবার হুকুম কে দিয়েছিল?

আকবর। আমি।

গোলাম। বন্দী আমার না তোমার?

আকবর। আমি যখন বাদশা, যুদ্ধের সব বন্দী আমার।

গোলাম। বাদশা তুমি!

আকবর। পার, কোহিনুরকে নিয়ে চ'লে যাও; না পার, তোমার ভূতের দল নিয়ে এই মুহূর্ত্তে আমার প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যাও।

হোসেন। দাদা, সিংহাসন বিনামূল্যে তুমি পাবে না। এস আমার সঙ্গে। কোথায় তোমার সৈন্যগুলো? তাদের নিয়ে চল তুমি সিন্ধের কাছে। পিতার উপর যে নির্য্যাতন এরা করেছে, তার প্রতিশোধ নিতে হবে।

আকবর। দাঁড়া। মুক্তি তোকে দেবো না আমি। সিংহাসনের স্বপ্ন ভুলে যা। ( বন্ধনের উদ্যোগ )

হোসেন। কেন তুমি ভাবছো দাদা? আল্লাতালার নাম নিয়ে আমি শপথ ক'চ্ছি, সিংহাসন পেলেও আমি নেবো না।

আকবর। মাতালের শপথে যে বিশ্বাস করে, সে মূর্খ।

গোলাম। আকবর!

আকবর। বেরিয়ে যাও বেয়াদব। ( হোসেনকে শৃঙ্খলিত করিল )

গোলাম। তাহ'লে আল্লার নাম স্মরণ কর বেইমান। ( পিস্তল বাহির করিলেন )

আকবর। তুমি স্মরণ কর নফর। ( পিস্তল বাহির করিলেন )

হোসেন। না, না, গোলাম কাদের, দাদা—

( আকবরকে আড়াল দিয়া দাঁড়াইল। উভয়ের গুলি একসঙ্গে হোসেনকে বিদ্ধ করিল )

বাহাদুরের প্রবেশ

বাহাদুর। চাচা, চাচাজান,—

হোসেন। বাহাদুর, দাদাকে ক্ষমা করিস। গোলাম কাদের, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দিল্লীর পথে আসতে দিও না।

বাহাদুর। আর কাউকে কি তোমার কিছু বলবার নেই?

হোসেন। মেহেদী কই? কোহিনুর কই? তাদের দেখিস বাহাদুর। মহাদাজি সিন্ধিয়াকে আমার সেলাম জানিয়ে বলিস, তিনি যেন আল্-

মামুনের সঙ্গে কোহিনুরের—ওঃ—আমার ঘুম পাচ্ছে। আমার বিছানা পেতে দে। আমি ঘুমুবো, আমি—খোদা,—মেহেরবান !

[ বাহাদুরসহ প্রস্থান।

আকবর। একটা গেল। পিতাকেও আর পৃথিবীতে রেখে কষ্ট দেবো না।

[ প্রস্থান।

গোলাম। খোদা, ছোটলোক ব'লে এতই কি আমি অপরাধী? দুনিয়ার মুখে আমি অমৃতের বাটী তুলে ধর্‌তে চাই, এমনি ক'রেই কি তা বিষ হ'য়ে যাবে? ( চোখে জল আসিল )

গীতকণ্ঠে দরবেশের প্রবেশ

দরবেশ। গীত

বাদশা আলমগীর!
কবরের দ্বার খুলে ডেকে নাও বংশের শেষ বীর।
মোগলসূর্য্য ওই ডুবে যায়,
উঠিবে না আর কোনদিন হায়,
খোদা ভগবান্ ঈশা মুসা বুঝি ফেলিতেছে আঁখি নীর!

দরবেশ। কাদের, অ্যায়সা দিন নেহি রহেগা।

[ প্রস্থান।

গোলাম। অ্যায়সা দিন নেহি রহেগা।

[ প্রস্থান।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

রণস্থল

### সিদ্ধিয়ার প্রবেশ

সিদ্ধিয়া। কে তুমি উল্কা, কে তুমি প্রভঞ্জন,—গোটা রণস্থলে মৃত্যুর বীজ ছড়িয়ে চলেছ? কাছে এস।

### আল্‌মামুনের প্রবেশ

আল্‌মামুন। বন্দেগি মারাঠা।

সিদ্ধিয়া। বন্দেগি মোগল। বল্‌তে পার, কে ওই বাদশার পরম বন্ধু রণস্থলে উল্কার বেগে ছুটেছে?

আল্‌মামুন। কেউ ওকে চেনে না সিদ্ধিয়া। এমন দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা আমি আর দেখিনি। আমাদের অর্দ্ধেক সৈন্য বিনষ্ট হয়েছে ওরই হাতে। পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিলুম, বল্‌লে,—পরিচয় দিয়ে যাবো সিন্ধের কাছে।

সিদ্ধিয়া। বাদশা কোথায়? বেগমরা কোথায়?

আল্‌মামুন। কেউ জানে না।

সিদ্ধিয়া। নিশ্চয়ই জান। তোমরা তাদের হত্যা করেছ। বাদশার চোখদুটো উপড়ে নিয়েও তোমাদের শান্তি হয়নি; তাঁকে হয়তো জ্যান্ত কবর দিয়েছ, বেগমদের হয়তো সৈন্যদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছ।

আল্‌মামুন। একথা আর যেই বলুক, তুমি ব'লো না মহাদাজি সিদ্ধিয়া। সংসারে দু'জন মানুষকে আমি অপরিসীম শ্রদ্ধা করেছি, একজন তুমি, আর একজন গোলাম কাদের।

সিদ্ধিয়া। শ্রদ্ধার পাত্র বটে। সেই একচক্ষু শয়তান—

আল্‌মামুন। দোহাই তোমার সিন্ধিয়া, আমার কাছে অকারণে আমার প্রভুর নিন্দা ক'রো না।

সিন্ধিয়া। অকারণ? এতবড় স্পর্দ্ধা তার, সে বাদশাজাদীকে চায়! দিল্লীর মসনদ চায়?

আল্‌মামুন। না, না, এর কোনটাই তিনি চান না। আমায় বিশ্বাস কর মারাঠা, তিনি চান শুধু তাঁর দেশের মঙ্গল।

সিন্ধিয়া। তাই বুঝি মহানুভব শাহজাদা হোসেনশাকে বন্দী করে রেখেছে?

আল্‌মামুন। বন্দী করেছেন হত্যা করবেন ব'লে নয়, দিল্লীর মসনদে বসাবেন ব'লে।

সিন্ধিয়া। তুমি বীর হ'লেও মিথ্যাবাদী।

আল্‌মামুন। তুমি যোদ্ধা হ'লেও উন্মাদ।

[ উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

রঘুপন্থের প্রবেশ

রঘুপন্থ। শৃগালের দল গহ্বরে মুখ লুকুচ্ছে। কেউ মৃত্যু দিতে পারলে না। কোথায় গোলাম কাদের, কোথায় সে একচক্ষু শয়তান?

রহমতের প্রবেশ

রহমত। কোথায় বাদশা শাহ আলম? কোথায় সরিয়েছ বেগমদের?

রঘুপন্থ। বল্‌বো না।

রহমত। মরতে হবে দস্যু।

রঘুপন্থ। মৃত্যুটা দেবে কে? তুমি? যাও, যাও, তোমার নবাবকে পাঠিয়ে দাও।

রহমত। আগে আমার সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে যাও।

রঘুপন্থ। তোমাদের সিপাহশালার আল্‌মামুন শৃগালের মত পিছু হ'টে পালিয়ে গেল, তুমি এসেছ কি নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঝাঁপ দিতে? কেন, তোমার প্রভু কি তোমায় বিশ্বাসঘাতক ব'লে ত্যাগ করেছে?

রহমত। আমার প্রভু অকারণ কাউকে ত্যাগ করেন না।

রঘুপন্থ। যদি করেন, কি কর্‌বে তুমি?

রহমত। তাঁর কাজে প্রাণটা দিয়ে প্রমাণ কর্‌বো যে আমি বিশ্বাস-ঘাতক নই।

রঘুপন্থ। ঠিক, ঠিক; ওই গোলাম কাদের কামান দাগছে, মহাদাজি সিন্ধিয়া কামানের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। সর্ব্বনাশ হ'লো, ওরে তীরে এসে তরী ডুবলো। ( প্রস্থানোদ্যোগ )

রহমত। খবরদার। পথ নেই।

রঘুপন্থ। পথ চাই, আমার পথ চাই!

[ উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

গোলাম। ( নেপথ্যে ) মহাদাজি সিন্ধিয়া, ইষ্টনাম স্মরণ কর।

( নেপথ্যে কামানগর্জ্জন )

সৈন্যগণ। ( নেপথ্যে ) জয় মহাদাজি সিন্ধিয়ার জয়।

### সিন্ধিয়ার প্রবেশ

সিন্ধিয়া। না, না, বল বন্ধুগণ,—জয় দিল্লীশ্বর শাহ আলমের জয়।

সৈন্যগণ। ( নেপথ্যে ) জয় দিল্লীশ্বর শাহ আলমের জয়।

সিন্ধিয়া। কামানের মুখ ঘুরিয়ে দিলে কে? কে তুমি বাদশার পরম বান্ধব?

মরণাপন্ন রঘুপন্থের প্রবেশ

রঘুপন্থ। বিশ্বাসঘাতক রঘুপন্থ। ( সিন্ধিয়ার পদতলে পতন )

সিন্ধিয়া। রঘুপন্থ? তুমি রঘুপন্থ? সিন্ধের বিজয়-লক্ষ্মীকে তুমিই বরণ ক'রে এনেছ? যা কেউ পারে নি, তুমি সে অসাধ্যসাধন করেছ। কিন্তু কেন তুমি এমনি ক'রে প্রাণ দিলে রঘুপন্থ?

রঘুপন্থ। প্রাণ দিয়েই প্রমাণ ক'রে গেলুম যে আমি বিশ্বাসঘাতক নই।

সিন্ধিয়া। ভাই, বন্ধু,—

রঘুপন্থ। বাদশা আর বেগমদের সমাধিবাগে লুকিয়ে রেখেছি। রহমত প্রাণ দিয়েছে। আর কিছুই বলবার নেই। আমার মাথায় আপনার পা তুলে দিন, আর বলুন, আমি বিশ্বাসঘাতক নই।

সিন্ধিয়া। তুমি বিশ্বাসঘাতক নও। তুমি আমার বিশ্বস্ত বন্ধু, তুমি আমার ভাই।

রঘুপন্থ। বিশ্বনাথ, চরণে স্থান দাও।                    [ প্রস্থান।

সিন্ধিয়া। যাও বন্ধু, প্রভুর জন্য আত্মবিসর্জ্জনে যদি পুণ্য হয়, তবে অনন্ত স্বর্গ তোমারই।

কোহিনূরের প্রবেশ

কোহিনূর। সিন্ধিয়া, সিন্ধিয়া,—

সিন্ধিয়া। কেন মা এখানে এলে?

কোহিনূর। ওরা কি বলছে? পাখীগুলো আমার কাছে এসে কাঁদছে কেন? আমার ছোড়দা কোথায়, ছোড়দা?

সিন্ধিয়া। ভয় কি মা? আমি আজই তাঁকে মুক্ত করবো।

কোহিনূর। আমার মন বড় কাঁদছে, এখনই চল।

সিন্ধিয়া। এখনও যে আল্‌মামুন বন্দী হয়নি মা।

কোহিনূর। নাই হোক,—তুমি বরং সন্ধি কর, তবু ছোড়্‌দাকে মুক্তি দাও। আমি জেগে ব'সে তার মরামুখ দেখেছি। সে আমায় ব'লে গেল, "বোনটি, আমি যাই।" সে চোখে কটাক্ষ নেই, সে মুখে রক্তের চিহ্ন নেই। হাত বাড়িয়ে ধর্‌তে গেলুম, শূন্যে মিলিয়ে গেল। কোথায় গেল, ওগো, কোথায় গেল?

গীতকণ্ঠে বাহাদুরের প্রবেশ

বাহাদুর। গীত

হায়, মাণিক ডুবেছে জলে।
জ্বলিবে না আর আঁধারে প্রদীপ কভু এ ধরণীতলে!

কোহিনূর। কি বাহাদুর, কি?

বাহাদুর। পূর্ব্বগীতাংশ

সে কণ্ঠ আর কহিবে না কথা, মেলিবে না সেই আঁখি,
দুনিয়ার দেনা মিটায়ে গিয়াছে, কিছু নাহি আর বাকি;

কোহিনূর। ওরে, কি বল্‌ছিস তুই?

বাহাদুর। পূর্ব্বগীতাংশ

কাঁদে তরুলতা পাখীরে,
ঝরে দুনিয়ার আঁখিরে,
আঁধার জগৎ, কোন্‌দিকে পথ, কে দেবে আমারে ব'লে?

কোহিনূর। ছোড়্‌দা নেই বাহাদুর।

সিন্ধিয়া। গোলাম কাদের তাকে হত্যা করেছে?

বাহাদুর। গোলাম কাদের আর বাবা একসঙ্গে তাঁকে গুলি করেছে।

কোহিনূর। মহাদাজি সিন্ধিয়া,—বাইরের দুশমন বেঁচে থাকে থাক্, এই ঘরের দুশমনকে শায়েস্তা কর। তাকে বন্দী ক'রে আমার কাছে

নিয়ে এস। আমি তাকে জ্যান্ত কবর দেবো। কই রে বাহাদুর, কই তাঁর মৃতদেহ? চল্ বাবা, চল্,—ভাল ক'রে দু'জনে কবর খুঁড়ে তাঁকে শুইয়ে দিতে হবে।

সিদ্দিয়া। যেও না মা। এখনও চারিধারে বিপদ।

কোহিনূর। আর বিপদ নেই; সব বিপদ সে নিয়ে গেছে। বাহাদুর, কাফন নিয়ে আয়। [ প্রস্থান।

সিদ্দিয়া। সঙ্গে যাও বাহাদুর। ( বাহাদুরের প্রস্থান ) মহানুভব শাহজাদা, আমার অভিবাদন গ্রহণ কর।

[ প্রস্থান।

## তৃতীয় দৃশ্য

কবর

### শাহ আলমের সন্তর্পণে প্রবেশ

শাহ আলম। এই তো কবরখানা। হোসেন, কোন্খানে তুমি শুয়ে আছ বাবা? ( হাতড়াইতে লাগিলেন ) ওরে পাখী, একটিবার আমায় কবরটা দেখিয়ে দিবি? আমি একটু মাটি দেবো। এই যে কাঁচা মাটি পায়ে লাগছে। এখানেই কি তুমি ঘুমিয়ে আছ বাবা? কই, কেউ তো ফুল দেয়নি। কেউ তো দীপ জ্বেলেছে ব'লে মনে হ'চ্ছে না। না—না, আরও এগিয়ে যাই। ওই যে পাখী গাইছে। ওই যে মাটির ভেতর থেকে একটা গান উঠছে। ( অগ্রসর ) হোসেন, হোসেন! খোদা, একটিবার চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দাও। ( হাতড়াইতে লাগিলেন )

গীতকণ্ঠে কঙ্কালসার মেহেদীর প্রবেশ

মেহেদী। গীত

কবর-শয়নে যদি শয়ন করেছ তুমি,
আমিও কবরে যাবো, রহিব চরণ চুমি।
আঁধার দুনিয়া মোর,
বন্ধ সকল দোর,
তুমি যেথা নাই, প্রিয়, অরণ্য ঘনঘোর,
জীবনে মরণে আমি
তব পথ অনুগামী,
তুমি ছাড়া কিছু নাই, শূন্য মরুভূমি!

( কবরের পার্শ্বে লুটাইয়া পড়িল )

শাহ আলম। কে কাঁদছে?

রোশেনারার প্রবেশ

রোশেনারা। জাঁহাপনা!

শাহ আলম। কে? হোসেন?

রোশেনারা। না জাঁহাপনা, আমি রোশেনারা।

শাহ আলম। চ'লে যাও, চ'লে যাও, তুমি আবার কেন এলে বেগম? কেউ দেখে ফেলবে, বেঁধে নিয়ে যাবে, ক্রীতদাসীর হাটে বিক্রি কর্‌বে।

রোশেনারা। কেন তুমি এতরাত্রে বেরিয়ে এসেছ? দুনিয়ার কেউ যে এখন জেগে নেই।

শাহ আলম। আছে, আছে, হোসেন জেগে আছে। আমি তার নিঃশ্বাস শুনতে পাচ্ছি।

রোশেনারা। আর সে নিঃশ্বাস ফেলবে না জাঁহাপনা। চল, ঘরে চল।

শাহ আলম। দাঁড়াও, দাঁড়াও। নিশুতি রাতে একলা শুয়ে আছে; ভয় পাবে। দেখতো বেগম, দেখতো, আকবর আসছে নাকি? আমি যে কার পদশব্দ শুনতে পাচ্ছি। আসতে দিও না শয়তানকে। কবরের মাটি তুলে হোসেনকে গুলি করবে।

রোশেনারা। আর গুলি কাকে করবে জাঁহাপনা? আর সে মরবে না।

শাহ আলম। তুমি কি কাঁদছো বেগম? কেঁদো না; সে যদি শোনে, বড় ব্যথা পাবে। এস, দু'জনে কবরে মাটি দিই। আমাকে ধর। কোথায় কবর, নিয়ে চল। ( রোশেনারা তাঁহাকে হাত ধরিয়া কবরে নিয়া গেলেন ) এইখানে? ও—আচ্ছা। ( কবরে মাটি দিলেন )

রোশেনারা। ঘুমোও বাবা, ঘুমোও। আর কেউ তোমায় বাঁধবে না, কেউ গুলি করবে না।

শাহ আলম। রোশেনারা,—

রোশেনারা। কেন জনাব?

শাহ আলম। শুনছো?

রোশেনারা। কি?

শাহ আলম। হোসেন আমায় ডাকছে। ওই শোন, "বাবা, বাবা" ব'লে ডাকছে। আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। আমায় ছেড়ে দেবে রোশেনারা? আমি যাবো, তার পাশে ঘুমোবো?

রোশেনারা। কেন তুমি এমন পাগল হ'লে? আমি মা, বুকের রক্ত জল ক'রে তাকে মানুষ করেছি, মুখখানা মলিন হ'লে পীরের দরগায় সিন্নি দিয়েছি। আমি যদি খাড়া দাঁড়িয়ে থাকতে পারি, তুমি কেন পারবে

না? তুমি দেখনি সে দৃশ্য; কাফন যখন এলো, ঘুলঘুলি দিয়ে আমি দেখেছি,—ওঃ, সে কত রক্ত! যেন জবাফুলের বিছানায় শুয়ে আছে। তবু তো আমি বুকে ছুরি বিঁধিয়ে মরিনি।

শাহ আলম। এর পরেও বাঁচতে সাধ হয়?

রোশেনারা। আমি ম'রে গেলে তোমায় কে দেখবে?

শাহ আলম। ছুরি আছে তোমার কাছে? আমায় দাও বেগম। আগে তোমার বুকে বিঁধিয়ে দিই, তারপর নিজের বুকে—

রোশেনারা। না জনাব। আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। সিন্ধের হাতে আকবর বন্দী হবে, গোলাম কাদের বন্দী হবে। আবার তুমি দিল্লীর মসনদে বসবে। যে দুটো শয়তান আমাদের ছেলেকে পেট ভরে খেতে দেয়নি, কুকুরের মত গুলি ক'রে মেরেছে, তাদের মৃত্যু না দেখে আমরা মর্‌বো না।

শাহ আলম। কবে আসবে সে দিন? আকবর, গোলাম কাদের—

রোশেনারা। চুপ কর, কে যেন কাঁদছে। স'রে এস,—( উভয়ের একান্তে অবস্থান )

মেহেদী। তুমি তো জান, তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারি না। কত খুঁজেছি, কত কেঁদেছি, কেউ আমায় তোমার কাছে যেতে দেয়নি। আমি পা টিপে না দিলে তোমার যে ঘুম হয় না। আমি এসেছি প্রভু, কবরের দোর খোল।

রোশেনারা। কে রে মেহেদি?

মেহেদী। কে? বেগমসাহেবা? জাঁহাপনা? স'রে যাও, কবরের মাটি ছুঁয়ো না বল্‌ছি। ( উঠিয়া দাঁড়াইল )

রোশেনারা। কেন মেহেদি?

মেহেদী। কেন? তোমরা খুনী, তোমরা ডাকাত, মানুষের প্রাণ নিয়ে তোমরা ছিনিমিনি খেলেছ? মানুষগুলোকে ঘুঁটি সাজিয়ে তোমরা দাবা খেলেছ। ছোটলোক ইতর তোমরা, তোমাদেরই পাপের ফলে এমন একটা মানুষ অকালে ম'রে গেল।

শাহ আলম। সত্য মেহেদী, আমরাই তোমার মনিবকে খুন করেছি। বেইমানের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে আমিই তার মৃত্যুর পথ পরিষ্কার করেছি। আমার বুকে তুই ছুরি বসিয়ে দে মেহেদী। চোখে দৃষ্টি নেই, বাইরে বেরুবার উপায় নেই। দিল্লীর বাদশা আমি, বেগমদের নিয়ে আজ মূষিকের মত নির্জ্জন কক্ষে আত্মগোপন করেছি। মুক্তির আশ্বাস যে দিয়ে গেল, সে আর এলো না। হয়তো এখনি আমাদের বন্দী করতে আসবে। বেগমরা পণ্যদ্রব্যের মত ক্রীতদাসীর হাটে বিকিয়ে যাবে। এ কথা শোনবার আগে তুই আমায় হোসেনের পাশে ঘুম পাড়িয়ে রাখ।

মেহেদী। জঁাহাপনা।

রোশেনারা। মেহেদি, কোহিনূরকে দেখেছিস?

মেহেদী। না।

রোশেনারা। হয়তো কেঁদে কেঁদে ম'রে গেছে। বাহাদুরও হয়তো মরেছে। যাক, সব যাক। মেহেদি, গাছে কি ফল আছে বাবা? দুটো পেড়ে নিয়ে আসতে পারিস? বাদশা আজ দু'দিন অনাহারী। কিরে মেহেদি, তোর পা টলছে কেন?

মেহেদী। বেগমসাহেবা, আমি আজ দশদিন কিছু খাইনি।

শাহ আলম। দশদিন। কেন?

মেহেদী। শাহজাদাকে বের ক'রে আনবার জন্য ফাঁদ পেতেছিলুম, বেরুবার অবসর পাইনি। কাজ গুছিয়ে এনেছিলুম,—শেষ রক্ষা হ'লো না।

রোশেনারা। মেহেদি, দেশবাসীর কাছে অশেষ ঋণে ঋণী আমরা। মসনদ যদি ফিরে পাওয়া যায়, সবারই ঋণ আমরা পরিশোধ করবো ; কিন্তু তোর ঋণ কখনও শোধ হবে না।

খোদাবক্স। ( নেপথ্যে ) জাঁহাপনা এখানে ? জাঁহাপনা!

শাহ আলম। কে ডাকছে বেগম ? গোলাম কাদের এলো বুঝি ? ছুরিটা দাও, শীগ্‌গির ছুরিটা দাও। মেহেদি, শক্ত হ'য়ে দাঁড়া মেহেদি, গোলাম কাদের আসবার আগেই আমাদের দু'জনের বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দে বাবা।

খোদাবক্সের প্রবেশ

খোদাবক্স। জাঁহাপনা, বেগমসাহেবা,—

শাহ আলম। গোলাম কাদের!

মেহেদী। গোলাম কাদের নয় জাঁহাপনা। এ তার পিতা।

শাহ আলম। খোদাবক্স ?

খোদাবক্স। হাঁ৷ জনাব। আমি জানি, এমনি সময় আপনারা এখানেই আসবেন।

রোশেনারা। কেন এসেছ খোদাবক্স ?

খোদাবক্স। তিন মাসের মাইনে বাকী পড়েছে বেগমসাহেবা, আর তো আমি ফেলে রাখতে পারি না।

রোশেনারা। আমাদের আর কিছুই নেই খোদাবক্স।

খোদাবক্স। সবই আছে মা। শুধু একজনই জন্মের মত চ'লে গেছে। আসুন, বাইরে ওরা সব তাঞ্জাম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শাহ আলম। তাঞ্জাম! তুমি কি আমাদের গোলাম কাদেরের কাছে নিয়ে যেতে এসেছ ?

খোদাবক্স। সে ব্যাটা তো বন্দী।

সকলে। বন্দী।

খোদাবক্স। গোলাম কাদের, আল্‌মামুন, সব বন্দী। যুদ্ধে আপনার জয় হয়েছে জাঁহাপনা।

শাহ আলম। জয় হয়েছে? আমার? তুমি দেখে এসেছ?

খোদাবক্স। শুধু দেখে এলুম? গোটা বাড়াটা আমি আর নসীবন ঝেঁটিয়ে ধুয়ে দিয়ে এলুম না? সে দেয় ঝাঁটা, আমি ঢালি জল, সে কি ধুলো—বাড়ীটায় যেন ভূতের কেত্তন হয়েছে।

শাহ আলম। আজব দুনিয়া বেগম। ছেলে বন্দী, আর তার বাপ-মা আমার জয়-উল্লাসে মেতে উঠেছে।

রোশেনারা। অশেষ দুঃখ পেয়ে অনেক শিক্ষা পেয়েছি খোদাবক্স। এ শিক্ষা জীবনে কখনও ভুলবো না। বিধর্ম্মী সিন্ধে শত্রুতা ভুলে গিয়ে আমাদের জন্য প্রাণ দিতে ছুটে এলো। ভৃত্য মেহেদী প্রভুর জন্য মৃত্যুর অর্দ্ধপথে, আর তুমি, সামান্য একটা ভিস্তিওয়ালা, তুমি আমাদেরই কারাগারে নিজের ছেলেকে দেখেও আমাদের সেলাম জানাতে এসেছ। ধর্ম্ম আর জাত দিয়ে মানুষের পরিচয় হয় না, মানুষের পরিচয় হয় তার প্রাণটা দিয়ে।

খোদাবক্স। আসুন জনাব। সিন্ধে আপনার পথ চেয়ে ব'সে আছেন।

শাহ আলম। ফিরে যাও ভাই, সিন্ধেকে ব'লো, সিংহাসন তাঁরই প্রাপ্য, আমাদের নয়। আমরা আর প্রাসাদে যাবো না খোদাবক্স। হোসেন এখানে ঘুমিয়ে রইলো, আমরা এখানেই থাকবো—যে ক'টা-দিন আছি, সামান্য কিছু মাসিক বৃত্তি পেলেই আমাদের চ'লে যাবে।

খোদাবক্স। তা হয় না জনাব। আপনার কাছে যখন কিছুই নেই, তখন বাদশাহী আপনাকে নিতেই হবে।

রোশেনারা। কেন ?

খোদাবক্স। নইলে আমার মাইনে দেবেন কোত্থেকে ?

শাহ আলম। আজব দুনিয়া !

খোদাবক্স। আসুন। আর সব বেগমরা তাঞ্জামে উঠেছেন। এই যে জনাব, আমার হাত ধরুন। মা, তুমি এ হাতটা ধর, নইলে অন্ধকারে পথ পাবে না। কি হ'লো ? চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন যে ? ধমক না দিলে কথা গ্রাহ্য হয় না বুঝি ? আসুন বল্‌ছি।

শাহ আলম। মেহেদী কোথায় ?

রোশেনারা। মেহেদি ! একি কবরের ওপর শুয়ে আছিস কেন বাপ ? ওরে, সে আর কথা বল্‌বে না। আয় যাদু, আয়। হোসেন গেছে, তুই আমার ছেলে ; তোকে বুকে ক'রেই আমি তাকে ভুলবো।

মেহেদী। মা, তোমরা চ'লে যাও। আমি মনিবকে ফেলে যাবো না।

খোদাবক্স। আয় না ছোঁড়া।

মেহেদী। চাচা, আমার মনিবের ঘরে আর কাউকে থাকতে দিও না। দু'বেলা তাঁর ঘরে খানা রেখে যেও। বড় ক্ষিধে নিয়ে মরেছে, জানলে ?

সকলে। মেহেদি !

রোশেনারা। ওগো, দেখ দেখ, ছেলেটা হাঁপাচ্ছে। দশদিন খায় নি। খোদাবক্স, ওকে কিছু খেতে দিতে পার ? আর কিছু না হোক, একটু জল।

খোদাবক্স। কাকে আর জল দেবে মা ? মেহেদী তার মনিবের কাছে চ'লে গেছে।

রোশেনারা। মেহেদি !

মেহেদী। দোর খুলেছে মা আমি যাই। ( মৃত্যু )

শাহ আলম। ম'রে গেল বেগম? মেহেদী মরে গেল? যাবেই তো। ছোটলোকের ছেলে কিনা। এতো আর বাদশার ছেলে আকবর নয়, যে দুধ খেয়ে বিষ উগরে দেবে।

রোশেনারা। ওঃ আর কত দুঃখ দেবে খোদা?

শাহ আলম। জান খোদাবক্স, এই মেহেদী যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য একটী আধুলী চাঁদা দিয়েছিল। আমি নিজের হাতে ওকে ওর মনিবের পাশে কবর দেবো। আগে সবাইকে দেখিয়ে আনি, তারপর—তারপর। ( মৃতদেহ তুলিয়া লইলেন ) খোদা, এইটুকু ছেলে, একেও তুমি বাঁচতে দিলে না? আমরা কি এতই অপরাধী?

( খোদাবক্স একহাতে বাদশাকে অন্যহাতে বেগমকে ধরিল )

[ সকলের প্রস্থান।

# পঞ্চম অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

### দরবার

( নেপথ্যে সৈন্যগণ।—জয় মহাদাজি সিন্ধিয়ার জয় )

সিন্ধিয়ার প্রবেশ

সিন্ধিয়া। আমার জয়ধ্বনি নয়। ব'ল মোগল, ব'ল মারাঠা, জয় দিল্লীশ্বর দ্বিতীয় শাহ আলমের জয়। মশালচি, মশাল জ্বাল; নকিব, তৈরী থাক; বাহাদুর, প্রাসাদশীর্ষে মোগলের পতাকা উড়িয়ে দাও। রক্ষি, প্রহরি, সৈন্যগণ, বাদশার আগমন-পথে সারবন্দী হ'য়ে দাঁড়াও।

কোহিনূরের প্রবেশ

কোহিনূর। মহাদাজি সিন্ধিয়া!

সিন্ধিয়া। এস মা, এস। অনেক দুঃখ পেয়েছ তুমি, আজ সব দুঃখের অবসান। চোখের জল মুছে ফেল মা। আজ যে তোমায় কাঁদতে নেই।

কোহিনূর। ছোড়দার কবর নির্ব্বিঘ্নে হয়েছে সিন্ধিয়া? গোলাম কাদের বাধা দেয়নি?

সিন্ধিয়া। বাধা দেবে কি শাহাজাদি? শাহজাদার সমাধির জন্য সেই প্রথম যুদ্ধবিরতির কথা বললে। শাহজাদার কবরে সবার আগে গোলাম কাদেরই মাটি দিয়েছে। তার চোখের জলে কবরের মাটি ভিজে গিয়েছিল শাহাজাদি।

কোহিনূর। আমাকে একবার দেখতেও দিলে না?

সিদ্ধিয়া। ক্ষমা কর। গোলাম কাদেরকে আমি বিশ্বাস কর্‌তে পারিনি; তাই তোমাকে লুকিয়ে রেখেছিলুম। কিন্তু আজ মনে হ'চ্ছে, গোলাম কাদের রূপ-মুগ্ধ হ'লেও পশু নয়।

কোহিনুর। এবার তুমি চ'লে যাও সিদ্ধিয়া।

সিদ্ধিয়া। এখনও যে বাদশাকে সিংহাসনে বসাই নি।

কোহিনুর। সিংহাসনে ব'সে বাদশা শুধু এদেরই বিচার কর্‌বেন না, তোমারও বিচার কর্‌বেন। তিনি তোমায় প্রাণদণ্ড দিয়ে রেখেছেন।

সিদ্ধিয়া। প্রাণদণ্ডটা নিয়েই যাই। এতবড় যুদ্ধটা জয় কর্‌লুম, শুধু হাতেই ফিরে যাবো?

কোহিনুর। শাহাজাদীর এই বহুমূল্য হীরার কণ্ঠী নিয়ে যাও। ছোড়দা' সবার সব গহনা নিয়েছিল, আমার সব নেয়নি।

সিদ্ধিয়া। এ কণ্ঠী ইচ্ছে করলে আমি চার বছর আগেই নিতে পারতুম।

কোহিনুর। সে কি?

সিদ্ধিয়া। তোমার এই হীরককণ্ঠী আহরণ কর্‌তে দস্যু সিদ্ধিয়া একদিন রাত্রে তোমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করেছিল।

কোহিনুর। তুমি!

সিদ্ধিয়া। হ্যাঁ শাহাজাদি। আমি এসেছিলুম। কিন্তু কিছুই নিয়ে যাইনি। কেন জানিস মা? তোর মুখে প্রতিফলিত দেখলুম, আর একটি নারীর মুখ, যাকে আমি সতের বছর সন্ধান করেছি। সে তোর মা। তাকে হারিয়েই আমি দস্যু সেজেছি। বাদশা যদি তাকে জোর ক'রে এনে তোর পিতার সঙ্গে বিবাহ না দিতেন, তাহ'লে দস্যু সিন্ধে হ'তো মহামানব সিন্ধে।

কোহিনুর। জাফরের কাছে সব শুনেছি আমি।

সিন্ধিয়া। জাফর! তাদের সেই বিশ্বাসী ভৃত্য? কোথায় সে?

কোহিনুর। প্রতিশোধ নিয়েই সে আত্মহত্যা করেছে।

সিন্ধিয়া। তোমার মাকে তোমার মনে আছে?

কোহিনুর। না সিন্ধিয়া।

সিন্ধিয়া। দেখবে মা? দেখবে তোমার জননীকে? এই দেখ, সতের বছর এই ছবি বুকে ক'রে রেখেছি। ( চিত্রপ্রদান )

কোহিনুর। এ তো আমার ছবি।

সিন্ধিয়া। সেও এমনি ছিল।

কোহিনুর। মহাদাজি সিন্ধিয়া।

সিন্ধিয়া। মা!

কোহিনুর। আমার মা পরস্ত্রী; তাঁর ছবি বুকে ক'রে রাখবার কোন অধিকার তোমার নেই।

সিন্ধিয়া। নেই! শুধু একটা ছবি, তাও আমি কাছে রাখতে পাবো না? তবে আমি কি কর্‌বো ব'লে দাও।

কোহিনুর। এই ছবির সঙ্গে মহাদাজি সিন্ধিয়ার দস্যুতারও অবসান হোক। ( ছবি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন )

সিন্ধিয়া। কোহিনুর—

কোহিনুর। জেগে ওঠ তুমি মহামানব সিন্ধিয়া। অসার নারীর রূপ ভুলে গিয়ে তুমি তোমার জন্মভূমির শ্যামল-রূপ ধ্যান কর। তোমার অপরিমেয় শক্তি দিয়ে ভারতের মাটিতে তুমি বেহেস্ত রচনা কর।

( নেপথ্যে জয়ধ্বনি—"জয় দিল্লীশ্বর দ্বিতীয় শাহ আলমের জয়।" )

শাহ আলমের প্রবেশ

কোহিনুর। ( ছুটিয়া গিয়া তাহার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল ) বাবা!

শাহ আলম। কে? কোহিনূর? আছিস মা? বেঁচে আছিস তুই? গোলাম কাদের তোকে বন্দী করেনি? জোর ক'রে বিবাহ করেনি?

কোহিনূর। না বাবা।

শাহ আলম। প্রাসাদটা আছে, সিংহাসনটা আছে মা?

কোহিনূর। সবই ঠিক আছে বাবা; নেই শুধু একটা মানুষ, যে এই বাদশাহী বংশটাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসতো।

শাহ আলম। কাঁদিসনে মা। সে বড় সুখে ঘুমিয়ে আছে। তার পাশে মেহেদীকেও কবর দিয়ে এসেছি।

কোহিনূর। মেহেদীও নেই বাবা? কে মারলে মেহেদীকে?

শাহ আলম। কেউ মারেনি। যার নুন খেয়েছিল, সেই তাকে ডেকে নিয়েছে। দশদিন সে দানাপানি মুখে দেয়নি। আজব দুনিয়া কোহিনূর। ভাই তাকে খেতে দিলে না, আর একটা নফর তার জন্যে না খেয়ে ম'রে গেল। এ দুঃখ আমি কাকে বোঝাবো? কে বুঝবে, আমার বাইরেও অন্ধকার, ভেতরেও অন্ধকার!

সিন্ধিয়া। মহাদাজি সিন্ধিয়ার অভিবাদন গ্রহণ করুন সম্রাট্।

শাহ আলম। কে কথা বল্‌ছে কোহিনূর?

কোহিনূর। মহাদাজি সিন্ধিয়া।

শাহ আলম। কাছে এস সিন্ধিয়া। তোমার মত শত্রুও আমার কেউ নেই, এতবড় বন্ধুও কেউ নেই। তুমি আমায় নিরন্তর লুণ্ঠনে শক্তিহীন করেছ, তুমিই আমার মানমর্য্যাদা শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করেছ। আমার চোখ দুটো গেছে, তাতে আমার দুঃখ নেই, হোসেনকে হারিয়েছি, তাও একদিন ভুলে যাবো; কিন্তু তুমি আমার কোহিনূরকে রক্ষা করেছ, এ উপকার আমি ভুলবো না।

সিন্ধিয়া। সিংহাসনে বসুন জাঁহাপনা। বন্দীদের বিচার করতে হবে। প্রহরি, নিয়ে এস—বন্দী আকবর।

প্রহরী বন্দী আকবরকে পৌঁছাইয়া দিয়া গেল

শাহ আলম। আকবর! বেইমান আকবর বন্দি! অস্ত্র আছে সিন্ধিয়া? গুলি নয়, তরবারি! আমি একটু একটু ক'রে নেমকহারামের বুকে বিঁধিয়ে দেবো। সে যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করবে, তুই হাততালি দিস কোহিনুর। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটবে, তুই সেই রক্ত তুলে নিয়ে হোসেনের কবর রাঙিয়ে দিবি। নারীর মমতা ভুলে যা। ভাইয়ের স্নেহ ভুলে যা। হোসেনকে গুলি করেছে, না খাইয়ে মেরেছে। পারবি নে তার মৃত্যু সইতে?

কোহিনুর। পারবো বাবা! তুমি শক্ত ক'রে তরবারি ধর। বেইমান এসে তোমার সামনে দাঁড়িয়েছে।

শাহ আলম। এসেছে? আকবর এসেছে? কই, কোথায় সে নেমকহারাম?

আকবর। পিতা!

কোহিনুর। চুপ্ শয়তান। কে তোমার পিতা? তুমি জানোয়ার, মানুষের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই।

আকবর। জাঁহাপনা!

শাহ আলম। কি, ক্ষমা? এতবড় অপরাধের ক্ষমা!

আকবর। ক্ষমার অযোগ্য আমি, ক্ষমা আমি চাই না। আমার শুধু এইমাত্র প্রার্থনা,—এই মুহূর্ত্তেই আমায় হত্যা করুন। ( পদতলে পতন।

কোহিনুর। বাবা,—

সিন্ধিয়া। জাঁহাপনা,—

শাহ আলম। খোদার নাম স্মরণ কর কুলাঙ্গার। ( তরবারি দ্বারা আকবরের বক্ষ স্পর্শ করিলেন )

কোহিনুর। কাঁপছো কেন বাবা ?

সিন্ধিয়া। কিসের মমতা ? আপনার এই কুলাঙ্গার পুত্র ভাইকে গুলি ক'রে মেরেছে। একে বাঁচিয়ে রাখলে আপনাদের সবাইকে হত্যা করবে।

আকবর। আমি হত্যা করিনি সিন্ধে। তাকে গুলি করেছে শয়তান গোলাম কাদের, আমি সেই একচক্ষু শয়তানকে হত্যা ক'রে হোসেনকে রক্ষা করতেই চেয়েছিলুম। আমার ক্ষমাশীল ভাই উভয়ের গুলি একাই গ্রহণ করলে।

শাহ আলম। একথা সত্য ?

কোহিনুর। না বাবা, নেমকহারামের কথায় বিশ্বাস ক'রো না।

শাহ আলম। হোসেনকে কারাগারে অনাহারে রাখতে কে হুকুম দিয়েছিল ?

আকবর। গোলাম কাদের।

সিন্ধিয়া। বটে ! তাঁকে বন্দীও বোধহয় গোলাম কাদেরই করেছিল ?

আকবর। না, আমি। বন্দী না হ'লে সেইদিনই তার মৃত্যু হ'তো।

কোহিনুর। দশহাজার সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে পুতুলের মত নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলে কেন ?

আকবর। সিন্ধের অপেক্ষায়। আমি জানি সে আসবে। তার আগেই সমস্ত সৈন্য ক্ষয় করা আমি সঙ্গত মনে করিনি।

শাহ আলম। তুমি গোলাম কাদেরের সঙ্গে সন্ধি করনি ?

আকবর। না।

কোহিনুর। তুমি মিথ্যাবাদী।

আকবর। আমি জানি, সংসারে এই পরিচয়ই আমার থাকবে। তাতে আমার দুঃখ নেই। দুঃখ শুধু এই, যে পিতাও আমায় ভুল বুঝেছেন। আমি সন্ধি কর্‌বো কেন পিতা? মসনদের জন্য? আমি পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র, মসনদের অধিকার তো আমারই। সিন্ধে যখন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তখন তুচ্ছ গোলাম কাদেরকেই বা ভয় কর্‌বো কেন?

শাহ আলম। এ কি বল্‌ছে কোহিনূর?

কোহিনূর। বিশ্বাস ক'রো না বাবা, বিঁধিয়ে দাও তরবারি। তুমি না পারো, আমাকে দাও।

আকবর। না পিতা আমি আপনার হাতেই মর্‌তে চাই। হোসেনের শোচনীয় মৃত্যু আমার বুক ভেঙে দিয়েছে। আমায় শাস্তি দিন পিতা, শাস্তি দিন। ( পদতলে পতন )

সিন্ধিয়া। সম্রাট্‌!

শাহ আলম। দেখ তো সিন্ধে। আমার পায়ের তলায় চোখের জলের নদী বইছে নাকি? বাঁধন খুলে দে কোহিনূর, ওরে বাঁধন খুলে দে।

কোহিনূর। বাবা,—

সিন্ধিয়া। প্রতারণায় ভুলে যাবেন না সম্রাট্‌। গোলাম কাদেরকে বরং ক্ষমা করা যায়, তবু ওকে নয়।

শাহ আলম। তোমার যদি পুত্র থাকতো সিন্ধে, আর সে যদি এমনি ক'রে পায়ের উপর অশ্রুর বন্যা বইয়ে দিয়ে মৃত্যু কামনা কর্‌তো, তাহ'লে তুমি আমারই মত গ'লে যেতে সিন্ধে। দেখ্‌ কোহিনূর, দেখ্‌, হোসেন বুঝি আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। কি বল্‌ছে জানিস? "বাবা ভাইকে মুক্তি দাও।" ( আকবরের বন্ধন খুলিয়া বুকে তুলিয়া লইলেন ) আঃ—খোদা, এত আমি অপরাধী, তবু তো আমার সব নাওনি। তুই

চ'লে যা আকবর। আমি ম'রে গেলে ফিরে আসিস ; তার আগে নয়। যা—যা—

কোহিনুর। কি কর্‌লে বাবা? বেইমানকে—

( আকবর কোহিনুরের গালে ঠাস্ করিয়া এক চড় কসাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল )

শাহ আলম। কি হ'লো?

সিন্ধিয়া। ভারতের স্বাধীনতার সমাধি রচনা হ'লো।

প্রহরীসহ বন্দী গোলাম কাদের ও আল্‌মামুনের প্রবেশ

[ প্রহরীর প্রস্থান।

শাহ আলম। কে এলো কোহিনুর?

কোহিনুর। বন্দী গোলাম কাদের আর—

সিন্ধিয়া। আর আল্‌মামুন।

শাহ আলম। এখনো এদের বাঁচিয়ে রেখেছ? হত্যা কর্‌তে পারনি? গুলি কর, গুলি কর। এদেরই জন্য আজ আমি অন্ধ, এদেরই জন্য আমি পুত্রহীন।

সিন্ধিয়া। সম্রাট্ আমার একটা কথা ছিল।

শাহ আলম। তোমার সহস্র কথা শুনবো সিন্ধে ; আগে এদের গুলি কর। হোসেনের রক্ত যেখানে পড়েছে, সেইখানে এদের তিনজনের রক্তে স্রোত বইয়ে দাও।

কোহিনুর। বাবা!

শাহ আলম। কি কোহিনুর? তোর গলাটা কাঁপছে যে?

কোহিনুর। অপরাধী গোলাম কাদের। আর সবাই হুকুমের গোলাম। তাদের কোন দোষ নেই বাবা।

শাহ আলম। শুনছো সিন্ধে, মেয়েটা কি বল্‌ছে শুনছো?

সিন্ধিয়া। কোহিনুর ঠিকই বল্‌ছে জাঁহাপনা। আল্‌মামুন একজন বিখ্যাত বীর—বিশেষতঃ সে আপনাদেরই বংশধর। একে মুক্তি দিলেও হয়, কি বল মা?

কোহিনুর। তা দিলেও হয়।

শাহ আলম। তুমি কি বল্‌ছো সিন্ধে?

সিন্ধিয়া। চোখ থাকলে আপনিও এই কথাই বল্‌তেন।

শাহ আলম। তার অর্থ?

সিন্ধিয়া। অর্থ এই যে আল্‌মামুন যদি মরে, শাহাজাদীও মর্‌বে। সুতরাং আমি আপনার অনিচ্ছাসত্ত্বেও একে মুক্তি দিলুম। ইচ্ছা হয়, আমাকে দণ্ড দিন; তার আগে শাহজাদা হোসেনের শেষ ইচ্ছা আপনি পূর্ণ করুন জাঁহাপনা। দিল্লী ত্যাগ করবার পূর্ব্বেই আমি দেখে যাই যে, মহানুভব শাহজাদার শেষ আদেশ আমি অমান্য করিনি। ( শাহ আলমের একহাতে কোহিনুরকে ও অন্যহাতে আল্‌মামুনকে তুলিয়া দিলেন )

শাহ আলম। হোসেন বলেছে? হোসেন? তবে আর কোন কথা নেই সিন্ধে। আল্‌মামুন, তোমায় মুক্তি দিলুম, কোহিনুরও দিলুম। ( উভয়ের হাত যুক্ত করিলেন )

আল্‌মামুন। সে কি? আমার প্রভু যাকে পত্নীরূপে কল্পনা করেছিলেন, তাকে বিবাহ কর্‌বো আমি! না সম্রাট্, আপনার এ দান ফিরিয়ে নিন। আমি মুক্তিও চাই না, কোহিনুরও চাই না।

গোলাম। আমি চাই আল্‌মামুন। আমি জানি, তুমিই এ দানের যোগ্য পাত্র। আরও জানি, যার ভাবনায় তোমার চোখে ঘুম ছিল না,

তার প্রাণটাও তোমারই জন্য পাগল। পত্নীরূপে শাহাজাদীকে আমি কখনও কল্পনা করিনি। যে কোহিনুর আমি হারিয়েছি, তার কাছে এ তুচ্ছ। আমি ছোটলোক ভিস্তিওয়ালার ছেলে, আমার কোহিনুর কুঁড়ে-ঘরে জন্মায়, বাদশার ঘরে নয়।

শাহ আলম। তবে কেন এ যুদ্ধ বাধালে ?

গোলাম। আজ আমার কথা কেউ বিশ্বাস কর্‌বে না। দশ বছর পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন দিল্লীর বাদশার গলা টিপে ধরবে, তখন হে স্বপ্নবিলাসি বাদশা, তখন বুঝবেন কি চেয়েছিল গোলাম কাদের।

শাহ আলম। কি চেয়েছিলে তুমি ?

গোলাম। আল্‌মামুন সব জানে। যাও ভগ্নি ; তোমার বিবাহে আমি রোহিলখণ্ড যৌতুক দিলুম। ভগবান্ তোমাদের সুখী করুন।

আল্‌মামুন। জাঁহাপনা,—

গোলাম। আল্‌মামুন, আমার একটা কথা স্মরণ রেখো, রাজার জন্য প্রজা নয়, প্রজার জন্যই রাজা।

আল্‌মামুন। আপনাকে এ অবস্থায় রেখে আমি কোথাও যাবো না। আমি চাই না কোহিনুর, চাই না রাজত্ব।

সিন্ধিয়া। বাদশার দান তুমি উপেক্ষা কর নির্ব্বোধ ?

আল্‌মামুন। আমার বাদশা শাহ আলম নন, আমার বাদশা গোলাম কাদের।

গোলাম। 'তোমার' বাদশাই তোমায় আদেশ দিচ্ছেন, এই মুহূর্ত্তেই তুমি প্রাসাদ ত্যাগ কর।

আল্‌মামুন। জনাব !

গোলাম। আল্‌মামুন, যাও আল্‌মামুন, শাহজাদার কবর থেকে একটু মাটি আমার দেশে নিয়ে যাও। তাঁর কবরের মাটি বক্ষে ধারণ ক'রে রোহিলখণ্ড ধন্য হোক।

আল্‌মামুন। এস কোহিনুর।

কোহিনুর। বাবা, আমি গেলে কে তোমায় দেখবে বাবা ?

শাহ আলম। যিনি সব দেখেন, তিনিই দেখবেন। তুমি যাও, তুমি সুখী হও, আমার আর ক'টা দিন ? ও চ'লে যাবে। আল্‌মামুন, কোহিনুর আমার মা-বাপ মরা মেয়ে, ওকে তুমি অনাদর ক'রো না। আচ্ছা,—যাও এবার।

[ কোহিনুরসহ আল্‌মামুনের প্রস্থান।

সিন্ধিয়া। বসুন শাহান-শা, আপনার পরম শত্রু গোলাম কাদেরের বিচার করুন। ( সিংহাসনে বসাইলেন )

শাহ আলম। যা হয় তুমি কর। আমি একটু বিশ্রাম কর্‌বো।

সিন্ধিয়া। গোলাম কাদের !

গোলাম। বল সিন্ধে।

সিন্ধিয়া। কিছু বলবার আছে তোমার ?

গোলাম। না।

সিন্ধিয়া। [illegible], তুমি শাহজাদাকে গুলি করেছ।

গোলাম। মিথ্যাকথা।

সিন্ধিয়া। কোহিনুরের অমর্য্যাদা করেছ,—

গোলাম। না, করিনি।

সিন্ধিয়া। বাদশার চোখ দুটো উপড়ে নিয়েছ।

গোলাম। বাদশাকে জিজ্ঞাসা কর তো সিন্ধে, আমার এ চোখে ছুঁচ ফুটিয়ে দিয়েছিল কে ?—কি অপরাধে ? বালক আমি, খেলার ছলে

পরিহাস ক'রে বলেছিলুম, আমি বাদশার জামাই হবো। এইজন্য একটা অসহায় শিশুর চোখ যে নষ্ট ক'রে দিতে পারে, প্রজার রক্তশোষণ ক'রে সে যদি বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়, তার চোখ উপড়ে নেওয়া কি এতই অন্যায়?

সিন্ধিয়া। বাদশা তোমার একটা চোখ নষ্ট করেছেন, আমি তোমার আর একটা চোখ উপড়ে নেবো।

গোলাম। অস্ত্র দাও, আমি নিজেই উপড়ে দিচ্ছি।

সিন্ধিয়া। গোলাম কাদের!

গোলাম। সিন্ধে, তুমি মনে ক'চ্ছো তোমার পরম শত্রু এই বিধর্ম্মী শাহ আলমকে মসনদে বসিয়ে বড় মহত্ত্ব দেখালে। তুমি জান না নির্ব্বোধ, দেশের কি সর্ব্বনাশ তুমি ডেকে আনলে। আমি বিষবৃক্ষ উপড়ে ফেলতে চেয়েছিলুম, তুমিই গোড়ায় জল ঢেলে তাকে বাঁচিয়ে তুলেছ। যদি কাণ থাকতো, আমার সঙ্গে তুমিও শুনতে পেতে, গোটা ভারতে ইংরেজ-বেণিয়ার "রুল ব্রিটানিয়া" বাজনা বেজে উঠেছে।

সিন্ধিয়া। গোলাম কাদের, আমি তোমায় মৃত্যু দণ্ড দিলুম।

গোলাম। তুমি দণ্ড দেবার কে? আমার দণ্ড খোদাই দিয়ে রেখেছেন। আমার শিবিরের মধ্যে আমি আমার কবর খুঁড়ে রেখে এসেছি। আমি জানি, আজ আমার মৃত্যু। তোমার হাতে নয়, সম্রাটের হাতেও নয়।

( নেপথ্যে কে বলিল—আমার হাতে )

সিন্ধিয়া। কে?

নসীবনের প্রবেশ

নসীবন। ওগো কে আছ তোমরা? পাগলী মেয়েটাকে ধর। কাদের, ওরে কাদের,—

খোদাবক্সের প্রবেশ

খোদাবক্স। জাঁহাপনা, মেহেরবান, দোহাই আপনার, কাদেরকে মাফ করুন। ( পদতলে পতন )

শাহ আলম। খোদাবক্স!

নসীবন। যত শাস্তি দিতে হয় আমাদের দিন জনাব, ওর প্রাণটা ভিক্ষে দিন।

খোদাবক্স। পুত্রশোকের জ্বালা আপনি তো জানেন। যে জ্বালায় আপনি নিজে জ্বলছেন, সে জ্বালা আর আমাদের দেবেন না মেহেরবান।

শাহ আলম। বড় জ্বালা, পুত্রশোকে বড় জ্বালা। সিন্ধে, বাঁধন খুলে দাও।

সিন্ধিয়া। দিল্লীশ্বরের জয় হোক। ( গোলাম কাদেরকে মুক্তিদান )

খোদাবক্স। চল বাপজান, আমরা এখান থেকেই মক্কায় চ'লে যাই।

গোলাম। দেখ বাবা, দেখ, একটা তারা ছুটে আসছে। চার বছর আগে একটা ঢিল ছুঁড়েছিলুম। সেই ঢিলেই তারার বোঁটা ছিঁড়ে গেছে। এলো, এলো, ওই এলো।

বাঁদীর প্রবেশ ও গোলাম কাদেরকে গুলিকরণ

সকলে। কে? কে?

বাঁদী। আমি—মুচীর মেয়ে; ভয় কি? ক্ষতস্থান আমি সেলাই ক'রে দেবো। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

খোদাবক্স। হামিদা!

বাঁদী। বাবা,—

নসীবন। কি কর্‌লি মা?

( পিতামাতার কোলে গোলাম কাদের শুইয়াছিলেন )

গোলাম। ঠিকই করেছে মা। এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। শাহ আলম, মহাদাজি সিন্ধিয়া, এই আমার কোহিনুর। আমি

ভুল করে ওকে হারিয়েছি। হামিদা সামনে এস। কেঁদো না! তুমি আমায় মেরে বাঁচিয়েছ। আমি জেনে গেলুম, তুমি কলঙ্কিনী নও। মুসলমানের পুনর্জন্ম নেই। যদি থাকতো, আমি খোদার কাছে এই প্রার্থনা নিয়ে যেতুম, পরজন্মে যেন তোমাকে পাই।

সিন্ধিয়া। কাদের,—

গোলাম। বিদায় সিন্ধে। বাবা, মা, আমি কবর খুঁড়ে রেখে এসেছি। আমায় যত শীঘ্র পার, মাটি চাপা দাও। ওই শোন, আবার "রুল ব্রিটানিয়া" বাদ্য বাজছে। খোদা, খোদা, সোণার ভারত রইলো তুমি দেখো। [ পিতামাতাসহ প্রস্থান।

শাহ আলম। সিংহাসন নাও সিন্ধিয়া। এ সিংহাসন আমার নয়, তোমার।

সিন্ধিয়া। না সম্রাট্, সিন্ধে দস্যু, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক নয়। আমি গলা বাড়িয়ে দিয়েছি, আমার প্রাপ্য দণ্ড আমায় দিন।

শাহ আলম। তোমায় এই দণ্ড দিলুম সিন্ধে, আজ হ'তে তুমি বাদশার ভাই। ( আলিঙ্গন ) ভারতের হিন্দুমুসলমান এমনি ক'রেই একসূত্রে গ্রথিত হোক।

বাঁদী। আমি কি কর্‌বো? ওগো, আমি কি কর্‌বো? খোদা, খোদা, মৃত্যু দাও—আমায় মৃত্যু দাও। [ প্রস্থান।

সিন্ধিয়া। আসুন সম্রাট্, পরলোকগত বীরের সদ্গতির জন্য আমরা প্রার্থনা করি।

শাহ আলম। খোদা,—

সিন্ধিয়া। ভগবান,—

উভয়ে। অভাগাকে শান্তি দাও।

—যবনিকা—

কল্পনার যাদুকর, শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী প্রণীত

প্রায়শ্চিত্ত ( কাল্পনিক নাটক ) নট্ট কোম্পানী মূল্য ২॥০

ভারত বিপ্লব (ঐতিহাসিক নাটক) ক্যালকাটা মিলন বীথি মূল্য ২

রাণী দুর্গাবতী (ঐতিহাসিক নাটক) আর্য্য অপেরা মূল্য ২॥০

বিপ্লবী বাঙালী (ঐতিহাসিক নাটক) ভাণ্ডারী অপেরা মূল্য ২॥০

বিদ্রোহী সন্তান (পৌরাণিক নাটক) রয়েল বীণাপাণি মূল্য ২॥০

বন্দীর ছেলে (গণ-নাট্য) সত্যম্বর অপেরা মূল্য ২॥০

মহারণে ঘোর (পৌরাণিক নাটক) ভাণ্ডারী অপেরা মূল্য ২॥০

মুক্তির ডাক (পৌরাণিক নাটক) তরুণ অপেরা মূল্য ২॥০

যাদব বিজয় (পৌরাণিক নাটক) রয়েল বীণাপাণি মূল্য ২॥০

সুলতানা চাঁদ ( ঐতিহাসিক নাটক ) সত্যম্বর অপেরা মূল্য ২॥০

আভিজাত্য (কাল্পনিক নাটক) নাথ কোম্পানী মূল্য ২॥০

রক্তের দাবী ( কাল্পনিক নাটক ) তরুণ অপেরা মূল্য ২॥০

শ্রীব্রজেন্দ্র কুমার দে, এম-এ, বি-টী প্রণীত

বাঙালী বা শেষ নমাজ ( ঐতিহাসিক নাটক ) আর্য্য মূল্য ২॥০

পরশমণি (সামাজিক নাটক) নট্ট কোম্পানীর দলে মূল্য ২॥০

ধর্ম্মের হাট (পৌরাণিক নাটক) নব রঞ্জন অপেরা মূল্য ২॥০

ধরার দেবতা ( রূপক-নাট্য ) গণেশ অপেরা মূল্য ২॥০

জাগরণ ( গণ-নাট্য ) নব রঞ্জন ও প্রভাস অপেরা মূল্য ২॥০

রাজা দেবিদাস ( ঐতিহাসিক নাটক ) নট্ট কেম্পানী মূল্য ২॥০

পাদুকাভিষেক ( পৌরাণিক নাটক ) ভাণ্ডারী অপেরা মূল্য ২॥০

হোযুদ্ধের বলি ( কাল্পনিক নাটক ) মূল্য ২॥০

না। শার বধূ ( কাল্পনিক নাটক ) মূল্য ২॥০

রুস্তম ( ঐতিহাসিক নাটক ) অম্বিকা নাট্য মূল্য ২॥০